সেক্‌সপিয়ারের গল্প।

ল্যাম্বের আদর্শানুসারে

মূল সেক্‌সপিয়ার হইতে

শ্রী যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রথম ভাগ।

Calcutta:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA AND CO.'S PRESS.
44, AMHERST STREET.
Published by the Sanskrit Press Depository,
148, Baranoshi Ghose's Street.

1887.

মূল্য ১।০ পাঁচশিকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সমবয়স্ক শিশুগণ দুধ খায় শুনিয়া দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার দুধ খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। দুধ খাব বলিয়া তিনি জননীর নিকট আবদার করিলেন। জননী নিতান্ত দরিদ্রা, পুত্রকে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া পান করান এমন সংগতি নাই, অবুঝ বালক তাহা বুঝেনা, প্রত্যহই দুধের জন্য কাঁদে। অবশেষে দ্রোণাচার্য্যের পত্নী পিটুলি গুলিয়া দুধ বলিয়া পুত্রকে পান করাইলেন।

অশ্বত্থামা পিষ্টোদকে যেমন দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছিলেন, আমার সংকলিত এই "সেক্সপিয়ারের গল্প" গুলিতেও পাঠকেরা সেই রূপ অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ারের রসময়ী কবিতার স্বাদ পাইবেন।

সেক্সপিয়ার অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কুড়িটী নাটকের উপাখ্যানভাগ লইয়া ল্যাম্ব সাহেব সুপ্রসিদ্ধ Lamb's Tales from Shakespeare পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুস্তক খানিকে আদর্শ করিয়াই আমি এই গল্পগুলি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে স্থানে স্থানে মূল সেক্সপিয়ার হইতে অনেক কথা যোজনা করিয়া দিয়াছি। অতএব আমার সংকলিত এই গল্পগুলি ল্যাম্ব সাহেবের পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যতদূর পারিয়াছি, মূল সেক্সপিয়ারকে অনুসরণ করিয়াছি। বাঙ্গালাভাষার অনুরোধে,

অথবা উপযুক্ত শব্দ বিন্যাসের অপটুতা নিবন্ধন, যদি কোথাও এক আধটী ভাবের বিসদৃশতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নূতন ভাব সন্নিবেশ আমার নিজের গুণপনা প্রকাশের ইচ্ছাসম্ভূত নহে। তামসী রজনীতে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক কদাচিৎ খদ্যোতকে আলোকদাতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু শারদ শুক্লপক্ষের কৌমুদীময়ী রাত্রিতে জোনাকির আলোক-বিকাশ উপহাসের নিমিত্তই হয়।

আপাততঃ প্রথম ভাগ নাম দিয়া নয়টী গল্প প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট গল্পগুলির প্রকাশ হওয়া না হওয়া পাঠকগণের কৃপাসাপেক্ষ রহিল।

কলিকাতা
৩১এ বৈশাখ
১২৯৪।

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব

মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন

আপনি আমার জন্মস্থান কোন্নগর গ্রামের অলঙ্কার। কোন্নগরে সাধারণহিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানের আপনিই মূলাধার; কোন্নগরের ইংরেজি স্কুল, বাঙ্গালা পাঠশালা, বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ-পুস্তকালয়—এই সকল গুলিই আপনার উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে, আপনারই যত্নে সুনিয়মে চলিতেছে। কিন্তু যাঁহারা আপনাকে বিশেষ রূপে জানেন, তাঁহারা কেবল বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠা করেন না। তাঁহারা জানেন আপনি যশোলিপ্সু নন, আপনার শরীরে অহঙ্কার নাই, আপনি সত্যপ্রিয়, দৃঢ়চেতা ও বিদ্যানুরাগী, আপনার নির্ম্মল চরিত্র দোষস্পর্শশূন্য। আমি এই জন্য আপনাকে আন্তরিক ভক্তি করিয়া থাকি, এবং সেই হৃদয়গত ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ, এই পুস্তকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি

ভবদীয় গুণানুরাগী

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

সেক্সপিয়ারের গল্প।

ঝটিকা।

সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী কোন দ্বীপে প্রস্পেরো নামক এক জন বৃদ্ধ ও মিরন্দা নাম্নী তদীয় লোচনানন্দদায়িনী কন্যা বাস করিতেন। এই দুই জন ভিন্ন সেই দ্বীপে অন্য কোন মনুষ্য ছিল না। মিরন্দা বোধের উদয় অবধি স্বীয় জনক ব্যতীত অন্য মানবমূর্ত্তি অবলোকন করেন নাই।

ইহাঁরা পিতাপুত্রীতে এক গিরিগুহায় বাস করিতেন। ঐ গুহায় অনেক গুলি কক্ষ ছিল। তন্মধ্যে একটী কক্ষ প্রস্পেরোর অধ্যয়নাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ অধ্যয়নাগারে ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিষয়ক কতক গুলি গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছিল। তদানীন্তন বুধমণ্ডলীর ন্যায় প্রস্পেরোও ঐ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ উপকারও দর্শিয়াছিল। কেননা দৈব দুর্বিপাক বশতঃ এই দ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে পর, তিনি ঐ বিদ্যা প্রভাবে তত্রত্য প্রাণিগণের দুরবস্থা মোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে সাইকোরাক্স নাম্নী এক ডাকিনী ঐ দ্বীপে বাস করিত, সে কুহুকবলে ভূতযোনির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যে সকল শান্তপ্রকৃতি

পরী তাহার উৎকট আদেশ পালনে অসম্মত হইয়াছিল, কুহকিনী তাহাদিগকে তরুকোটরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পিশাচী সাইকোরক্সের মৃত্যু হইলে, ঐ পরীগণ তরুকোটরেই নিরুদ্ধ ছিল; প্রস্পরো মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া দেন। পরীরা সেই পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়াছিল।

এই ক্ষুদ্র পরীগণের মধ্যে এরিয়েল প্রধান ছিল। এরিয়েলের স্বভাব সুশীল হইলেও সে কালিবনের উপর উপদ্রব করিতে বড় ভাল বাসিত। কালিবন সাইকোরক্স রাক্ষসীর গর্ভজাত পুত্র। তাহার বিকট কুৎসিত আকার দেখিলে তাহাকে কিম্ভূত কিমাকার জন্তু বলিয়া প্রতীতি হইত। প্রস্পরো তাহাকে বন মধ্যে দেখিতে পাইয়া আবাসে লইয়া আসেন এবং কথা কহিতে শিক্ষা দিয়া তৎপ্রতি সদয় ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার যেমন রূপ, গুণও সেইরূপ ছিল। দুঃশীলা মাতার অসৎ প্রকৃতি উত্তরাধিকার করাতে নিয়ত অসৎকর্ম্মেই তাহার প্রবৃত্তি জন্মিত। প্রস্পরো বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বভাব সংশোধন করিতে পারেন নাই। অবশেষে, তাহাকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া কাষ্ঠবহনাদি শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে দেন, এবং যাহাতে সে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অবহেলা বা আলস্য না করে, এরিয়েলের প্রতি সেই তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন।

এরিয়েল পূর্ব্ববৈরি সাইকোরক্সের নৃশংসতা স্মরণ করিয়া, তাহার পুত্রের প্রতি জাতক্রোধ ছিল। সুতরাং কালিবন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে কিঞ্চিন্মাত্র শৈথিল্য করিলেই, তাহার উপর

উপদ্রব আরম্ভ করিত। প্রস্পরো ভিন্ন এরিয়েল কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না; অতএব অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া বিশ্রামার্থে উপবিষ্ট কালিবনকে নখাঘাত করিত অথবা পঙ্কিল পল্বলে নিক্ষেপ করিয়া দিত। কখন বা মর্কটের আকার ধারণ করিয়া তৎপ্রতি সরোষ মুখভঙ্গী করিত, এবং সে যেমন ভয়ক্রুত হইয়া পলায়ন করিতে যাইত অমনি শল্লকীর আকারে তাহার গন্তব্য পথে উপস্থিত হইত। শল্লকীর শরীরস্থ কন্টকে পদবিদ্ধ হইয়া যাইবে এই ভয়ে কালিবন আর অগ্রসর হইতে পারিত না। ফলতঃ সে যখনই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আলস্য করিত, তখনই তাহাকে এবম্বিধ নানা রূপ উৎপাতগ্রস্ত হইতে হইত।

এই সমস্ত পরীগণ বশীভূত ও আজ্ঞাকারী থাকাতে, প্রস্পরো তাহাদের সাহায্যে সাগর-তরঙ্গ ও বায়ু-প্রবাহের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পরীগণ ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থাপন করিল। তৎকালে সমুদ্রে একখানি জাহাজ যাইতেছিল। প্রবহণ খানি বাত্যা-বিলোড়িত ও উত্তালতরঙ্গমালা-সঞ্চালিত হইয়া, প্রতি মুহূর্ত্তেই সাগর-গর্ভে প্রবিষ্ট হইবে এইরূপ প্রতীতি জন্মাইতে লাগিল। প্রস্পরো এই সময়ে সেই দিকে মিরন্দার নেত্র আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, বৎসে! ঐ যে জাহাজ খানি মগ্নপ্রায় দেখিতেছ, উহাতে আমাদের সমান আকার অনেক গুলি মনুষ্য আছে।

মিরন্দা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, পিতঃ যদি আপনারই আদেশক্রমে এই ঝটিকা উত্থিত হইয়া থাকে, তবে পোতস্থিত

হতভাগ্যগণের দুর্দশা ভাবিয়া দয়া প্রকাশ করুন। দেখুন জাহাজ খানি শীঘ্রই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। হায়! আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে সমুদ্রকে রসাতলে পাঠাইয়া, পৃথিবীকে নিরবচ্ছিন্ন জলশূন্য স্থল করিয়া ফেলিতাম। এমন সুন্দর জাহাজখানি উৎকৃষ্ট জীবগণ সমেত জলসাৎ হইবে ইহা আমার সহ্য হয় না।

প্রস্পেরো উত্তর করিলেন, বৎসে, ব্যাকুল হইও না, আমি এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি যে পোতস্থিত কোন প্রাণী প্রাণে নষ্ট হইবে না; যাহা করিলাম তাহা তোমারই মঙ্গলের জন্য। তুমি কে, কোথা হইতে এই দ্বীপে আসিয়াছ, ইহার কোন বৃত্তান্তই অবগত নহ। আর আমার সম্বন্ধে এই মাত্র পরিজ্ঞাত আছ যে আমি তোমার পিতা, সামান্য পর্ব্বত-গুহায় বাস করিয়া দিন যাপন করিয়া থাকি। আমার বোধ হয়: পূর্ব্বকথা তোমার কিছুই স্মরণ নাই, কারণ আমাদের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিবার সময় তোমার বয়ঃক্রম তিন বৎসর মাত্র ছিল।

মিরন্দা বলিলেন, আমার যেন কিছু কিছু মনে পড়ে।

প্রস্পেরো জিজ্ঞাসিলেন, কি মনে পড়ে? কোন সুশোভন অট্টালিকা অথবা আজ্ঞাপালন-তৎপর দাসদাসীর কথা মনে হয় কি?

মিরন্দা বলিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ন্যায় আমার এই মাত্র মনে হয় যে এক সময়ে চারি পাঁচজন পরিচারিকা আমার লালন পালনে নিযুক্ত ছিল।

প্রস্পেরো কহিলেন, বৎসে! চারি পাঁচজন কেন, আরও অধিক ছিল। এই বই তোমার কি আর কিছুই মনে নাই?

মিরন্দা উত্তর করিলেন, না পিতঃ, আর কিছুই মনে হয় না।

তখন প্রস্পরো বলিলেন, শুন বৎসে, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল আমি মিলানের রাজা ছিলাম এবং তুমি রাজপুত্রী ও আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলে। নির্জ্জনে শাস্ত্রচিন্তা আমার অধিকতর রুচিকর ছিল, অতএব কনিষ্ঠ সহোদর আন্তনিওর উপর রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রাধ্যয়নে রত হইলাম। আন্তনিও আপন হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, সেই সুযোগে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে অভিলাষী হইল, এবং আমার শত্রু পরাক্রান্ত নেপল্‌স-রাজের সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক অচিরে স্বীয় দুরভিসন্ধি সফল করিল।

মিরন্দা কহিলেন, তবে সে সময়ে তাহারা আমাদিগকে বধ করে নাই কেন?

প্রস্পরো বলিলেন, সে সাহস হয় নাই। প্রজারা আমার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, প্রাণে বিনষ্ট করিলে পাছে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত তোমার খুল্লতাত প্রকাশ্যরূপে আমাদিগের প্রাণ হননে প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু কৌশলে সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। আমাদের দুই জনকে অর্ণবযান-যোগে স্থানান্তরপ্রেরণ-ব্যপদেশে, সমুদ্রমধ্যে লইয়া গিয়া, এক ক্ষুদ্র তরণীতে উঠাইয়া দেয়। দুর্ব্বৃত্ত ভাবিয়াছিল ঐ নৌকা-মধ্যে আমরা অনশনে শীর্ণ ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দেহ ত্যাগ করিব। কিন্তু গঞ্জেলো নামক আমার এক অমাত্য, আন্তনিওর অজ্ঞাতসারে উহার মধ্যে খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ,

এবং রাজমুকুট অপেক্ষা আমার নিকটে অধিকতর মূল্যবান এরূপ কতকগুলি পুস্তক রাখিয়া দিয়াছিলেন।"

মিরন্দা শুনিয়া আক্ষেপবচনে কহিলেন, তাত! তৎকালে না জানি আমি আপনার কি গলগ্রহই হইয়াছিলাম।

প্রস্পরো বলিলেন, না বৎসে, সেই ঘোর বিপত্তির সময়ে বরং তুমিই আমার প্রাণরক্ষাকারিণী দেবী স্বরূপিণী হইয়াছিলে। সেই বিশাল সমুদ্র মধ্যে একাকী অসহায় পরিত্যক্ত হইয়া দুর্বিষহ বিষাদে যখন নিতান্ত মুহ্যমান হইতাম, তখন তোমার মুখখানিতে মধুময় হাসি দেখিয়া সকল ক্লেশই ভুলিয়া যাইতাম। গঞ্জেলো নৌকায় যে খাদ্য পানীয়ের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন তৎ সমস্ত নিঃশেষিত না হইতেই আমরা এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হই। এখানে পহুঁছিয়া, ক্রমে তোমার বয়োবৃদ্ধি হইলে, তোমাকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই আমার প্রধান কার্য্য হইয়াছে। আমি তোমাকে শরীর-শোভন কোন অলঙ্কার দিতে পারি নাই, কিন্তু জ্ঞানরত্নে অলঙ্কৃতা দেখিয়া নিরতিশয় সুখী হইয়াছি।

মিরন্দা শুনিয়া কহিলেন, তাত! জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। এক্ষণে, আপনি কি নিমিত্ত পবনকে প্রমত্তভাবে প্রচালিত করিলেন, কৃপা করিয়া তাহার কারণ ব্যক্ত করুন।

দুহিতার কৌতুহল পরিতৃপ্ত করিতে প্রস্পরোর অনিচ্ছা ছিল না। অতএব বলিলেন, তবে শুন বৎসে, এই ঝটিকা প্রভাবে আমার পূর্ব্বশত্রুগণ অর্থাৎ আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও নেপল্‌সের রাজা পোতভ্রষ্ট হইয়া এই দ্বীপে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তাঁহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে

এরিয়েল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পরীরা যদিও অন্যের অদৃশ্য ছিল, তথাপি প্রস্পেরো মিরন্দার অগোচরে তাহাদের সহিত কথা কহিতেন। কেননা মিরন্দা তাঁহাকে শূন্যদেশ লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতে দেখিবেন ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। অতএব এরিয়েলকে সমাগত দেখিয়া, একগাছি মন্ত্রপূত দণ্ডদ্বারা দুহিতাকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শমাত্র নিদ্রা মিরন্দার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিল।

তনয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলে, প্রস্পেরো এরিয়েলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাহসিন্, বল কিরূপে আমার আদেশ পালন করিয়া আসিলে।

ঝটিকা উত্থিত হইলে, সাগর-বক্ষ অসংখ্য ঊর্ম্মিবিভঙ্গে যেরূপ ফেনিল হইয়া উঠিল, নাবিকেরা পোতরক্ষা দুঃসাধ্য ভাবিয়া যেরূপ ভয়বিহ্বল হইল, নেপল্স-রাজপুত্র ফর্দিনন্দ প্রাণভয়ে যাদৃশ ত্রস্ত ও ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাদৌ জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং পুত্রকে জলে পতিত হইতে দেখিয়া নেপল্স-রাজ যে প্রকার হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, এরিয়েল তৎসমস্ত সবিস্তর বর্ণনা করিয়া, পরিশেষে কহিল, কিন্তু বাস্তবিক নেপল্স-রাজপুত্র জলমগ্ন হন নাই, তাঁহার জনক জলমগ্ন ও বিনষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া বিষণ্ণ চিত্তে এই দ্বীপের এক প্রান্তে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই, একগাছি কেশেরও অপচয় হয় নাই, আর তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদ সাগর-জলসিক্ত হওয়াতে বরং অধিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রস্পেরো বলিলেন, হঁা এইত আমি চাই। এখন রাজপুত্রকে

এদিকে লইয়া এস। মিরন্দা তাহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কুতূহলী হইবে। আমার অনুজকে ও নৈপল্‌সের রাজাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?

এরিয়েল উত্তর করিল, তাঁহারা দ্বীপের অপর প্রান্তে যুবরাজ ফর্দিনন্দের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, মনে করিতেছেন তাঁহাকে স্বচক্ষে জলমগ্ন হইতে দেখিয়াছেন, অতএব এখন আর অনুসন্ধান করা বৃথা। জাহাজের নাবিকগণের মধ্যেও কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেকে মনে করিতেছে যে কেবল সেই একাকী রক্ষা পাইয়াছে। আর, জাহাজ খানি সকলের অলক্ষিত ভাবে তট-সন্নিকটে রাখিয়া দিয়াছি।

প্রস্পরো বলিলেন আমার আদেশ যথাবৎ পালন করাতে পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু এখনও অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে।

এরিয়েল দুঃখিতচিত্তে উত্তর করিল, প্রভো! এখনও অনেক কর্ম্ম বাকি! আপনি মনে করিয়া দেখুন আমাকে শীঘ্রই অধীনতা-মুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দেখুন, আপনি আমাকে যখন যে কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ অক্ষুব্ধ চিত্তে সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি। কোন চাতুরী-প্রবঞ্চনা করি নাই, অসন্তোষ-ভাবও দেখাই নাই।

প্রস্পরো বলিলেন, এরিয়েল, তুমি কি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? সাইকোরক্স রাক্ষসীকে তোমার মনে পড়ে কি? বল দেখি তাহার জন্মস্থান কোথা?

এরিয়েল বলিল, সেই পাপীয়সী আল্‌জিয়ার্স দেশে জন্ম-গ্রহণ করে।

প্রস্পরো কহিলেন, সত্য নাকি? বোধ হইতেছে সকল কথা

তোমার স্মরণ নাই, আমি তোমার মেধাশক্তি মার্জ্জিত করিয়া দিতেছি। এই পিশাচী, অশ্রাব্য জঘন্য আচরণ জন্য যখন মনুষ্য সমাজে বাসের অযোগ্যা বলিয়া বিবেচিতা হইল, তখন জন্মস্থান আল্‌জিয়ার্স দেশ হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া নাবিকগণ কর্ত্তৃক এই বিজনদ্বীপে পরিত্যক্তা হয়। তুমি সুশীলতা বশতঃ তাহার ঘৃণিত আদেশ পালনে অসম্মত হইলে, সে তোমাকে তরুকোটরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তুমি তথায় দিবানিশি ক্রন্দন করিয়া কালাতিপাত করিতেছিলে, আমি আসিয়া তোমার সে যন্ত্রণা দূর করি।

কৃতঘ্নতার আরোপ করিতে দেখিয়া এরিয়েল সপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, প্রভো, আমার অপরাধ হইয়াছে, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

প্রস্পেরো বলিলেন, হাঁ, আমার আদেশানুযায়ী কার্য্য কর, স্বাধীন করিয়া দিব।

অনন্তর আদিষ্ট কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, এরিয়েল প্রথমতঃ যুবরাজ ফর্দিনন্দের নিকটে উপস্থিত হইল। দেখিল রাজপুত্র বিষণ্ণভাবে হরিৎতৃণময় ভূমির উপরে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া এরিয়েল মনে মনে কহিল, রাজ-কুমার, এস তোমাকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিতেছি, কুমারী মিরন্দাকে তোমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখাইতে হইবে। এস, এস, বিলম্ব করিও না, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া শূন্যমার্গে অলক্ষিত থাকিয়া গান আরম্ভ করিল।

বৃথা অন্বেষণ তুমি কর মতিমান,
সিন্ধুতলে পিতা তব আছেন শয়ান।

পূর্ব্ব চিহ্ন নাই কিছু, জলধির বরে
প্রাণ-হীন দেহ তাঁর নবভাব ধরে।
মুক্তাফলে পরিণত হয়েছে নয়ন,
কঙ্কাল প্রবাল-দ্যুতি করেছে ধারণ;
নাগকন্যা স্তুতি গান করিছে তাঁহার,
অই শুন অই শুন বীণার ঝঙ্কার।

এই অদ্ভুত রূপে পিতার প্রাণাত্যয়ের সংবাদ শুনিয়া ফর্দিনন্দ বিস্মিত হইলেন, এবং শোকে ও বিষাদে তাঁহার শরীরে যে অবসাদ জন্মিয়াছিল তাহা পরিহার পূর্ব্বক সেই গীতিশব্দ লক্ষ্য করিয়া এরিয়েলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। প্রস্পরো ও মিরন্দা এক বৃহৎ তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, এরিয়েল সেই দিকে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মিরন্দা স্বীয় জনক ভিন্ন অন্য মানবমূর্ত্তি অবলোকন করেন নাই, অতএব সুকুমার রাজকুমার তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলে তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নির্নিমেষ লোচনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রস্পরো জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! কি দেখিতেছ?

মিরন্দা কহিলেন, পিতঃ দেখুন দেখুন, দিব্যলোকবাসী কোন অশরীরী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ করিতে আসিয়াছেন। আহা! উহাঁর দৃষ্টি-বিক্ষেপ কি সুন্দর! সত্য বলিতেছি, অমন সুদৃশ্য সজীব পদার্থ আমি কখন দেখি নাই। হে পিতঃ! বলুন, ইনি কি দেব, না দেবযোনি?

তাঁহার পিতা সহাস্য-মুখে উত্তর করিলেন, না বৎসে! ঐ ব্যক্তি আমাদেরই মত ক্ষুধার সময়ে আহার করে, নিদ্রার সময়ে

নিদ্রা যায়; আমরা যেরূপ মনুষ্য, এ-ও সেইরূপ মানব-জাতি-সম্ভূত। ঝটিকার সময়ে যে পোত খানি মগ্নপ্রায় দেখিয়াছিলে, এই যুবক সেই পোতারোহণে এই দ্বীপে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। শোকতাপে ম্লান না থাকিলে তুমি ইহাকে সুশ্রী পুরুষ বলিতে পারিতে। সঙ্গিভ্রষ্ট হইয়া এ ব্যক্তি এক্ষণে সহচরগণের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

মিরন্দা স্বীয় পিতাকে দেখিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে পুরুষমাত্রেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর ও শুক্ল শ্মশ্রু-লোমরাজিতে বিরাজিত। এক্ষণে তদন্যথায় রাজপুত্রের সৌষ্ঠবসম্পন্ন কমনীয় মুখশ্রী দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন। এদিকে, যুবরাজ ফর্দিনন্দও, সেই জনশূন্য দ্বীপে, অসামান্য রূপ-লাবণ্য-শালিনী নব-যৌবনা ললনা অবলোকন করিয়া, বিস্মিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে এরিয়েলের গীতি আকাশ-সম্ভবা বাণী মনে করিয়াছিলেন; এক্ষণে স্থির সৌদামনীসদৃশী এই লাবণ্যময়ীর রূপমাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিলেন, এই দ্বীপ নিশ্চয়ই দেবাধিষ্ঠিত এবং এই রমণী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ফর্দিনন্দ মনোমধ্যে এই বিতর্ক করিয়া, মিরন্দার সম্মুখীন হইবা মাত্র, তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন।

মিরন্দা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, আমি দেবী নহি, সামান্যা মানবী। এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানের উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে বৃদ্ধ প্রস্পেরো তাহাতে বাধা জন্মাইলেন। যুবক যুবতীকে প্রথম দৃষ্টিতেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইতে দেখিয়া তিনি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তথাপি ফর্দিনন্দের অনুরাগের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপাততঃ তাহাদের

প্রণয়-পথে কণ্টক স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং তন্নিমিত্ত রোষকর্কশ স্বরে বলিলেন, ওহে যুবক, আমার কাছে প্রতারণা খাটিবে না। আমি এই দ্বীপের অধিপতি, তুমি আমার এই রাজ্য অপহরণ মানসে চরবেশে আগমন করিয়াছ। আমি তোমার সমুচিত শাস্তি দিব; গ্রীবার সহিত পদদ্বয় দৃঢ়-বন্ধন করিয়া তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব। সমুদ্রের লবণাক্ত জল তোমার পানীয় ও শুষ্ক শম্বুকমাংস অথবা নীরস তরুমূল তোমার খাদ্য হইবে। ফর্দিনন্দ নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন, এই কথায় অবমানিত জ্ঞান করিয়া সদর্পে কহিলেন, তোমার অপেক্ষা পরাক্রান্ত শত্রু কর্তৃক যাবৎ পরাভূত না হই, তাবৎ ঐরূপ খাদ্য পানীয় আমার গলাধঃকৃত হইবে না। এই বলিয়া কটিস্থিত তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন। মিরন্দা তাঁহার সাহস সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পিতাকে সাবধান করিয়া দিবার নিমিত্ত ধীরভাবে বলিলেন, তাত! এ ব্যক্তি অভিজাত ও কাপুরুষতা বর্জ্জিত, আপনি ইহাকে উত্তেজিত করিবেন না। কিন্তু ফার্দিনন্দের পৌরুষ প্রকাশ বৃথা হইয়াছিল; তিনি যেমন তরবারি সঞ্চালন করিতে উদ্যত হইবেন, প্রস্পরো মন্ত্রপূত যষ্টি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চল ও অবশেন্দ্রিয় করিয়া দিলেন।

তখন মিরন্দা পিতার বাহু ধারণ করিয়া কহিলেন, আপনি কি জন্য এত নির্দয় হইতেছেন? অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইতে দিন। ইহাঁর আকার দৃষ্টে নিশ্চয় বলিতে পারি ইনি কপটপ্রকৃতি নন। ইনি যদি কোন অসৎ আচরণ করেন, আমি তাহার দায়ী থাকিলাম।

প্রস্পরো তনয়াকে তিরস্কারের ভাণ করিয়া কহিলেন, চুপ

কর, প্রতারকের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অনুরোধ করিতেছ? কালিবনের সহিত তুলনা করিয়া, তুমি মনে করিতেছ যে এই ব্যক্তির মত সুশ্রী পুরুষ জগতে আর নাই। আ অবোধ! কালিবন আর এই ব্যক্তিতে যত অন্তর, অনেক সুরূপ পুরুষের সহিত ইহারও তত অন্তর জানিবে। প্রস্পরো এই কথা গুলি কেবল কন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থে বলিয়াছিলেন, নচেৎ রাজকুমার ফর্দিনন্দ বাস্তবিকই রূপবান ছিলেন। পিতাকে অন্য সুশ্রী পুরুষের উল্লেখ করিতে শুনিয়া, মিরন্দা মৃদুস্বরে কহিলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা উচ্চ নহে, অধিকতর সুন্দর আকৃতি দেখিতে অভিলাষ করি না।

অনন্তর প্রস্পরো রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে যুবক, এই দিকে এস, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার সাধ্য নহে।

মোহিনী বিদ্যা প্রভাবে প্রতিকূলাচরণের সামর্থ্য রহিত হইয়া, ফর্দিনন্দ আজ্ঞামাত্র প্রস্পরোর অনুবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু যাইতে যাইতে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া মিরন্দাকে দেখিতে লাগিলেন। পরে কারাগুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি মনে মনে কহিলেন, আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? আমার শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, পিতার মৃত্যু, শরীরের অপটুতা ও এই বৃদ্ধের নির্দয় আচরণ, কিছুই গ্রাহ্য করি না, যদি দিনান্তে একবারও ঐ সুলোচনাকে দেখিয়া চক্ষুঃ সার্থক করিতে পাই!

প্রস্পরো ফর্দিনন্দকে অধিকক্ষণ কারারুদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহাকে গুহার বহির্ভাগে আনিয়া কাষ্ঠবহন কার্য্যে নিযুক্ত

করিয়া দিলেন। কারাবহির্ভাগে কখন না কখন মিরন্দা তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তিনী হইবেন এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া ফর্দিনন্দ সেই শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। ফর্দিনন্দকে যে ঐরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, প্রস্পরো কৌশলে তাহা মিরন্দাকে অবগত করাইয়া, অধ্যয়নাগারে প্রবেশের ব্যপদেশে, অন্তরালে অবস্থিত হইয়া প্রণয়িযুগলের ব্যবহার দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফর্দিনন্দের শরীর বলিষ্ঠ থাকিলেও, তিনি সুকুমার রাজকুমার দিগের অনভ্যস্ত তাদৃশ শ্রমসাধ্য কার্য্যে শীঘ্রই শ্রান্তিযুক্ত হইলেন। মিরন্দা যখন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রণয়াস্পদ সেই অল্প ক্ষণের মধ্যেই আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দর্শনে ব্যথিতচিত্তা হইয়া মনে মনে কহিলেন, বজ্রপাতে এই কাষ্ঠরাশি এখনই ভস্মীভূত হয় না কেন? ইহাঁকে বহন-ক্লেশ দিতেছে বলিয়া এই ইন্ধন দহনকালে নিশ্চয়ই অশ্রু-মোচন করিবে। পরে ফর্দিনন্দের নিকটে যাইয়া বলিলেন, ভদ্র! তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে, তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, আমার পিতা অধ্যয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন এক প্রহর কাল এ দিকে আসিবেন না।

ফর্দিনন্দ উত্তর করিলেন, অয়ি দয়াশীলে, কর্ম্ম সমাপন না করিয়া বিশ্রাম করিতে আমার সাহস হয় না।

মিরন্দা বলিলেন, তবে তুমি বোস, আমি তোমার হইয়া খানিক কাজ করি। ফর্দিনন্দ কহিলেন, এ পরিশ্রম কি তোমার সাধ্য? মিরন্দা কহিলেন, কেন সাধ্য হইবে না? তুমি

অন্যের নিয়োগানুসারে অনিচ্ছায় কাজ করিতেছ, তাই তোমার কষ্টবোধ হইতেছে, আমি তোমার শ্রম লাঘব মানসে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্বেচ্ছায় কাজ করিব, আমারত কষ্ট হইবে না। কিন্তু ফর্দিনন্দ কোন ক্রমেই মিরন্দার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, কাষ্ঠ-বহন-ক্লেশে আমার অস্থি চূর্ণ হয় হউক, তথাপি তোমাকে এ কঠিন কাঠ স্পর্শ করিতে দিব না। মিরন্দা সহায়তা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যসমাধা করিয়া দিবেন কি, তাঁহার আগমনে বরং কাজের বিঘ্ন জন্মিল। কেননা উভয়েই কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়াতে কাষ্ঠবহনে শৈথিল্য ঘটিল।

ফর্দিনন্দের চিত্তপরীক্ষার জন্যই প্রস্পেরো তাঁহাকে এই ক্লেশকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অতএব কাষ্ঠবহনে শৈথিল্য হইতেছে দেখিয়া তিনি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইলেন না। প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া প্রেমিকদ্বয়ের কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

ফর্দিনন্দ কথা প্রসঙ্গে মিরন্দার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আপনার নাম বলিয়া কহিলেন, পিতার স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও তোমার নিকটে নাম ব্যক্ত করিলাম।

দুহিতার এই প্রথম অবাধ্যতায় প্রস্পেরো হাস্য করিলেন। ফর্দিনন্দের প্রতি যে মিরন্দা অনুরক্তা হন ইহা তাঁহার অভিমত ছিল। অতএব, প্রণয়াতিশয্যে প্রিয়পুত্রী যে নিষেধ পালনে পরাঙ্মুখী হইয়াছিল তজ্জন্য রুষ্ট হইলেন না। ফর্দিনন্দের কথা শুনিয়াও তিনি প্রীতি লাভ করিলেন। উক্ত রাজকুমার মিরন্দার সাক্ষাতে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন, আমি অনেক রূপবতী রমণী দেখিয়াছি, অনেক সময়ে তাহাদের শ্রবণরঞ্জন বচন-

বৈদগ্ধি শ্রবণে আনন্দও লাভ করিয়াছি, ঐ সকল রমণীর কোন না কোন গুণে আমার মন বিমোহিত হইয়াছিল, কিন্তু আবার প্রত্যেকেরই কোন না-কোন দোষ সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্তপরিতোষ দূরীকৃত করিয়াছে। তোমারই শরীরে একাধারে সমস্ত গুণের সমাবেশ দেখিতেছি, তুমি যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তোমার মনও তেমনই নির্ম্মল। তুমি অতুলনা, অনবদ্যা, আমার হৃদয়ের চিরারাধ্যা হইলে।

আপনার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া, ঋজুস্বভাবা মিরন্দা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, আমি অন্য রমণী দেখি নাই, পুরুষের মধ্যে কেবল পিতাকে ও তোমাকে দেখিয়াছি। রূপ ও সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে জানি না। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহ সংসারে তোমারে চিরসখা করিতে অভিলাষ করি। আমার অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে, তোমার অপেক্ষা এমন অধিকতর সুন্দর আকার আমার কল্পনাও চিত্র করিয়া দিতে অসমর্থ। কিন্তু, হে সৌম্য, আমি হয়ত পিতার উপদেশ অতিক্রম করিয়া অনেক অনুচিত কথা বলিলাম।

প্রস্পারো এই কথায় পুনরায় হাস্য করিলেন, এবং শিরঃসঞ্চালন করিয়া মনে মনে বলিলেন, আমার দুহিতা নেপল্‌স-রাজের পট্টমহিষী হইবে আমারত ইচ্ছাই তাই।

অনন্তর ফর্দিনন্দ মিরন্দাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! তুমি যদি আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া নেপল্‌সের রাজপ্রাসাদ সুশোভিত কর, আমি আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি।

মিরন্দা আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া উত্তর করিলেন, প্রিয়তম,

আমি যাহাতে সুখী হইব তাহাতে অশ্রুবর্ষণ কেন করি জানি না। তোমাকে সরল মনে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি যে আমাকে বিবাহ করিলে তোমার পত্নী হইব।

ফর্দিনন্দ উল্লাসিত চিত্তে স্বীয় আনন্দ বিজ্ঞাপন করিবেন এমন সময়ে প্রস্পরো আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং মিরন্দাকে কহিলেন, বৎসে, ভীত হইওনা, আমি গোপনে অবস্থিত হইয়া, তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি ও প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিয়াছি। পরে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ফর্দিনন্দ! তোমার উপরে যে নির্দয়তা প্রকাশ করিয়াছি, এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়া তাহার প্রচুর পরিশোধ দিতেছি। তোমার প্রণয়-পরীক্ষার নিমিত্তই আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং নিজগুণে যাহা লাভ করিয়াছ এক্ষণে তাহা হৃষ্টচিত্তে তোমাকে দান করিলাম। আমার এই কন্যা প্রশংসার অতিক্রান্ত গুণশালিনী এ কথা বলিলে আমার শ্লাঘা করা হইবে না। এখন এস, আর ইন্ধন-বহন-ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, সুখাসীন হইয়া, মিরন্দার সহিত বিস্রম্ভ আলাপনে বিশ্রামসুখ ভোগ কর।

অনন্তর দুহিতার অগোচরে ফর্দিনন্দকে কহিলেন, বৎস! আমার কন্যা নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা, তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে বাগ্দত্তা মাত্র, তোমাদিগের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনে পূতপরিণয়সংস্কারের প্রতীক্ষা আছে—নির্জ্জন কথোপকথনের সুযোগ পাইয়া যেন এ কথাটী ভুলিও না। ফর্দিনন্দ উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি

আমাকর্ত্তৃক কোন অসংগত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। প্রস্পারো হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! কন্দর্প মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে তোমার এ দর্প চূর্ণ করিতে পারে। যৌবনে বিষয়-বাসনাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, শত শত প্রতিজ্ঞা, তৃণবৎ দহন করে। অতএব মনোমধ্যে সুপ্তমনোভব যাহাতে জাগ্রত না হয়, এখন এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে। আমার এই উপদেশের অন্যথাচারণ করিলে ঘোর অভিসম্পাত করিব।

ভাবী জামাতাকে এই রূপ অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়াই, প্রস্পারো নিশ্চিন্ত হইলেন না। যুবক যুবতীর চিত্তবিনোদন এবং আপনারও ক্ষমতা প্রদর্শন মানসে পরীদিগকে শরীর ধারণ করিয়া, নাটকাভিনয় দেখাইতে আদেশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত করিয়া নটবেশধারী পরীগণ চকিত মাত্রে শূন্যে মিশাইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে ফর্দিনন্দ অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলে, প্রস্পারো কহিলেন, বৎস! এই অভিনয় ব্যাপারই যে কেবল মায়াপ্রপঞ্চ তাহা মনে করিও না। অভ্রংলিহ অট্টালিকা, সুশোভন রাজভবন, গম্ভীরদৃশ্য দেবমন্দির, অধিক কি, এই নগ-নদ-জনপদাধিষ্ঠিতা, সাগরমেখলা বিপুলা ধরিত্রীও এককালে এই রূপে অনন্তশূন্যে বিলীন হইবে। চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎই ভৌতিক, মায়াময় মাত্র।

অনন্তর মিরন্দা ও ফর্দিনন্দকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রস্পারো, তাঁহার অনুজ ও পূর্ব্ববৈরি নেপলস্পতি কোথায় কি অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, তদ্বিবরণ জানিবার নিমিত্ত, এরিয়েলকে আহ্বান করিলেন। এরিয়েল আসিয়া নিবেদন করিল, মহাশয়,

তাহাদিগকে এত বিভীষিকা দেখাইয়াছি যে তাহারা ভয়ে হত-জ্ঞান হইয়া আছে। তাহারা যখন পর্য্যটনে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া উপবিষ্ট হইয়াছিল, তখন সম্মুখে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী স্থাপিত করিয়া দিয়াছিলাম। অনন্তর আহার-মানসে যেমন হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনি নৃপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া খরনখর দ্বারা সমস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম, এবং সেই নৃ-পক্ষীর আকারেই কথা কহিয়া বলিলাম, তোমরা নিরপরাধে নিখিলগুণনিলয় প্রস্পেরোকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, অপোগণ্ড কন্যার সহিত সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছ; সেই পাপে তোমাদিগকে এত নিগ্রহ সহিতে হইতেছে। পূর্ব্বকৃত অসদাচরণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, আপনার অনুজ ও নেপল্‌স-রাজ উভয়েই অত্যন্ত অনুতাপিত হইয়াছে। অনু-তাপ কাল্পনিক নহে। তাহাদের যথার্থ হৃদয়গত-ভাবপ্রকাশক পরিতাপ-বাক্য গুলি শুনিয়া আমার করুণার উদ্রেক হইয়াছে।

প্রস্পেরো শুনিয়া বলিলেন, তবে তাঁহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর। তুমি অশরীরী হইয়াও যদি তাঁহাদের অনুতাপ-বাক্যে অনুকম্পান্বিত হইয়া থাক, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আমি কি পাষাণ-হৃদয় হইতে পারি? হে সুশীল, শীঘ্রই তাঁহাদিগকে লইয়া এস।

এই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এরিয়েল নিমেষ মধ্যে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল এবং শূন্যপথে আশ্চর্য্য বাদিত্র বাদন করিল। সেই বাদিত্র-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নেপল্‌স-রাজ, আন্তনিও এবং প্রাচীন অমাত্য গঞ্জেলো, এরিয়েলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়া প্রস্পেরোর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই

গঞ্জেলো পূর্ব্বে প্রস্পরোর প্রাণ রক্ষার্থে নৌকা মধ্যে সংগোপনে খাদ্যাদির সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয় বিষাদে ও ভয়ে বিহ্বলচিত্ত থাকাতে, প্রস্পরোকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রাণদাতা গঞ্জেলোকে দেখিবামাত্র আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন আন্তনিও ও নেপল্‌স-রাজ জানিতে পারিলেন যে যিনি তাঁহাদিগের অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট ও অনুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই প্রস্পরো তাঁহাদের নেত্র-পুরোভাগে দণ্ডায়-মান আছেন।

অনন্তর আন্তনিও অশ্রুপূর্ণ লোচনে বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া, আত্মদুষ্কৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নেপল্‌স-রাজও, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত যে গর্হিত আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রস্পরো সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক, তাঁহাদের উপর অক্রোধ হইলেন এই কথা ব্যক্ত করাতে, তাঁহারা তাঁহাকে অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। তখন প্রস্পরো নেপল্‌স-রাজের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, আপনাকেও দিবার জন্য আমি মহামূল্য সামগ্রী রাখিয়াছি। এই বলিয়া, সন্নিহিত কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, পাশক্রীড়ানুরক্ত ফর্দিনন্দ ও মিরন্দাকে দেখাইয়া দিলেন।

নেপল্‌স-রাজ ও তৎপুত্র উভয়েই উভয়কে জলমগ্ন স্থির করিয়া পুনর্দ্দর্শনের আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই অসম্ভাবিত মিলন হওয়াতে তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল

না। মিরন্দারও বিস্ময় বড় অল্প হয় নাই। অদৃষ্টপূর্ব্ব আবার তিনটী মানবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, ধন্য সেই জগৎ, যেখানে এইরূপ মহান্ মনুষ্যগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন!

মিরন্দার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নেপল্স-রাজও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অসুলভ রূপ-নিধান কন্যাটী কি মানবী? আমার বোধ হয় ইনি দেবকন্যা। প্রথমতঃ বিরূপ হইয়া আমাদিগের পিতাপুত্রকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, পরে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া আবার মিলাইয়া দিলেন। আপনার ন্যায় পিতাকেও ভ্রমে পতিত হইতে দেখিয়া, ফর্দিনন্দ স্মিত মুখে উত্তর করিলেন, মহাশয়! ইনি দেবী নন, মানবী, এক্ষণে দেবানুগ্রহে আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন, সেই জন্য আপনার অনুমতির প্রতীক্ষা না রাখিয়া ইহাঁকে পরিগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্বে মিলানাধিপতি প্রথিতনামা প্রস্পরোর কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে চক্ষে দেখিলাম। আমার সংসার সুখের সারভূত এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়া, মহাত্মা প্রস্পরো, আমার জীবন নবীকৃত করিয়াছেন ও আমার দ্বিতীয় পিতৃকল্প হইয়াছেন।

নেপল্স-রাজ এতৎ শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আমি তবে এই কুমারীর পিতৃস্থানীয় হইলাম। অনন্তর আত্মকৃত পূর্ব্ব অসদাচরণে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, আমি আপনার পুত্রবধূকে বিজনদ্বীপে বিবাসিত করিতে সহায়তা করিয়াছিলাম, যখনই

আমার এই কথা মনে হইবে, তখনই আমাকে লজ্জা পাইতে হইবে।

প্রস্পরো বলিলেন, আর সে কথার উত্থাপনে প্রয়োজন নাই। শুভ সঙ্ঘটন হইয়া যে ক্লেশ-পরম্পরার শেষ হইল তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। পরে, কনিষ্ঠ সহোদরকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ আমি যে রাজ্যচ্যুত হইয়া এই জনশূন্য দ্বীপে বাস করিব, এবং নন্দিনী মিরন্দা যে এতদিন গিরিগুহায় শষ্পশয্যা-শায়িনী হইয়া অবশেষে নেপল্‌সের রাজ-মহিষী হইবে এ সমস্তই বিধাতার নির্ব্বন্ধ। রাজকুমার ফর্দিনন্দ এই বিজন স্থানে উপনীত না হইলে মিরন্দার প্রণয়ানুরাগী হইতেন না। কিন্তু, প্রস্পরো কনিষ্ঠের সহিত যতই ভদ্রতা করিতে লাগিলেন, আন্তনিওর হৃদয়ে ততই লজ্জা ও অনুতাপ প্রবৃদ্ধ হইল। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ সচিব গঞ্জেলো পূর্ব্ব-শত্রুগণের মধ্যে পুনঃ সৌহৃদ্যস্থাপন দেখিয়া পরম সুখী হইলেন এবং বরকন্যাকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর, প্রস্পরো সহর্ষচিত্তে প্রকাশ করিলেন, জাহাজখানি ঝটিকায় বিনষ্ট হয় নাই, নিরাপদ্ স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, এবং নাবিকেরা সকলেই জীবিত আছে। কল্য প্রভাতে আমরা সকলে দেশে যাত্রা করিব। অদ্য এই দ্বীপে অবস্থিতি করিয়া আমার এই সামান্য আবাসে যে খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন আছে, তদুপযোগে আপনারা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করুন। এই জন-শূন্য দ্বীপে আসিয়া অবধি আমি কিরূপে দিন যাপন করিয়াছি যদি শুনিতে বাসনা করেন, সায়ংকালে তাহার গল্প করিব।

পরে কালিবনকে ডাকিয়া গৃহসজ্জা ও খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কালিবনের বিকট আকার দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, প্রস্পেরো সহাস্য বচনে বলিলেন, এই স্থানে এই-ই আমার একমাত্র পরিচারক।

প্রস্পেরো স্বদেশে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এরিয়েলকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। এরিয়েল যদিও প্রভুভক্ত ছিল, তথাপি স্বাধীন হইয়া বিমানপথ-চারী বিহঙ্গমের ন্যায় আত্মবশে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া, কখন বা শ্যামল তরুতলে, কখন বা সুরভি পুষ্পদলে, বিচরণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক ছিল। প্রস্পেরো তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এরিয়েল! যদিও তোমাকে বিদায় দিতে দুঃখ হয়, তথাপি আর দাসত্বে বদ্ধ রাখিতে চাহি না, যাও, তুমি অদ্যাবধি স্বাধীন হইলে। এরিয়েল স্বাধীনতা লাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল, প্রভু, জগদীশ্বর আপনারে সুখে রাখুন। আমি আজি হইতে দাসত্বমুক্ত হইলাম, কিন্তু আপনি যে পর্য্যন্ত স্বরাজ্যে উপনীত না হইতেছেন সে পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিতে অনুমতি করুন। আমি অনুকূল বায়ুদল লইয়া আপনার পোতের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিব এবং আপনার মস্তক রাজমুকুট-বিমণ্ডিত দেখিয়া বিদায়গ্রহণ করিব। এই বলিয়া উৎফুল্ল চিত্তে নিম্নলিখিত গান করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

যে ফুলেতে মধুকর মধুপান করে,
আমিও তথায় রব প্রফুল্ল অন্তরে।
মুদিত মল্লিকাকোলে লইব শরণ,
পেচক কর্কশ কণ্ঠে ডাকিবে যখন।
নিদাঘে বেড়াব আমি বাদুড় বাহনে,
তাপিত হবে না তনু আতপ-দহনে।

উদ্গাত মুকুল নব পল্লবের তলে,
বসিয়া কাটাব কাল কত কুতূহলে !

অতঃপর ইন্দ্রজাল-বিদ্যাচর্চ্চার আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া প্রস্পরো তদ্বিষয়ক গ্রন্থগুলি ও মন্ত্রপূত দণ্ডটী মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলেন। শত্রুগণের পরাভব সাধিত, এবং কনিষ্ঠ সহোদরের ও নেপল্‌সরাজের সহিত সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়াতে তাঁহার আর স্পৃহণীয় কিছুই ছিল না। তিনি আনন্দিত মনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন পূর্ব্বক সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং সমারোহ পূর্ব্বক নেপল্‌স রাজপুত্রের সহিত দুহিতার পরিণয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া প্রজাপালনসুখে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিলেন।

ভ্রান্তি-প্রহসন।

সিরাকুজ এবং এফিসস্ রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, এফিসস রাজ্যে এই নৃশংস বিধি ব্যবস্থাপিত হয় যে, সিরাকুজদেশীয় কোন বণিক এফিসস্ নগরের রাজপথে দৃষ্ট হইলে তাহাকে, হয় সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, না হয় প্রাণ, দণ্ড দিতে হইবে।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিছু কাল পরে, ইজিয়ন নামক সিরাকুজ দেশীয় কোন বণিক্, এফিসসের রাজপথে ধৃত হইয়া, বিহিত দণ্ড পাইবার নিমিত্ত, তত্রত্য রাজসমীপে নীত হইল। ইজিয়নের অর্থদণ্ড দিবার সঙ্গতি ছিল না, সুতরাং রাজাকে অগত্যা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হইল। কিন্তু ঐ নিষ্ঠুর আদেশ দিবার পূর্ব্বে বণিকের বৃত্তান্ত কি, জানিতে কৌতুহলপরবশ হইয়া, রাজা বলিলেন, ওহে বৃদ্ধ! সিরাকুজ দেশীয় বণিক এফিসসে প্রবেশ করিলে তাহাকে যে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয় এ কথা সাধারণ্যে অপ্রকাশ নাই, তুমি জানিয়া শুনিয়া কি সাহসে এই নগরে আগমন করিলে, এবং তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্তই বা কি, জানিতে ইচ্ছা করি। ইজিয়ন উত্তর করিলেন, রাজন্! মরিতে আমার শঙ্কা নাই, কেননা শোক সন্তাপে আমার দেহ দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়াছে। আপনি আমার অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ঐ সমস্ত কথা

বলিতে আমার যারপর নাই ক্লেশ বোধ হইবে। তথাপি আজ্ঞা পালন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সিরাকুস্ আমার জন্মভূমি এবং বাণিজ্য আমার জীবিকা। আমি বিবাহ করিয়া কলত্র সহিত সুখে কাল-যাপন করিতেছিলাম, এমন সময়ে কার্য্যানুরোধে আমাকে এপিদাম্‌নিয়ম্‌ নগরে যাইতে হইল। ছয় মাস বিলম্ব করিয়াও আমার সেই কার্য্য সমাধা হইল না, প্রত্যুত আরও অধিক কালগৌণ হইবে দেখিয়া, আমি তথায় পরিবার আনাইলাম। আমার স্ত্রী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এপিদাম্‌নিয়ম্‌ নগরে পঁহুছিলে পর, তিনি দুইটী যমজ পুত্রের প্রসূতি হইলেন। এই যমজ-শিশুদুটীর পরস্পর আকারগত এরূপ সৌসাদৃশ্য হইয়াছিল যে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া চিনিতে পারা দুঃসাধ্য হইত। আমরা যে পান্থনিবাসে বাসা লইয়াছিলাম, সেই বাটীতে একটী দুঃখিনী স্ত্রীও, ঐ সময়ে দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করে। এই দুই যমজ সহোদরও পরস্পর সর্ব্বথা এক-অবয়ব ছিল। তাহাদিগকে তুল্যাবয়ব দেখিয়া, তুল্যাবয়ব আমার পুত্র দুটীর কিঙ্কর করিয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল। এবং সেই নিমিত্ত ধনদান দ্বারা দরিদ্রাকে পুত্রবিক্রয়ে সম্মত করিয়া, তদ্গর্ভজাত যমজ শিশুদুটী ক্রয় করিয়া লইলাম।'

আমার পুত্রেরা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্যশালী হইতে লাগিল। তাদৃশ সুকুমার শিশুদ্বয়ের প্রসূতি হওয়াতে আমার স্ত্রী অতিমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। আমি অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া অনিচ্ছাক্রমে পুত্র কলত্র ও ক্রীত-

কিঙ্কর দুটী লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। অতি কুলগ্নেই যাত্রা করিয়াছিলাম। কেননা কিয়দ্দূর না আসিতে আসিতেই সমুদ্র মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইল। নাবিকেরা জাহাজখানি রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া, স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার্থে ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিল। আমরা জাহাজে পরিত্যক্ত হইয়া প্রতিক্ষণেই জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম।

আমার স্ত্রী অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। শিশুরা ক্রন্দনের হেতু না জানিয়া, মা কাঁদিতেছে বলিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। নিজে মরিব সে ভয়ে আমি কাতর হই নাই; স্ত্রীপুত্রদিগকে আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার যদি কোন উপায় থাকে, একাগ্রচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এবং অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, একটা ক্ষুদ্র মাস্তুলের এক প্রান্তে আমার স্ত্রীকে ও অপর প্রান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তদীয় কিঙ্করকে বন্ধন করিলাম। সেইরূপ আর একটী মাস্তুল, কনিষ্ঠ পুত্র, তাহার কিঙ্কর ও আমার নিজের আশ্রয় করিয়া লইলাম। এই উপায় অবলম্বন না করিলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র-কুক্ষিগত হইতাম। কেননা আমারও বন্ধন শেষ হইল, জাহাজও এক প্রকাণ্ড শৈলে আহত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা স্ব স্ব অবলম্বনকাষ্ঠে ভর করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। বায়ুবেগ বশতঃ আমার স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার নিকট হইতে অনেকদূরে ভাসিয়া পড়াতে, আমি তাহাদিগের কোন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না, কিন্তু দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি ধীবর তাহাদিগকে উদ্ধৃত

দেখিয়া, আপনাদের নৌকায় তুলিয়া লইল। আমরাও কিয়ৎক্ষণ পরে আর একখানি জাহাজে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম। ঐ জাহাজের নাবিকেরা আমার পরিচয় পাইয়া, বিস্তর যত্ন ও শুশ্রূষা করিল, ও সিরাকুজ নগরে পঁহুছিয়া দিয়া গেল। বাটী আসিলাম বটে, কিন্তু সেই সাগর-সলিলে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবধি স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের আর কোন সন্ধান পাইলাম না।

আমার কনিষ্ঠ পুত্রের যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন জননী ও জেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে যাইবার জন্য, তাহার নিরতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিল, এবং তদর্থে বারম্বার আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার কিঙ্করও স্বীয় সহোদরের সন্ধান জানিতে ইচ্ছুক ছিল, অতএব বলা বাহুল্য যে সেও প্রভুর অনুগামী হইতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি যদিও স্ত্রী-পুত্রের সংবাদ জানিতে উৎসুক ছিলাম, তথাপি পাছে অনুদ্দিষ্ট পরিজনের উদ্দেশে পাঠাইয়া, একমাত্র অবশিষ্ট পুত্রধনে বঞ্চিত হই, এই আশঙ্কা আমার অন্তঃকরণে প্রবল হইল। কিন্তু অবশেষে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে কনিষ্ঠ পুত্রের প্রবাসগমনে সম্মত হইলাম। সাত বৎসর অতীত হইল আমার সেই কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় ভৃত্যসহ প্রস্থান করিয়াছে। আমি এই পাঁচ বৎসর কাল পৃথিবীর নানা স্থানে তাহাদিগের অনুসন্ধানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি। নানা দিগ্-দেশ ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যের অধিষ্ঠিত কোন স্থান অন্বেষণ করিতে বাকি রাখিব না, এই মানসে অদ্য এই এফিসস্ নগরে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার জীবনের ইতিবৃত্ত এত দিনে শেষ হইল।

হে নরনাথ! আমার স্ত্রীপুত্রগণ বাঁচিয়া আছে যদি এরূপ নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম, তাহা হইলে মরণে আমার কোন ক্ষোভ থাকিত না।

হতভাগ্য ইজিয়ন এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণন শেষ করিলে, রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, দেখিতেছি এই ব্যক্তি অপত্য-বৎসলতা-নিবন্ধন পুত্রের অনুসন্ধানে আসিয়া এই ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে। অনন্তর দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, বণিক! আমি ব্যবস্থাপিত বিধি অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিব এই শপথে আবদ্ধ আছি, নতুবা এই দণ্ডে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতাম। তথাপি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমস্ত দিনমান প্রতীক্ষা করিব। তুমি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যদি যাচ্ঞা, অথবা ঋণ দ্বারা, সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পার, প্রাণে রক্ষা পাইবে। রাজার এই অবকাশ প্রদানে বণিক কিছুমাত্র উপকৃত বোধ করিলেন না, কেননা তাঁহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে কেইবা সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ঋণ দিতে অথবা এককালে প্রদান করিতে যাইবে? অতএব বৃদ্ধ ইজিয়ন, আনুকূল্য-প্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা না রাখিয়া, বিষণ্ণমনে রাজসদন হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রহরীদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

ইজিয়ন মনে করিয়াছিলেন যে এফিসস্ নগরে কেহই তাঁহার পরিচিত নাই। কিন্তু তৎকালে তাঁহার দুই পুত্রই ঐ নগরে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দুই যমজ সহোদরের আকারগত যেরূপ বিভিন্নতা ছিল না, নামগতও সেরূপ কোন প্রভেদ ছিল না। উভয়েই আন্তিফোলিস নামে অভিহিত হইতেন। এবং তাঁহাদের যমজ ভৃত্যদ্বয়ও ড্রমিও এই সাধারণ নাম প্রাপ্ত

হইয়াছিল। ইজিয়ন যে দিবস কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধানে আসিয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, ঐ পুত্রও সেই দিন, ভৃত্য ড্রমিও সহ এফিসস্ নগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও রাজপুরুষগণের হস্তে পতিত হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হইতেন; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পরিচিত কোন বণিক-বন্ধুর প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া আপনাকে এপিদাম্নিয়ম্ নগরবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। স্বদেশীয় কোন বণিক্ বিপদে পড়িয়াছে শুনিয়া তাঁহার অবশ্যই দুঃখবোধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে সেই বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার পিতা।

ইজিয়নের জ্যেষ্ঠপুত্র, বিংশতি বর্ষ হইল, এফিসসে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি ধনাঢ্য ছিলেন, এবং পিতার প্রাণ রক্ষার্থে সচ্ছন্দে সহস্র মুদ্রা নিষ্ক্রয় প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু সমুদ্র মধ্যে যখন পোত ভগ্ন হয় তখন তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহার কিছুই স্মরণ ছিল না, অতএব স্বীয় জনককে চিনিতে পারা দূরে থাক, জনক জননী আছে কি না ইহাও জানিতেন না। ধীবরেরা সমুদ্রজল হইতে উদ্ধার করিয়া, ইজিয়নের স্ত্রীর নিকট হইতে, তাঁহাকে ও তাঁহার কিঙ্কর ড্রমিওকে কাড়িয়া লয় এবং এফিসস্পতির খুল্লতাতের নিকটে ধনলোভে বিক্রয় করে। এফিসস্রাজ পিতৃব্যের নিকট হইতে ঐ বালক দুটী গ্রহণ করেন এবং আন্তিফোলিসকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইয়া এক উন্নত পদ প্রদান করেন। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আন্তিফোলিস এফিসস-রাজের প্রাণ রক্ষা করাতে, রাজা তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত নগরবাসিনী এড্রিয়ানা নাম্নী বিভবশালিনী সীমন্তিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ

দিয়া দেন। তদবধি জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস্ ভৃত্য ড্রমিওকে লইয়া, পত্নীগৃহে এফিসস্ নগরে বাস করিতেছিলেন।

কনিষ্ঠ অর্থাৎ সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিস, যে বন্ধুর উপদেশ মত আপনাকে এপিদাম্নিয়ম্ নগরের বণিক্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আলাপন শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্বীয় ভৃত্য কনিষ্ঠ-ড্রমিওকে আপনার নিকটে যে টাকা ছিল তৎসমস্ত প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, তুমি পান্থনিবাসে যাইয়া আমার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার আদেশ দিও, এবং টাকা লইয়া তথায় সাবধানে থাকিও. আমি নগর ভ্রমণ ও নগরবাসীদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া শীঘ্রই তথায় যাইতেছি।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস ড্রমিওকে পাঠাইয়া দিয়া একাকী নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন। মাতা ও ভ্রাতার কোন সন্ধান না পাওয়াতে, তৎকালে নিতান্ত উন্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—জলবিম্ব যেরূপ অন্য জলবিম্বের অনুসরণ করিতে গিয়া সলিলরাশি মধ্যে লীন হইয়া যায়, আমিও সেইরূপ মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া কাল-সাগরে লীন হইব। আন্তিফোলিস বিষণ্ণ মনে. এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ড্রমিও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। ড্রমিওকে দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা কোথায় রাখিয়া আসিলে। কিন্তু এই ড্রমিও তাঁহার নিজের কিঙ্কর ছিল না, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ এফিসস্‌বাসী আন্তিফোলিসের ভৃত্য এবং তাঁহার আপনার কিঙ্কর ড্রমিওর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল। আন্তিফোলিসেরা দুই ভ্রাতায়

যেরূপ তুল্যাবয়ব ছিলেন, তাঁহাদের যমজ ভৃত্যদ্বয়ও সেইরূপ পরস্পর তুল্যাবয়ব ছিল। অতএব কনিষ্ঠ আন্তিফোলিসের যে ভ্রম জন্মিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। জ্যেষ্ঠ ড্রমিও-ও ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। সে কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, টাকার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, বলিল, কর্ত্রী ভোজন করিতে ডাকিতে বলিলেন, আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, তিনি ক্রোধে তত উষ্ণ হইতেছেন, আপনি সত্বর আসুন।

চিরদিন এক সঙ্গে লালিত পালিত হওয়াতে, ড্রমিওদ্বয় স্ব স্ব প্রভুর যেরূপ বিশ্বাসপাত্র ছিল, সেইরূপ পরিহাস-সাহসীও হইয়াছিল। সচরাচর প্রভুভৃত্যের মধ্যে যেরূপ অন্তরতা রক্ষিত হয়, ইহাদিগের মধ্যে সে অন্তরতা ছিল না। অতএব কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস মনে করিলেন তাঁহার ভৃত্য তামাসা করিতেছে। এই মনে করিয়া বলিলেন, এখন তামাসা ভাল লাগে না, টাকা কোথা রাখিয়া আসিলে বল? ড্রমিও টাকার কথায় কোন উত্তর না দিয়া পুনর্ব্বার বলিল, কর্ত্রী আহারার্থে ডাকিতেছেন। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বলিলেন, হাঁরে কর্ত্রী আবার কে? ড্রমিও উত্তর দিল, সে কি মহাশয়, কর্ত্রী আপনার স্ত্রী। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বিবাহ করেন নাই সুতরাং ভৃত্যের মুখে পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী, স্ত্রী, এই সকল কথা শুনিয়া, কুপিত হইয়া বলিলেন, 'আমি সময়ে সময়ে তোমার সহিত পরিহাস করিয়া থাকি বলিয়া তোমার বড় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, আমার এখন তামাসা ভাল লাগে না, টাকা কোথায়? এখানে তুমি আমি দুই জনেই বিদেশী, তত টাকা পান্থনিবাসে কাহার জিম্মায় রাখিয়া আসিলে? ড্রমিও বিবেচনা করিল, প্রভু যখন বিদেশী বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন,

এই ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, মহাশয়, আহারে বসিয়া হাস্ত পরিহাস করিবেন চলুন. এখন আপনাকে বাটী লইয়া যাইতে আসিয়াছি, কর্ত্রী ও তাঁহার ভগিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। পুনর্ব্বার কর্ত্রীর নাম করাতে নবাগত আন্তিফোলিস ক্রোধে অধীর হইলেন এবং দ্রুমিওকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। প্রহৃত দ্রমিও দ্রুতপদে কর্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং সমস্ত নিবেদন করিয়া বলিল, প্রভু বলিলেন এখানে তাঁহার বাটী কোথায়, স্ত্রীই বা কে ?

এড্রিয়ানা যখন শুনিলেন যে স্বামী বলিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী নাই, তখন অতিশয় কুপিতা হইলেন। তিনি কিছু ঈর্ষ্যাপরবশা ছিলেন। এখন ভগিনীর সমক্ষে স্বামীর উপর স্পষ্ট দোষারোপ করিয়া বলিলেন, বোন! তোমার ভগিনীপতি নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষা অন্য রমণীকে অধিক ভাল বাসেন। এই বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কতই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগিনী লুসিয়ানা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অমূলক সন্দেহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে কতই বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিস জ্যেষ্ঠ দ্রুমিওকে প্রহার করিয়া অবিলম্বে পান্থনিবাসে গমন করিলেন এবং আসিয়া দেখিলেন দ্রুমিও দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বাসায় বসিয়া আছে। সে কি জন্য তামাসা করিতে গিয়াছিল এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এড্রিয়ানা সেই পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং তিনি যে তাঁহার স্বামী নন এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় না করিয়া, একেবারে অভিমান ভরে অনুযোগ করিতে

আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিলেন, চিনিতে পারিতেছ না দেখিতেছি যে, তোমার কি হইয়াছে? পূর্ব্বে অত ভাল বাসিয়া এক্ষণে কি একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়? বল, কি কারণে তুমি আমার উপর নিদয় হইয়াছ। আমাকে বিবাহ করিয়া এখন অন্যের প্রতি আসক্ত হও, এই কি তোমার উচিত? নাথ! লতিকা যেরূপ আশ্রয়-তরু বিনা বাঁচিতে পারে না, তুমি পরিত্যাগ করিলে আমারও সেই দশা ঘটিবে। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, ভদ্রে! তুমি কি এই সকল কথা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ? আমি তোমার স্বামী নহি, দুই ঘটিকা মাত্র এই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছি। কিন্তু সে কথা কে শোনে? এড্রিয়ানা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া, বাটীতে চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস তথায় ভ্রাতৃজায়া ও তদীয় ভগিনীর সহিত একত্র আহার করিতে বসিলেন। এড্রিয়ানা তাঁহাকে স্বামী ও লুসিয়ানাও ভগিনীপতি বোধে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় এই যুবতীকে বিবাহ করিয়াছি, না এক্ষণে নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি? ভৃত্য ড্রমিও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, সেও বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র পাচিকা তাহাকে আপনারি স্বামী বলিয়া অধিকার করিয়া লইল। এই পাচিকা জ্যেষ্ঠ ড্রমিওর পরিণীতা ভার্য্যা।

এদিকে জ্যেষ্ঠ ড্রমিও পুনর্ব্বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, প্রকৃত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া, ভবন-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া উন্মোচনের আদেশ করিল। কিন্তু কেহই দ্বার মুক্ত করিল না। পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত

করাতে ভৃত্যেরা বলিল, অপর লোককে প্রবেশ করিতে দিতে কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিষেধ আছে। ক্রমিও বলিল, অপর লোক কোথায় পাইলে, এ যে প্রভু আন্তিফোলিস এবং আমি ক্রমিও। এই কথা শুনিয়া পরিচারকেরা হাস্য করিয়া বলিল, কর্ত্তা কর্ত্রীর সহিত আহারে উপবিষ্ট আছেন, আর ক্রমিও পাকশালায় আছে। বারম্বার দ্বারে আঘাত করিয়াও, শেষে যখন কিছুতেই দ্বার উন্মুক্ত হইল না, তখন আন্তিফোলিস ক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। গৃহিণী অপর এক ব্যক্তির সহিত আহারে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহার অতিমাত্র অসন্তোষ জন্মিল।

এড্রিয়ানা, আহার সময়ে কনিষ্ঠ আন্তিফোলিসের চিত্ত-প্রসন্নতা-সাধন জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অনুরাগলাভে সমর্থা হইলেন না দেখিয়া, আহারান্তে অভিমান-ভরে অন্য ঘরে উঠিয়া গেলেন। তখন তাঁহার ভগিনী লুসিয়ানা ভগিনীপতিবোধে সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিসকে বলিলেন, ছি! তুমি যে পরকীয়া-প্রেমে পাগল হইয়া গেলে। দিদীকে বিবাহ করিয়াছ, বিবাহিতা স্ত্রীর কি কিছুই খাতির নাই? ভাল, আর কাহাকে এতই যদি তোমার মনে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে কি দিদীর সম্মুখে সে ভাব প্রকাশ করা উচিত? চোরে কি ঢাক বাজাইয়া চুরি করে? তুমি একেবারে দুইটী দোষ করিতেছ, দিদীর প্রাপ্য ভালবাসা অন্যকে অর্পণ করা ত তোমার প্রথম দোষ, দ্বিতীয় দোষ এই যে তুমি সে দোষ ঢাকিতে পারিতেছ না। তোমার মুখে, চোখে, বাক্যে, সে কথা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তুমি রমণীর স্বভাব জান না, আমরা এমনই মূঢ় জাতি, যে

অন্তরে ভালবাসা থাক্ বা নাই থাক্, মুখের ভালবাসাতেই ভুলিয়া যাই, তোমার মনে যাই থাকুক না কেন, দিদীকে মুখের দুটো ভাল কথা বলিতে পার না? যেখানে মিষ্ট কথায় বিবাদ ঘুচে, সেখানে মনের ভাব গোপন করিলে গুণ বই দোষ হয় না।

এড্রিয়ানা অপেক্ষা লুসিয়ানা, ধীরস্বভাবা বলিয়া, কনিষ্ঠ আন্তি-ফোলিসের অনুরাগের পাত্রী হইয়াছিলেন। অতএব সেই অনূঢ়া যুবতী ধীরে ধীরে অগ্রজার অনুকূলে কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে, কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বলিলেন, সুন্দরি! আমি যাহাকে ভাল-বাসিতে পারি না, তাহাকে ভাল কথাও বলিতে পারি না। আমার মন তোমাতে মুগ্ধ হইয়াছে, তুমি মানবী বা দানবী—যাই হওনা কেন, তুমিই আমার মনোমোহিনী; অনুমতি কর তোমার বদনেন্দু-সুধা এ তৃষিত চকোরের ক্ষুধা নিবারণ করুক। লুসিয়ানা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, এই কথাগুলি দিদীকে বলি-লেই ত হয়। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস বলিলেন, না হয় তোমার দিদীর ভগিনীকেই বলিলাম। লুসিয়ানা হাসিয়া বলিলেন, চোখ ত আছে, আমি ত আমার দিদী নই, তোমার চোখে কি ধাঁদা লাগিয়াছে? কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস লুসিয়ানার করধারণ করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! জান ত, সূর্য্যের জ্যোতিতে লোকের চোখে ধাঁদা লাগে, তোমারই সৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ আমার নেত্রপ্রতিঘাতী হইবে আশ্চর্য্য কি? নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমারই পাণিগ্রহণ করিব। তখন লুসিয়ানা, দিদীকে ডাকিয়া দিই, তাঁহার মুখচন্দ্রের শীতল জ্যোতিঃ তোমার দূষিত চক্ষু প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে, এই বলিয়া হাত ছাড়াইয়া

ভগিনীর নিকটে পলাইয়া গেলেন। লুসিয়ানা চলিয়া গেলে, ঈর্ষ্যাপরবশা ব্যাপিকা এড্রিয়ানা আসিয়া না জানি কতই লাঞ্ছনা করিবেন, এই ভয়ে কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস আর সে বাটীতে বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ড্রুমিও-ও রন্ধনশালার রমণীর উপর সন্তুষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্রভুভৃত্যাতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সত্বর সেই ভবন পরিত্যাগ করিলেন।

সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিস পথে বহির্গত হইবামাত্র এক স্বর্ণকার তাঁহার নাম ধরিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং এক ছড়া সোণার হার দিল। এই স্বর্ণকারও এড্রিয়ানার ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস হার গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে,স্বর্ণকার বলিল,সে কি মহাশয়! আপনার আদেশমত প্রস্তুত করিলাম, এখন আপনি লইতে চান না! এই বলিয়া হার ছড়াটী তাঁহার হাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনি এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন এ নগরে আর তিলার্দ্ধ থাকিতে নাই, এখানে মন্ত্রবলে নিশ্চয়ই আমাকে রূপান্তরিত করিতেছে। এই ভাবিয়া ড্রুমিওকে আদেশ দিলেন, এই দণ্ডেই আমরা এ নগর পরিত্যাগ করিব, তুমি ত্বরান্বিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী তরণীতে উঠাইয়া দেও।

যে স্বর্ণকার কনিষ্ঠ আন্তিফোলিসকে হার দিয়াছিল সে এক জনের টাকা ধারিত। সে ব্যক্তি পথিমধ্যে স্বর্ণকারকে দেখিয়া টাকা চাহিল ও টাকা না পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহরীর জিম্মা করিয়া দিল। জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস সেই সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। স্বর্ণকার তাঁহারই আদেশক্রমে হার প্রস্তুত করে এবং অবয়ব-সাম্যে ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রদান করিল

মনে করিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাইয়া বলিল, মহাশয়,হারের হিসাবে আপনার নিকটে আমার যে টাকা পাওনা আছে, যদি এই সময়ে প্রদান করেন, ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজপুরুষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, নচেৎ আমাকে কারাগারে যাইতে হয়। জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস স্বর্ণকারের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, তুমি হার না দিয়া আগে টাকার দাবি করিতেছ কেন? স্বর্ণকার বলিল, সে কি মহাশয়! কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল আমি যে স্বয়ং আপনার হস্তে হার দিয়াছি। এই কথায় উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। স্বর্ণকার হার প্রদানের বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ঐ কথা বলিতে লাগিল, আন্তিফোলিসও ভূয়োভূয়ঃ তৎপ্রাপ্তি অস্বীকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বর্ণকার রুষ্ট হইয়া বলিল, আপনাকে ভদ্র জানিয়া বিশ্বাস করিয়া হার দিয়াছিলাম, আপনি পান নাই বলিয়া একেবারে অপলাপ করিতেছেন, আর আপনার অনুরোধ রাখিব না। অনন্তর রাজপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমিও আন্তিফোলিসের নামে, টাকা পাইব এই অভিযোগ করিলাম, তুমি রাজনিয়মানুসারে ইহাঁকেও কারাগারে লইয়া চল। এইরূপে আন্তিফোলিস এবং স্বর্ণকার উভয়েই প্রহরিপরিবৃত হইয়া কারাগারাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কনিষ্ঠ ড্রমিও দৃষ্টিগোচর হইল। সে দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিয়া স্বীয় প্রভুকে সংবাদ দিতে আসিতেছিল। জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস তাহাকে আপনার কিঙ্কর বোধে আদেশ করিলেন, ড্রমিও! তুমি শীঘ্র আমার স্ত্রী এড্রিয়ানার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া আন। ড্রমিও ভাবিল, একি! এই সেই

বাটী হইতে পলায়ন করিয়া আসিলেন, আবার সেখানে যাইতে বলিতেছেন! আমার ত রন্ধনশালার সেই হস্তিনীর ভয়ে সেখানে যাইতে পা উঠিতেছে না, কিন্তু কি করি, কিঙ্করকে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে।

ক্রমিও প্রমুখাৎ স্বামীর ঋণদায় শ্রবণ করিয়া এড্রিয়ানা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে টাকা প্রদান করিলেন। ক্রমিও সেই টাকা লইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহার প্রকৃত প্রভু সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিসকে দেখিতে পাইল। এই আন্তিফোলিস ক্রমাগত বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। রাজপথে অনেকেই তাঁহাকে পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় নমস্কার ও ও সম্ভাষণাদি করিল; কেহ বলিল, মহাশয়! আপনার প্রাপ্য কয়েকটী টাকা লইয়া যান; কেহ বলিল, মহাশয়! যদি এ পথে আসিয়াছেন, একবার আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়া অনুগৃহীত করুন; কেহ তাঁহার কৃত পূর্ব্ব উপকৃতির কথা উত্থাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন সূচীজীবী এক খণ্ড উৎকৃষ্ট কৌষেয় বস্ত্র বাহির করিয়া বলিল, মহাশয় ইহা আপনার জন্য ক্রয় করিয়াছি, মাপ দিয়া যান, উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিব। ফলতঃ জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস এফিসস নগরে সুপরিচিত ছিলেন। নগরবাসীরা ভ্রমে পতিত হইয়া কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের মত সমাদর সম্ভাষণাদি করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিলেন, এই নগরবাসীরা সকলেই কুহকী, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-প্রভাবে আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। ভৃত্য ক্রমিওর ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার এই সংস্কার আরও দৃঢ় হইল। কারণ ক্রমিও তাঁহাকে

দেখিয়া বলিল, টাকা না পাইয়া বড় যে রাজপুরুষ অমনি ছাড়িয়া দিল? এই বলিয়া তাঁহার হস্তে এড্রিয়ানা প্রদত্ত অর্থ অর্পণ করিল। ড্রমিওর মুখে তাঁহার অধমর্ণরূপে রাজপুরুষের হস্তে পতন ও এড্রিয়ানার সমীপে অর্থানয়ন জন্য তাহাকে প্রেরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া, আন্তিফোলিস হতজ্ঞান হইলেন; মনে করিলেন, ইহারও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে দেখিতেছি, না জানি কোন্ দেবতা আমাদিগকে এই মায়াপ্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার করিবেন।

এই সময়ে আর একটী বিচিত্র ঘটনা হইল। এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া আন্তিফোলিসের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বলিল, মহাশয়! ভোজন কালে আমাকে যে সোণার হার দিবেন বলিয়াছিলেন, কই সেই হার দিন। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিসের ধৈর্য্য লোপ হইল; তিনি রোষভরে বলিলেন, ওরে কুহকিনি, আমি তোর বাটীতে কখন্ ভোজন করিলাম, হার দিবই বা বলিলাম কখন্? আমি ত তোকে পূর্ব্বে চক্ষেও দেখি নাই। রমণী নির্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিল, সে কি মহাশয়, আপনি অদ্য দুই প্রহরের সময় আমার আবাসে আসিয়া আহার করিয়াছিলেন, এবং আমাকে স্বুবর্ণহার দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি আপনার প্রতিশ্রুত পারিতোষিক. অমনি লইব না বলিয়া বিনিময় স্বরূপ একটী মূল্যবান্ অঙ্গুরীয়ক দিয়াছি। হার না দেওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, আমার অঙ্গুরীটী প্রত্যর্পণ করুন। এই কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন, এবং অঙ্গুরী প্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, তুই নিশ্চয়ই মায়াবিনী, আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।

এই বলিয়া বেগভরে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। রমণী এই ঘটনায় নিরতিশয় বিস্মিত হইল, কারণ সে নিশ্চয় জানিত আন্তিফোলিস তাহার বাটীতে ভোজন করিয়া তদ্দত্ত অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ এই রমণীও, আর আর সকলের ন্যায়, দুই ভ্রাতার অনুরূপ আকারদৃষ্টে ভ্রান্ত হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস যখন আহারার্থে আগমন করিয়া স্বীয় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, তখন রোষভরে এক বেশ-বনিতার ভবনে গমন করেন। তিনি অন্য রমণীতে আসক্ত, এই অমূলক ঈর্ষ্যার বশীভূতা হইয়া, এড্রিয়ানা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিরক্ত করিতেন। অতএব, পত্নীর বিরাগ অধিকতর বৃদ্ধি করিবেন ও অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, এই মানসেই তিনি তথায় গমন করেন, নচেৎ অন্যত্র ভোজন সমাপন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এই বারযোষা তাঁহাকে প্রচুর সম্বর্দ্ধনা করাতে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ বনিতার জন্য স্বর্ণকারকে যে হার গড়াইতে দিয়াছিলেন, ও যে হার স্বর্ণকার ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, সেই হার পুরস্কার স্বরূপ উহাকেই দিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বারযোষাও এই হারের লোভে তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিল। সর্ব্বজন সমাদৃত আন্তিফোলিস মিথ্যা কহিয়া সামান্য স্ত্রীলোককে বঞ্চনা করিবেন ইহা কোন মতে প্রত্যয় করিতে না পারিয়া, এবং তাঁহার বচন ও আকার-ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহাকে ক্ষিপ্তের ন্যায় বেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া, বেশ্যা বিবেচনা করিল, ইনি কদাচ প্রকৃতিস্থ নহেন,

পাগল হইয়া গিয়াছেন। অন্তঃকরণে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে, সে এড্রিয়ানার নিকটে যাইয়া আক্ষেপ-বচনে বলিল, আহা! মহানুভব আন্তিফোলিস উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে বাটীতে আনাইয়া চিকিৎসা করাও।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস ঋণদায়ে ধৃত হইয়া, ড্রুমিও টাকা আনিয়া দিবে এই আশ্বাসে ছিলেন। শেষে ড্রুমিওর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আপনিই বাটী হইতে টাকা দিবেন এই স্বীকার পাইয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অনন্তর বাটীতে প্রবেশ করিয়া, সম্মুখেই এড্রিয়ানাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি কি জন্য আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কুপিতভাবে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এড্রিয়ানার বিশ্বাস ছিল তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিয়াছেন, অতএব এই অসম্ভাবিত কথায়, এবং আহার কালীন তাঁহার অন্যমনস্কতা, ও বারম্বার আমি বিদেশী, তোমার স্বামী নহি, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ স্মরণ করিয়া, নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিলেন, যে বেশ্যা যাহা বলিয়া গেল, তাহাই ঠিক, স্বামী উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। এই বিশ্বাসে, ত্বরান্বিত হইয়া অর্থপ্রদান পূর্ব্বক রাজপুরুষকে বিদায় দিয়া, ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন, কর্ত্তা ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তোমরা ইহাঁকে আটক কর। আন্তিফোলিস এড্রিয়ানার অবিনয়ে পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন স্পষ্ট উন্মাদ-রোগের আরোপ করাতে, রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। যা মুখে আসিল তাই বলিয়া পত্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রোধভরে যতই তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এড্রিয়ানার মনে ততই তাঁহার উন্মাদ-রোগ-

বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিতে লাগিল। স্বভাবতঃ সুশীল আন্তি-ফোলিসকে এইরূপে ক্রুদ্ধ ও পরুষভাষী দেখিয়া ভৃত্যেরাও তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল, এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া, এক অন্ধকারময় ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তাঁহার আপনার ভৃত্য জ্যেষ্ঠ দ্রুমিও এই সময়ে বাটীতে আসিয়া, অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া, বলিল, প্রভু ত পাগল হন নাই, তোমরাই পাগল হইয়াছ, আহারের সময় সত্যই ত দ্বার রুদ্ধ ছিল। দ্রুমিও এই কথা বলাতে ভৃত্যবর্গ মনে করিল, সেও পাগল হইয়া প্রলাপ বকিতেছে, অতএব তাহাকেও রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহার প্রভুর সহিত সেই ঘরে পূরিয়া রাখিল।

এড্রিয়ানা স্বামীকে গৃহ মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া তাঁহার চিকিৎসার্থে চিকিৎসক ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুরাণি, কর্ত্তা ও তাঁহার কিঙ্কর বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, আমি এই মাত্র তাঁহাদিগকে পথে দেখিয়া আসিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্র এড্রিয়ানা লোকজন সঙ্গে লইয়া, স্বামীকে পুনর্ব্বার ধৃত করণার্থে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার ভগিনী লুসিয়ানাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তাঁহারা কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস ও তাঁহার ভৃত্য কনিষ্ঠ দ্রুমিওকে দেখিতে পাইলেন এবং পূর্ব্ববৎ অবয়বসাম্যে ভ্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস ও জ্যেষ্ঠ দ্রুমিও বিবেচনা করিয়া লইলেন।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস নগরবাসীদের রঙ্গ দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, এবং কিরূপে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই স্বর্ণকারের সহিত

তাঁহার দেখা হইল। তিনি স্বর্ণকার প্রদত্ত হার ছড়াটী কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন ; স্বর্ণকার তাহা দেখিয়া কহিল, কি মহাশয়, এই বলিলেন হার পান নাই, আবার এখন যে সেই হার পরিয়া বাহার দিতেছেন। আন্তিফোলিস উত্তর করিলেন, সে কিহে, আমি হার পাই নাই কখন বলিলাম ? আমি ত হার লইতেই চাই নাই, তুমি জোর করিয়া দিয়া গেলে, তাহার পর তোমার সহিত আমার এই দেখা।

এক বণিক্ স্বর্ণকারের সঙ্গে যাইতেছিল। আন্তিফোলিসকে রাজপুরুষের সমক্ষে হারপ্রাপ্তি অস্বীকার এবং আবার এক্ষণে সেই কথার অপলাপ করিতে শুনিয়া, সেই বণিক্ বলিল, আমি আগে আন্তিফোলিসকে ভদ্র লোক বলিয়া জানিতাম, এখন জানিলাম উনি ঘোর মিথ্যাবাদী। ভদ্র লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদীর তুল্য হেয় গালি আর নাই। বণিকের মুখে সেই গালি শুনিয়া কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, এবং কটিস্থিত তরবারি নিক্ষেপিত করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, পাজি ! আমাকে মিথ্যাবাদী বলিস্ ! তোকে উচিত শিক্ষা দিতেছি ! এমন সময়ে এড্রিয়ানা সেই স্থলে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমার স্বামী পাগল হইয়াছেন, তোমরা কেহ নিকটে থাকিও না, ইহাঁকে বন্ধন করিয়া ঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইনি বন্ধন মোচন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। অনন্তর তাঁহাকে পুনরায় ধরিতে ও বাঁধিতে অনুচরবর্গকে আজ্ঞা দিলেন। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, বিস্ময়ে ও ভয়ে, নিকটবর্ত্তী এক মঠে প্রবেশ করিলেন। যে সকল কুলবালা চির-কৌমার ব্রত ধারণ করিতেন;

তাঁহারা ঐ আশ্রমে বাস করিতেন। তথায় অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস ও ড্রমিও দৌড়াইয়া সেই আশ্রমের কর্ত্রীর শরণ লইলেন। আশ্রমের কর্ত্রী স্থবিরা, বুদ্ধিমতী ও দয়াশীলা ছিলেন। তিনি শরণাগতদিগকে অভয় দান করিয়া স্বয়ং বাহিরে আসিলেন, এবং এড্রিয়ানার মুখে, আমার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত, আমি চিকিৎসা করাইব, আপনি কি জন্য তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, বারম্বার এই কথা শুনিয়া, উক্ত যুবতীকে স্থির হইতে কহিলেন। পরে প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা তোমার স্বামী পাগল হইলেন কেন? তিনি কি বাণিজ্য করিতে গিয়া অর্ণব-গর্ভে সমস্ত সম্পত্তি জলসাৎ করিয়া আসিয়াছেন, না অকস্মাৎ কোন প্রিয় পরিজনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন? এড্রিয়ানা উত্তর করিলেন, আর্য্যে! এরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মঠাধিকারিণী কহিলেন, তবে কি তিনি পরনারী-প্রণয়লোলুপ হইয়া নিজ বনিতার ভয়ে হতাশচিত্তে এই দশাগ্রস্ত হইয়াছেন? এড্রিয়ানা বলিলেন, আমারও তাহাই বোধ হয়, কেন না বাটীতে থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিত না।

কিন্তু বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে। এড্রিয়ানা অতিশয় মুখরা ও প্রখরা ছিলেন, স্বামীকে অত্যন্ত জ্বালাতন করিতেন; সেই জন্যই জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সময় হরণ করিতেন। এড্রিয়ানার আকার প্রকার দেখিয়া বুদ্ধিমতী মঠাধিকারিণীর মনেও সেই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। অতএব, প্রকৃত তথ্য জানিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, তুমি ইহার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার কর নাই কেন? এড্রিয়ানা

উত্তর করিলেন, তিরস্কার করিয়াছি বই কি। প্রাচীনা কহিলেন, বোধ হয় যত করা উচিত তত কর নাই। এই কথায় মুখরা এড্রিয়ানা বলিলেন, এই প্রসঙ্গের আলাপন ভিন্ন আমাদের অন্য কথা ছিল না। ইহার জন্য অনুযোগ না করিয়া আমি রাত্রিতে তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দিই নাই। আহারের সময় ইহার জন্য তিরস্কার না শুনিয়া তিনি মুখের গ্রাস তুলিতে পান নাই। যখন অন্য কেহ নিকটে না থাকিত, তখন স্পষ্ট করিয়া ভর্ৎসনা করিতাম, লোকের সমক্ষে ইঙ্গিতে আভাসে লজ্জা দিতাম। কিন্তু, আমি কিছুতেই তাঁহার পরকীয়া প্রেমানুরাগ ছাড়াইতে পারি নাই।

মঠাধিকারিণী এই রূপে এড্রিয়ানার নিজমুখ হইতে সমস্ত কথা ব্যক্ত করাইয়া বলিলেন, বৎসে, তোমার স্বামী কি জন্য পাগল হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম। ক্ষিপ্ত কুকুরের দশন অপেক্ষা, ঈর্ষ্যাপরবশা, কলহকুশলা বনিতার অপ্রিয় বচন অধিকতর বিষাক্ত। তুমি রাত্রিতে কলহ করিয়া তাঁহার সুষুপ্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়াছ, ইহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে আশ্চর্য্য কি? ভোজন সময়ে তুমি কটুকষায় বচনে তাঁহার অন্ন ব্যঞ্জন বিস্বাদ করিয়া দিয়াছ, অতৃপ্ত ভোজনে অপরিপাক জন্মে, অপরিপাকে তাঁহার শোণিত দূষিত হইবেই ত। আমোদ প্রমোদের সময় তুমি তাঁহাকে ত্যক্ত করিয়াছ, কেনই বা না তাঁহার চিত্ত অপ্রসন্ন ও ক্রোধ-প্রবণ হইবে? সত্য বলিতে কি, তুমিই তোমার স্বামীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছ।

অগ্রজার উপর এইরূপ দোষারোপ করিতে শুনিয়া, লুসিয়ানা বলিলেন, ইনি ত রুক্ষ বচনে তিরস্কার করেন নাই। অনন্তর

ভগিনীকে বলিলেন, দিদি, ইনি তোমার উপর সকল দোষ দিতেছেন, তুমি চুপ করিয়া রহিলে যে? কিন্তু মঠাধিকারিণীর সঙ্গত বাক্য গুলি বিলক্ষণ রূপে এড্রিয়ানার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, ভগিনি, আমি নিজের কথায় নিজেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি।

এড্রিয়ানা যদিও আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি স্বামীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মঠাধিকারিণী সে কথা শুনিলেন না, এবং কাহাকেও আশ্রমে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, ব্যাপিকা এড্রিয়ানা স্বামীকে আরও জ্বালাতন করিয়া উন্মাদ-রোগের বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, অতএব আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মিষ্ট কথা ও ভদ্র আচরণ দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই স্থির করিয়া, এড্রিয়ানাকে প্রস্থানের আদেশ দিয়া, আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

এদিকে সূর্য্যদেবের অস্তগমনের আর বিলম্ব ছিল না, সুতরাং বৃদ্ধ ইজিয়নের অন্তিম সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছিল। কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস যে আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ আশ্রমের সন্নিহিত স্থানেই বধ্যভূমি নিরূপিত হইয়াছিল। ইজিয়ন তথায় বধ্যবেশে নীত হইয়াছিলেন, রাজাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। রাজার স্বয়ং আসিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে যদি অন্তিমক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হয়, তবে গ্রহণ করিয়া বণিক্‌কে অব্যাহতি দিতে পারিবেন। আশ্রমের নিকট সানুচর রাজাকে দেখিতে পাইয়া, এড্রিয়ানা তাঁহার নিকটে আবেদন করিলেন, মহারাজ! আমার স্বামী উন্মাদ-

রোগগ্রস্ত হইয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি চিকিৎসার্থে তাঁহাকে বাটী লইয়া যাইব, কিন্তু আশ্রমের কর্ত্রী ছাড়িয়া দিতেছেন না। এড্রিয়ানা অভিযোগ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রকৃত স্বামী ভৃত্যসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা প্রভুভৃত্যে কোন কৌশলে বন্ধনমুক্ত হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজার নিকটে দুর্ব্বিনীতা এড্রিয়ানার অত্যাচার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য তথায় আগমন করিয়াছিলেন। এড্রিয়ানা স্বামীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, ভাবিলেন এখনও আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, ইনি কি শূন্যপথে এখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন?

বৃদ্ধ ইজিয়ন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, আমার এই পুত্রটী, মাতা ও সহোদরের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণানন্তর এই নগরে বাস করিয়াছে। এখানে ইহাকে একজন গণনীয় ব্যক্তিও দেখিতেছি। আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই নিষ্ক্রয় প্রদান দ্বারা উদ্ধার করিবে। এই বিবেচনা করিয়া সম্মুখীন হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলিস তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। না চিনিবারও হেতু ছিল। সেই শৈশবকালে সমুদ্র মধ্যে পোতভগ্ন হওয়া অবধি তিনি পিতাকে দেখেন নাই। ইজিয়ন মনে করিলেন শোকে ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর বিবর্ণ ও আকৃতি বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা মলিন বেশ দেখিয়া রাজপথে, সকলের সমক্ষে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে, সম্ভ্রান্ত পুত্রের লজ্জাবোধ হইতেছে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার স্মরণশক্তি অথবা পিতৃভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতে চেষ্টা পাইতে-

ছিলেন, এমন সময়ে মঠের কর্ত্রী, কনিষ্ঠ-আন্তিফোলিস ও ক্রমিওকে লইয়া রাজার সম্মুখে সেই স্থলে উপনীত হইলেন। এড্রিয়ানা নেত্রপুরোভাগে দুই স্বামী ও দুই ক্রমিও অবলোকন করিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

রাজাও যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, জীবের যে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই শরীর আছে, আন্তিফোলিস ও ক্রমিওর এক একটী সেই পঞ্চীকৃত ভূতাত্মক স্থূল শরীর ও এক একটী সেই তন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম শরীর তাঁহার নেত্রপথে উদিত হইয়াছে। কিন্তু যখন সিরাকুজবাসী আন্তিফোলিস ও ক্রমিও বৃদ্ধ ইজিয়নকে পিতা ও প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখন সমানাকার দুই আন্তিফোলিস ও দুই ক্রমিওকে দৃষ্টি করিয়া, বৃদ্ধ বণিক প্রাতঃকালে যে যমজ পুত্র ও কিঙ্করদ্বয়ের কথা বলিয়াছিলেন, এফিসস্পতির সেই কথা স্মরণ হইল। বলিলেন, আমার অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে এই দুই যুবা, বৃদ্ধ বণিকের যমজ পুত্র ও অপর দুই ব্যক্তি তাহাদের যমজ কিঙ্কর।

এই সময়ে, আর এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব আহ্লাদকর ঘটনার সংযোগ হইল। মঠের কর্ত্রী ইজিয়নকে কিয়ৎক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার নাম ইজিয়ন না? দেখ দেখি আমাকে চিনিতে পার কি না? এপিদাম্নিয়ম নগরে তোমার যে পত্নী যমজপুত্রের প্রসূতি হইয়াছিল তাহাকে তোমার মনে পড়ে কি? ইজিয়ন তখন সেই মহিলার দিকে নিশ্চল-নেত্রে চাহিয়া তাঁহাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

মঠাধিকারিণী তখন, ধীবরেরা যেরূপ বর্ব্বরোচিত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সভৃত্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কাড়িয়া

লইয়া কোরিন্থ নগরে লইয়া যায় এবং তাঁহাকে এফিসসের উপকূলে উত্তরণ করাইয়া দেয়, পরে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া যেরূপে অত্রত্য মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আনুপূর্ব্বিক তাহা বর্ণনা করিলেন। মঠাধিকারিণীর কথা শুনিয়া এফিসস্‌বাসী আন্তিফোলিস আপনার কোরিন্থবাস-বৃত্তান্ত স্মরণ ও অপর আন্তিফোলিসের অবয়বে নিজের আকার-সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া, বণিকপত্নীপ্রসূত যমজ-পুত্রের তিনিই যে অন্যতর, তদ্বিষয়ে সংশয় রহিত হইলেন। সিরাকুজবাসী আন্তি-ফোলিসও, আশ্রয়দাত্রী আশ্রমের কর্ত্রীকে, আপনার প্রসূতি বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এক্ষণে এতক্ষণ ধরিয়া যে কারণে সকলের দুর্নির্ণেয় ভ্রান্তি জন্মিতে ছিল, তাহা প্রকাশ পাইল। ইজিয়ন প্রাতঃকালে শোকে ও বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন, সায়ংকালে স্ত্রীপুত্র লাভ করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখের অধিকারী হইলেন। তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত পুত্রকলত্র-সমাগম তৎকালে তত্রত্য সকল ব্যক্তিরই আহ্লাদ ও আশ্চর্য্য-জনক হইয়াছিল।

বহুকাল পরে, পতিপত্নী ও পিতাপুত্রের অসম্ভাবিত মিলন হওয়াতে আনন্দভরে তাহাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া আসিলে তাহাদের স্মরণ হইল যে ইজিয়ন এপর্য্যন্ত প্রাণ-দণ্ডের অধীন হইয়া বধ্যবেশে আছেন। তখন এফিসসবাসী আন্তিফোলিস সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিলেন। কিন্তু নরপতি গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন অদ্যকার এই আনন্দকর ঘটনা

স্মরণীয় করিবার মানসে আমি প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করিলাম। অনন্তর, এই পরিবারের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য, রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেই মঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত একত্র আহার ও কথাবার্ত্তায় কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমিওদ্বয়ের আহ্লাদও বড় অল্প হয় নাই। তাহারাও পরস্পর আনন্দসাগরে ভাসমান হইল এবং উভয়ে উভয়কে সুশ্রী বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে মুকুরে যেরূপ আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তাহারা পরস্পরের আকৃতিতে সেই রূপ আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া সুরূপের অভিমানী হইয়াছিল।

এড্রিয়ানা স্বীয় শ্বশ্রূর উপদেশ পাইয়া শান্তস্বভাবা হইয়াছিলেন। তিনি সেই অবধি অমূলক ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ করিয়া বিনয়গুণে স্বামীকে বশীভূত রাখিতে যত্নশীল হইলেন।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলিস, এড্রিয়ানার ভগিনী শালীনতাগুণশালিনী লুসিয়ানার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইজিয়ন, স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূগণকে লইয়া পরমসুখে এফিসস্ নগরে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। অবয়বসাম্য বশতঃ প্রথম দিনে সকলের যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হইলেও, তৎপরে যে আর কাহারও ঐরূপ ভ্রম ঘটে নাই ইহা নহে। নগরবাসীরা, দুই ভাই ও দুই কিঙ্করকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে না পারিয়া, অনেক সময়ে কৌতুককর ভ্রমে পতিত হইত।

ভিনিস্ নগরের বণিক্।

ভিনিস্ নগরে সাইলক নামে এক য়িহুদি বাস করিত। সে কুশীদজীবী ছিল, এবং খৃষ্টান বণিকগণকে অতিরিক্ত স্থদে টাকা ধার দিয়া বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার অন্তঃকরণে দয়ার লেশমাত্র ছিল না, স্থতরাং ঋণ পরিশোধের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে, অধমর্ণদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, উৎপীড়ন পূর্ব্বক স্থদ সমেত কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইত। এই নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য ভদ্রলোক-মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আন্তনিও নামক এক জন যুবা বণিক্ তৎপ্রতি সমধিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। য়িহুদি সাইলকও আন্তনিওকে দেখিতে পারিত না। কেননা আন্তনিও লোকের দুঃসময়ে বিনাস্থদে ঋণ দিয়া উপকার করিতেন। এই রূপে ক্রমশঃ অর্থগৃধ্নু য়িহুদি এবং বদান্যস্বভাব আন্তনিওর মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ সঞ্জাত হওয়াতে, আন্তনিও পণ্যবীথিকায় দেখিতে পাইলেই য়িহুদিকে তাহার অর্থ-পিশাচতার জন্য নানা রূপ বিদ্রূপ করিতেন। য়িহুদি বাহ্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত অপমান সহ্য করিত, কিন্তু অন্তরে প্রতিহিংসার উপায় চিন্তা করিত।

আন্তনিও অতিশয় দয়াশীল, ধনবান ও পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে পূর্ব্বতন রোমক জাতির মহত্ত্ব যেরূপ বিভাসিত হইত, সমগ্র ইতালি দেশবাসী অন্য কোন ব্যক্তির চরিত্রে সেরূপ মহত্ত্ব লক্ষিত হইত না। নগরবাসী সকলেরই সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু বেসেনিও নামক এক যুবক তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত অনুরাগের ভাজন ছিলেন। বেসেনিও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বংশ-মর্য্যাদার অনুরূপ বিভবশালী ছিলেন না। পৈতৃক যে কিঞ্চিৎ বিষয় পাইয়াছিলেন, স্বশ্রেণীস্থ সমবয়স্কসমাজে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে যাওয়াতে, অল্প দিন মধ্যেই তাহা নিঃশেষিতপ্রায় হয়। অতএব ইদানীং তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইলে আন্তনিও তাঁহাকে আনুকূল্য করিতেন। এই বন্ধুদ্বয়ের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইত যেন তাঁহাদের একই হৃদয় ও একই অর্থভাণ্ডার ছিল।

এক দিন বেসেনিও আন্তনিওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন, বন্ধু, আমি কোন যুবতীর রমণীয় রূপ গুণে মোহিত হইয়া আছি। ঐ যুবতী সম্প্রতি পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলে আমার বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতাও দূর হয়। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাটী যাইতাম। সে সময়ে সেই বরাঙ্গনা যদিও মুখে কোন কথা বলেন নাই, তথাপি নয়নভঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আশা করিতে পারি আমি পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে তিনি প্রতিকূল হইবেন না। কিন্তু, ভাই, তাদৃশী ধনশালিনী

রমণীর পরিণয়েচ্ছু হইয়া যাইতে হইলে, সমুচিত বেশ ভূষার ও বিবিধ ব্যয়ের প্রয়োজন। তুমি অনেক সময়ে অর্থানুকূল্য করিয়া আমার উপকার করিয়াছ, যদি এ সময়ে তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান কর, বিশেষ বাধিত হই। আন্তনিওর নিকটে তৎকালে টাকা ছিল না, কিন্তু অচিরে তাঁহার বাণিজ্য-পোত গুলি পণ্য পরিপূর্ণ হইয়া বন্দরে উপনীত হইবে এই প্রত্যাশায় প্রিয় বন্ধুকে বলিলেন, আমার নিকটে টাকা না থাকিলেও, চল আপাততঃ য়িহুদি সাইলকের নিকট হইতে ধার লইয়া তোমার কার্য্য উদ্ধার করি, জাহাজ গুলি আসিয়া পঁহুছিলেই এই ঋণ পরিশোধ করিব।

এই স্থির করিয়া, দুই বন্ধুতে য়িহুদির আবাসে গমন করিলেন; এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আন্তনিও তিন সহস্র মুদ্রা ঋণ চাহিলেন। কহিলেন, যত ইচ্ছা স্থদ চাও দিব, টাকা ধার দেও। আন্তনিওকে ঋণ-প্রার্থী দেখিয়া সাইলক মনে মনে চিন্তা করিল, এ ব্যক্তিকে একবার হাতে পাইলে হয়। এ আমাদের য়িহুদি জাতিকে ঘৃণা করে, বিনা স্থদে টাকা ধার দেয়, এবং আমি স্থদ লইয়া ন্যায়সঙ্গত উপার্জ্জন করি এ জন্য বণিক্ সমাজে বার্দ্ধুষিক বলিয়া সর্ব্বদা আমাকে বিদ্রূপ করে; ইহাকে যদি নির্যাতন না করিয়া ছাড়িয়া দিই, সমগ্র য়িহুদি জাতিতে যেন ধিক্ থাকে। য়িহুদিকে চিন্তিত ও নিরুত্তর দেখিয়া আন্তনিও কহিলেন, ওহে সাইলক, শুনিতে পাইয়াছ, টাকা ধার দিবে কি? য়িহুদি উত্তর করিল, ভদ্র আন্তনিও, আপনি পণ্যবীথি চত্বরে কুশীদ গ্রহণ অপরাধের ছল ধরিয়া সর্ব্বদাই আমার অপমান করিয়া থাকেন, সহিষ্ণুতা আমাদের জাতির ধর্ম্ম, সেই জন্য সহিষ্ণু ভাবে আমি সে সমস্ত অপমান

সহ্য করিয়া থাকি। আপনি আমাকে নাস্তিক, নরকণ্ঠ-ছেদক প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন, আমার য়িহুদীয় পরিচ্ছদে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিয়াছেন, এবং লোকে পুরমধ্যে গ্রাম্য কুক্কুর দেখিলে যেরূপ দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে যায়, আমাকে দেখিলে সেইরূপ অপমান করিতেও ক্রটি করেন নাই। দেখিতেছি এখন আপনি আমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, আসিয়া কহিতেছেন, সাইলক, টাকা ধার দিতে পার? কেন, কুকুরের কি টাকা থাকে? ভুক্তাবশেষ-প্রত্যাশী কৃশ শুনীতনয় তিন সহস্র মুদ্রা কোথা পাইবে? আমি কি আপনাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নতশির হইয়া বলিব, মাননীয় মহাশয়! সে দিবস আপনি আমার গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, অন্য এক দিন কুকুর বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, অতএব এই সমস্ত ভদ্রতায় বাধিত হইয়া আজ্ঞামাত্র আপনাকে ঋণ দিতেছি, গ্রহণে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন?

আন্তনিও বলিলেন, তোমাকে আবার ঐরূপ গালি দিতে ক্ষান্ত হইব না। তুমি যদি টাকা ধার দেও, মিত্রভাবে দিও না, শত্রুভাবে দিও, কেন না তাহা হইলে ঋণ পরিশোধের বিলম্ব হইলে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া খতের সর্ত্ত অনুসারে কাজ করিতে পারিবে। সাইলক, তখন আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া, সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, মহাশয়, রাগ করিবেন না, আমি আপনার স্নেহ-প্রত্যাশী, বন্ধুতা লাভের ইচ্ছুক। আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে সমস্ত লজ্জা দিয়াছেন, তত্তাবৎ বিস্মৃত হইব। আপনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, বিনা স্থদে টাকা দিব। য়িহুদির এই সৌজন্যে আন্তনিও বিস্ময় প্রকাশ করিলে, সে

পুনর্ব্বার বলিল, ভদ্র আন্তনিও, সত্য বলিতেছি, আমি কেবল আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী, আপনার নিকটে স্থদ লইব না। কৌতুকের নিমিত্ত কেবল আপনি আমাকে এই সর্ত্তে একখানি খত লিখিয়া দিন যে নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা না দিতে পারিলে আপনার শরীর হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অর্দ্ধসের মাংস কর্ত্তন করিয়া লইব। আন্তনিও শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, আচ্ছা সম্মত হইলাম। এরূপ খতে স্বাক্ষর করিব; আর বলিব যে য়িহুদির শরীরে দয়া আছে। কিন্তু বেসেনিও আন্তনিওকে এরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন। আন্তনিও বন্ধুকে শঙ্কিত হইতে দেখিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, ভয় পাইতেছ কেন? ঋণ পরিশোধের যে সময় নির্দ্দেশ করিলাম তৎপূর্ব্বেই তিন সহস্রের শত গুণ পরিমিত অর্থ আমার হস্তগত হইবে।

দুই বন্ধুকে বিতর্ক করিতে দেখিয়া য়িহুদি বলিল, হা পরমেশ্বর! এই খৃষ্টানেরা কি সন্দিগ্ধ-চেতা! ইহারা আপনারা নিষ্ঠুর, এজন্য অন্যকেও নিষ্ঠুর মনে করিয়া থাকে। ভদ্র বেসেনিও! আপনি বলুন দেখি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে খতের সর্ত্ত আদায় করিয়া আমার কি লাভ হইবে? মনুষ্য-শরীরের অর্দ্ধসের মাংস কি ঐ পরিমাণের মেষ কি ছাগ মাংস অপেক্ষা অধিক মূল্যবান? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আন্তনিওর অনুগ্রহ-লাভপ্রত্যাশী হইয়া টাকা ধার দিতেছি। এত যদি সন্দেহ হইয়া থাকে, লইবেন না।

য়িহুদির বাহ্য সৌজন্যে বেসেনিও বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু আন্তনিও তাঁহার নিষেধ না মানিয়া, খতে স্বাক্ষর করিয়া,

ঋণ গ্রহণ করিলেন। মনে করিলেন, য়িহুদি সত্য সত্যই কৌতুকের নিমিত্তই ঐরূপ সর্ত্ত লিখাইয়া লইল।

বেসেনিও যে যুবতীর পরিণয়ার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম পোর্সিয়া। তিনি ভিনিস্ নগরের কিয়দ্দূর-ব্যবহিত বেল্‌মন্ত নামক স্থানে বাস করিতেন। ইতিহাস পরম্পরায় কেতোর কন্যা ও ব্রুতসের বনিতা যে পোর্সিয়ার গুণগ্রামের কথা শ্রুত হওয়া যায়, এই পোর্সিয়া সেই পোর্সিয়া হইতে, কি শারীরিক সৌন্দর্য্যে, কি মানসিক গুণসন্নিবেশে, কোন অংশে নিকৃষ্টা ছিলেন না। উদারচেতা আন্তনিও-প্রদত্ত অর্থ লইয়া, বেসেনিও সমুচিত বেশ-ভূষাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই মনোহারিণী ভাবিনীর পাণিগ্রহণ উদ্দেশে বেল্‌মন্ত নগরে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য পরিচারক ভিন্ন, গ্রেসায়েনো নামক একটী ভদ্রলোক পারিষদ রূপে তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল।

বেসেনিও, বেলমন্ত নগরে পহুঁছিয়া দেখিলেন, অনেকেই পোর্সিয়ার সৌন্দর্য্যে, বিশেষতঃ তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল বিভবে, আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। পাণিদানে পোর্সিয়ার নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার পিতা, স্বর্ণের, রৌপ্যের ও সীসকের,—এই তিন ধাতুর তিনটী পেটিকা গড়াইয়া, পেটিকা তিনটীর একটীতে কন্যার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের এই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া যান, যে, যে ব্যক্তি প্রতিকৃতির আধার পেটিকাটী নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিবে, সেই তাঁহার স্বামী হইবে। নির্ব্বাচন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, পরীক্ষার্থীকে এই তিন সত্যে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, অকৃতকার্য্য

হইলে আর তাঁহার ইহজন্মে বিবাহ করিবার, পেটিকা সংক্রান্ত কোন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার, এবং পোর্সিয়ার সহিত পরে কথা কহিবার, অধিকার থাকিবে না। বিবাহের এত কঠিন পণ শুনিয়া আর আর সকলে চলিয়া গেলেন, কেবল মরক্কো দেশের রাজা, আরেগন দেশের রাজা, আর ভিনিস্ নগরের লর্ড বেসেনিও, পরীক্ষায় ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না।

এই তিনটী পাত্রের মধ্যে বেসেনিও পোর্সিয়ার অভিমত ছিলেন। বেলমন্ত নগরে পহুঁছিয়া, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, কথোপকথন সময়ে, যুবতী, পতিনির্ব্বাচনে পিতা কেন যে তাঁহাকে এত নিয়ন্ত্রিতা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য প্রকারান্তরে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একবার মনে করিলেন পেটিকাসংক্রান্ত গূঢ় রহস্য বেসেনিওকে বলিয়া দিই, কিন্তু পরক্ষণেই পিতৃশাসন উল্লঙ্ঘনে মহাপাতক হইবে ভাবিয়া, তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। প্রিয়দর্শন বেসেনিও, যখন হৃদ্যবচনে তাঁহার প্রতি আপনার হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কেবল এই মাত্র বলিলেন, ভদ্র! আপনাকে এত শীঘ্র পেটিকা নির্ব্বাচন করিতে দিতে আমার মন সরিতেছে না, আপনি যদি কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে আর আপনার সঙ্গে দুটো কথা কহিয়াও সুখী হইতে পারিব না।

প্রথমতঃ মরক্কোদেশের রাজা পরীক্ষাদানে উপস্থিত হইলে, সহচরী-সম্মিলিতা পোর্সিয়া, পেটিকা তিনটী তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! এই ঝাঁপি তিনটীর যেটী ইচ্ছা মনোনীত করিলে তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তে তাহার চাবি দিব, খুলিয়া যদি তন্মধ্যে আমার ছবি পান, আপনাকে পতিত্বে বরণ

করিব। এই বলিয়া কুঞ্চিকা তিনটী আপনার হস্তে রাখিয়া দিলেন। মরক্কোরাজ প্রত্যেক পেটিকাসংলগ্ন কাগজে যে কথা লেখা ছিল, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলেন। স্বর্ণ-পেটিকালগ্ন কাগজে লিখিত ছিল, "আমাকে মনোনীত করিলে বহু জনের বাঞ্ছিত বস্তু পাইবে।" রৌপ্যপেটিকায় লিখিত ছিল, "আমাকে মনোনীত করিলে যোগ্য পুরস্কার পাইবে।" সীসক পেটিকায় লিখিত ছিল "আমাকে মনোনীত করিলে সর্ব্বস্ব পণ ও সকল বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" মরক্কোপতি লেখ্যগুলি পাঠ করিয়া ভাবিলেন, আধার আধেয়ের সামঞ্জস্য থাকিবে না ইহা অসম্ভব, বরবর্ণিনী পোর্সিয়ার চিত্র স্বর্ণাধারে নিহিত আছে ইহাতে বিচিত্র কি? এই স্থির করিয়া স্বর্ণপেটিকাই নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু চাবি খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, উহাতে প্রতিকৃতি নাই, কেবল একখণ্ড কাগজে লেখা আছে।

এ কথা তোমার নাই কি শোনা?
চক্‌চকে হলেই হয় না সোণা।
বাহিরে ভড়ঙ্, ভিতরে ফাঁক,
শরতের মেঘে নির্ঘাক ডাক।
রূপ দেখে ভুলে আমার তরে,
জীবন বেচিয়া অনেক নরে,
আশায় নীরাশে কাটায় দিন;
উৎসাহে নবীন, জ্ঞানে প্রবীণ,
সেই সে আমার সন্ধান পায়,
যাও ঘরে ফিরে, লও বিদায়।

মরক্কোরাজ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ম্লানমুখে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর আরেগনদেশের অধিপতি আপনার

ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বর্ণপেটিকালগ্ন লেখ্য পাঠ করিয়া ভাবিলেন, বহুজনের বাঞ্ছিত বস্তু কি? এ পৃথিবীতে সামান্য লোকই বহু, সামান্য লোকে সামান্য বস্তুরই কামনা করিয়া থাকে, লোকললামভূতা পোর্সিয়া সামান্য লোকের কাম্য বস্তু নন, আর আমিও কিছু সামান্য লোক নই, অতএব বহুজনের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদায়ক স্বর্ণপেটিকায় আমার প্রয়োজন নাই। পরে রৌপ্য পেটিকালগ্ন লেখ্য পাঠ করিয়া ভাবিলেন, ইহাতে যোগ্য পুরস্কারের উল্লেখ আছে, যোগ্য যোগ্যেরই সহিত যোজিত হইয়া থাকে; কুলে শীলে, রূপে গুণে, আমিই সর্ব্বাংশে পোর্সিয়ার যোগ্য পাত্র। মনের মধ্যে এই স্থির করিয়া রৌপ্য পেটিকা নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। কিন্তু খুলিবামাত্র তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। চিত্র শূন্য পেটিকার অভ্যন্তরে এক খণ্ড কাগজে লিখিত ছিল।

আগুণে পরখ দিয়াছি কত,
তবে আমি চাঁদি চাঁদের মত।
পরখ না হলে যায় না জানা
কোন্ লোক চোখ্ থাকিতে কানা।
ছায়া ধরে কেউ আসল ফেলে,
গাছের ছায়ায় ফল কি মেলে?
আছে বটে বোকা অনেক নবা
ধপ্ ধপে বেশে দেখায় ভবা,
ভিতরে কিছুই সারত্ব নাই,
পেটিকা খানিও দেখিলে তাই।
খাঁটির নিকটে চলে না মেকি,
ঘরে ফিরে যাও, বুদ্ধির ঢেঁকি।

এই দুই ব্যক্তি ভগ্নমনোরথ হওয়াতে পোর্সিয়ার আহ্লাদ বই বিষাদ জন্মে নাই। কিন্তু বেসেনিওকে পরীক্ষাদানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, বেসেনিওর জয়পরাজয়ের উপর তাঁহার ভাবি সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিতেছে। বেসেনিও, তন্মনা হইয়া প্রত্যেক পেটিকা নিরীক্ষণ করিলেন; পরে লেখ্য গুলি পাঠ করিয়া, মনে মনে বলিলেন, স্বর্ণ! আমি তোমার বর্ণ দেখিয়া ভুলিব না, এ সংসারে গুণহীন পদার্থই বাহ্য আড়ম্বরে জড়িত থাকে। রূপা! আমি তোমারও কৃপা চাই না। তুমি প্রতিদিন প্রতি জনের হস্তে উঠিয়া ক্রয়বিক্রয় ব্যাপার সমাধা করিয়া থাক, পোর্সিয়া ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী পণ্যস্ত্রী নন। সীসক! তুমিই আমার অভীষ্টপোষক হও। *তোমাকে মনোনীত করিলে, সর্ব্বস্ব পণ, সকল বিসর্জ্জন করিতে* হইবে। সর্ব্বস্ব পণ, সকল বিসর্জ্জন না করিলে কি ভুবনদুর্লভ-রত্ন পাওয়া যায়? অন্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিয়া সীসক-পেটিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। বিপুল পুলকাঞ্চিত পৃথু-বেপথু-চঞ্চল হস্তে পোর্সিয়াও অমনি কুঞ্চিকাটী প্রদান করিলেন। পেটিকাপুট উদ্ঘাটিত হইলে, তন্মধ্যে মনোহারিণী পোর্সিয়ার প্রতিকৃতি দৃষ্ট হইল।

বেসেনিও উল্লাসিত চিত্তে চিত্রখানি হস্তে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে কি অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন! কি মনোহর দৃক্ ভঙ্গী! ভ্রমরকৃষ্ণ তারকাদ্বয় কি সত্য সত্যই চঞ্চল? না উহাঁদের উপরে আমার তারকার প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে সঞ্চরণশীল দেখাইতেছে? অধর ওষ্ঠের কি

সুন্দর পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে! অমন প্রণয়াস্পদ মিত্রদ্বয়ের ঐরূপ নাম মাত্র ব্যবধান বিহিতই বটে! কেশজাল কি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে! ক্ষুদ্র পতঙ্গ লূতাতন্তুতে কত বা দ্রুত আকৃষ্ট হয়, যুবকমন দৃষ্টিমাত্রেই এই কেশজালে বদ্ধ হইয়া পড়ে। চিত্রকর, কি করিয়া একে একে দুইটী চক্ষুঃ আঁকিতে পারিল! আমি যদি চিত্রকর হইতাম, একটী চক্ষুর সৌন্দর্য্যই আমার দুইটী চক্ষুঃ হরণ করিত, চিত্রের দ্বিতীয় চক্ষুটী আঁকিতে আমার আর যোগ্যতা থাকিত না। কিন্তু চিত্রকরের গুণ ব্যাখ্যায় আমার বাক্য যেরূপ খর্ব্বতা স্বীকার করিতেছে, আদর্শের সহিত তুলনা করিলে এই অনুকৃতি খানিও সেইরূপ খর্ব্বতা স্বীকার করিবে। বিধাতার আদ্যাসৃষ্টি এই তম্বীর তনুযষ্টি আলেখ্যে অবিকল প্রতিফলিত করে কাহার সাধ্য?

অনন্তর বেসেনিও চিত্রপট সংলগ্ন কাগজ খানি পাঠ করিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—

সুবুদ্ধি তুমি, কি কব অধিক,
চটকে ভুলোনি, চিনেছ ঠিক।
ভাগ্য ফলে পেলে প্রেয়সী নারী,
চির-অনুগত থাকিও তারি,
ফেলে হেন মন-মতন ধনে,
মজো না আবার নূতন সনে,
ছবি খানি যার তুলেছ করে,
হাত ধর তার সোহাগ ভরে।

বেসেনিও, পোর্সিয়ার পাণিপল্লব গ্রহণ করিয়া আহ্লাদে কিয়ৎক্ষণ উদ্ভ্রান্তচিত্ত রহিলেন, পরে এই নির্ব্বাচনসিদ্ধি,

পোর্সিয়ার কতদূর মনোনুকূল হইল, তদ্বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়া, এবং আপনার সম্বন্ধে কোন কথা গোপন রাখা বিহিত নয় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীয় নির্ধনতার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! সদ্বংশে জন্মগ্রহণ ভিন্ন গৌরব করিবার আমার আর কিছুই নাই। আমি ভাগ্যফলে তোমার প্রতিকৃতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে গৃহিণী করি, এমন ভাগ্যবান্ নই। পোর্সিয়া, বেসেনিওর মানসিক গুণসদ্ভাবে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন এবং নিজের প্রচুর ধন সম্পত্তি থাকাতে পতির ধনে আকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না। অতএব বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, গুণনিধান! আমি যদি শত গুণে অধিক রূপবতী হইতাম, এবং সহস্র গুণে অধিক ধনবতী হইতাম, তাহা হইলে তোমার পত্নীর যোগ্যা হইতে পারিতাম, দাসী বলিয়া আমাকে চরণে স্থান দিও। অনন্তর গুণবতী আত্মগুণের অবমাননা করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি অশিক্ষিতা, অনুপদিষ্টা, অনভিজ্ঞা, তবে এখনও আমার বয়স এত অধিক হয় নাই যে শিখাইলে শিখিতে পারিব না, অতঃপর তোমার উপদেশের অধীন হইলাম, যেমন শিখাইবে সেই মত চলিব। আমার জীবন যৌবন ধন-সম্পত্তি এবং পৃথিবীতে আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে এক্ষণে সে সমস্ত তোমার হইল। পূর্ব্বে আমি এই সুশোভন অট্টালিকার অধিকারিণী ছিলাম, আত্মমনের অধীশ্বরী ছিলাম, এই দাস দাসীগণের কর্ত্রী ছিলাম, এখন অবধি এই অট্টালিকা, দাসদাসী এবং আমার এই শরীর তোমারই হইল। এই অঙ্গুরীসহ তৎসমস্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই বলিয়া কামিনী কান্তের করে একটী অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। বেসেনিও যুবতীর

বিনয় ও মধুরতায় এমনি মোহিত হইলেন যে তৎকালে উপযুক্ত-বচনবিন্যাস করিয়া স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অসম্পূর্ণ বাক্যে স্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া, সাদরে অঙ্গুরীটী অঙ্গুলীপর্ব্বে ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! প্রাণ থাকিতে এ অঙ্গুরী অঙ্গুলীভ্রষ্ট করিব না।

যৎকালে মহানুভবা পোর্সিয়া বেসেনিওকে পতিত্বে বরণ করিবার অঙ্গীকার করেন, সে সময়ে তাঁহার সহচরী নরিশা ও বেসেনিওর সহচর গ্রেসায়েনো তথায় উপস্থিত ছিল। তাহারাও সুসংযোগ দেখিয়া স্ব স্ব প্রভুর নিকটে আপনাদের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এবং তল্লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকালীন আনন্দের অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া দিল।

প্রেমিকপ্রেমিকাযুগল প্রফুল্লমনে কথোপকথন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সেই স্থলে একজন বার্ত্তাবহ প্রবেশ করিয়া বেসেনিওর হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপি পাঠ করিয়া বেসেনিওর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পোর্সিয়া প্রিয়তমের বিষণ্ণতা অবলোকন করিয়া কহিলেন, জীবিতেশ্বর! পত্র খানিতে কি অশুভ সংবাদ আছে? কোন আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ সংবাদ পাইয়া এত অসুখী হইলে কি? আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, আমার নিকটে দুঃখের কারণ প্রকাশ করিয়া তদর্দ্ধভাগিনী কর। বেসেনিও বলিলেন, অয়ি মধুরভাষিণি! আমি যে নির্ধন ইহাই তোমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু আমার বলা উচিত ছিল যে আমি নির্ধনেরও নিকৃষ্ট, ঋণদায়গ্রস্ত। অনন্তর, তাঁহার জন্য আন্তনিও কিরূপে ঋণদায়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন সমস্ত আনু-

পূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া তল্লিখিত পত্রপাঠ করিয়া শুনাইলেন। আন্তনিও লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় বেসেনিও, আমার জাহাজগুলির উদ্দেশ নাই, য়িহুদির ঋণ পরিশোধের মিয়াদ অতীত হইয়াছে, খতের সর্ত্ত আদায় করিলে আমাকে বাঁচিতে হইবে না, মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিলে সুখী হইতাম। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছামত কার্য্য করিও, যদি বন্ধুতা প্রবৃত্তিদায়ক না হয়, পত্রের অনুরোধে আসিয়া কাজ নাই।" পোর্সিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়তম, তবে তুমি আর বিলম্ব করিও না। টাকা দিই লইয়া যাও, খতের দুগুণ তিনগুণ এমন কি যদি বিংশতিগুণ পর্য্যন্ত টাকা লাগে, দিয়া ঋণ পরিশোধ করাও, এমন অকৃত্রিম মিত্রের মস্তকের এক গাছি কেশেরও ধ্বংস নিবারণ জন্য ভূরি প্রমাণ অর্থ প্রদান করা উচিত। অনন্তর অর্থ গ্রহণে বেসেনিওর লজ্জা ও সঙ্কোচ দূর করিবার নিমিত্ত বলিলেন, আমাদের বিবাহ অদ্যই সম্পন্ন হউক, তাহা হইলে আমার সম্পত্তিতে তোমার বিধি সঙ্গত অধিকার বর্ত্তিবে। পরে, পুরোহিত ডাকাইয়া সেই দিনই তাঁহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। গ্রেসায়েনো ও নরিশাও সেই উদ্যোগে স্ব স্ব মনোভিলাষ পূর্ণ করিল।

বিবাহের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলেই, বেসেনিও নব পরিণীতা বনিতার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর হইয়া ভিনিস্ নগরে যাত্রা করিলেন। পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রিয়বন্ধু আন্তনিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহার কারামোচন ও ঋণদায়ে নিষ্কৃতি লাভ জন্য অর্থরাশি লইয়া য়িহুদির ভবনে গমন করিলেন এবং তাহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু

পাষণ্ড তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, প্রদত্ত অর্থও স্পর্শ করিল না।

পোর্সিয়া যদিও পতিকে হাস্যমুখে বিদায় দিয়াছিলেন, এবং প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই, তোমার বন্ধু বিপদ্‌বিমুক্ত হইবেন, আসিবার সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিও," তথাপি মনে মনে শঙ্কিতা হইয়াছিলেন। একাকিনী এই বিষয়ের চিন্তা করাতে তাঁহার আশঙ্কা আরও বলবতী হইল। তখন, কি উপায়ে পতিবন্ধুর জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বনিতাজনোচিত কর্ত্তব্যানুরোধেই আপনার উপর স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্বীকার পাইয়া, সর্ব্ব-বিষয়ে বেসেনিওর নির্দেশানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আত্ম-উৎপন্নমতিত্বের উপর বিশ্বাস করিয়া পতির উপকার সাধন করিতে মানস করিলেন, এবং স্বয়ং ভিনিস্ নগরে যাইয়া বিচারাগারে আন্তনিওর পক্ষসমর্থন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিতৃকুলের সম্পর্কে বেলেরিও নামক সুবিজ্ঞ কৌন্সিলির সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তিনি সেই কৌন্সিলির নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা লিখিয়া, এই মোকদ্দমার সদ্‌যুক্তি কি, জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বিচারালয়ে কৌন্সিলিরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, সেই পরিচ্ছদ চাহিয়া পাঠাইলেন। বেলেরিও পোর্সিয়াকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; তাঁহাকে বুদ্ধিমতী জানিয়া, প্রার্থনা মত পরিচ্ছদাদি পাঠাইয়া দিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করিলেন না।

অনন্তর পোর্সিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া, সহচরী নরিশাকেও স্ত্রীবেশ গোপন করত সহচর সাজিতে আদেশ

করিলেন। এবং বেলেরিও প্রদত্ত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া, নরিশাকে সঙ্গে লইয়া, ভিনিস্ নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা, অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া য়িহুদির অদ্ভুত মোকদ্দমার বিচার করিতে আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে পুরুষবেশধারিণী পোর্সিয়া সেই বিচারগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং ভূপতিকে অভিবাদন করিয়া বেলেরিও প্রদত্ত লিপি প্রদান করিলেন। বেলেরিওর লিখিত পত্রের মর্ম্ম এই ছিল যে বদান্যবণিক্ আন্তনিওর আনুকূল্য করিতে তিনি নিজেই আসিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সক্ষম হইলেন না। পত্র-বাহক যুবার নাম বলথজর, ইনি ব্যবস্থা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইহাঁকে বণিকের পক্ষ সমর্থন করিতে অনুমতি করিলে অনুগৃহীত হইবেন। রাজা পোর্সিয়ার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে নিতান্ত তরুণ বয়স্ক দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সুবিজ্ঞ বেলেরিওর অনুরোধ রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে ব্যবহারা-জীবের কার্য্যভার প্রদানে আপত্তি করিলেন না। এখনকার মত, অর্থী বা প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করাই তৎকালীন কৌন্সিলিদিগের কার্য্য ছিল না; তাঁহাদিগকে বিচারকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারশাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা দিতে হইত। অতএব প্রকৃত পক্ষে এই মোকদ্দমায় পোর্সিয়া প্রাড়্বিবাকের পদে বৃত হইলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। পোর্সিয়া চারি পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, এক দিকে য়িহুদি, অপর দিকে আন্তনিও, বাদী প্রতিবাদীরূপে দণ্ডায়মান। আন্তনিওর পার্শ্বে তাঁহার স্বামী বেসেনিও, গ্রেসায়েনোকে সঙ্গে লইয়া, বিষণ্ণ বদনে উৎ-

কণ্ঠিত মনে দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকমণ্ডলীতে বিচারালয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পোর্সিয়া এরূপ অবিকল পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন যে অপরের কথা দূরে থাকুক, বেসেনিও-ও তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারিলেন না।

পোর্সিয়া যে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, অন্তঃকরণ হইতে ভীরুতা দূর করিয়া দিলেন, এবং প্রকৃষ্ট সাহস-সহকারে কৌন্সিলির করণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি য়িহুদিকে বলিলেন, ওহে য়িহুদি, এ মোকদ্দমায় আমাকে যে কোন জটিল তর্কের মীমাংসা করিতে হইবে বোধ হয় না। আন্তনিও যে সর্ত্তে খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, পরিশোধের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে তুমি আইনানুসারে সে সর্ত্ত আদায় করিতে পার। কিন্তু তুমি তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। দেখ দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই। মেঘ-বিগলিত বৃষ্টিধারা যেরূপ জগতের কল্যাণ সাধন করে, মানব হৃদয় নিঃসৃত করুণার ধারাও সেইরূপ জন-সমাজের হিতসাধন করে। দয়ার এমনি মাহাত্ম্য যে ইহাতে দাতা গ্রহীতা উভয়েই সুখী হইয়া থাকে। দয়া, মুকুট অপেক্ষা রাজাদিগের অধিক শোভন ভূষণ, কেননা ইহা সাক্ষাৎ জগদীশ্বরের অংশভূতা। রাজকীয় শক্তি যে পরিমাণে দয়া গুণান্বিতা হয়, সেই পরিমাণে ঐশিক শক্তির সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সাইলক! আমরা পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত নিত্য দয়াময় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ না করি, তবে কি বলিয়া সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থিত দয়ালাভের আশা করিতে পারি? পোর্সিয়া ইত্যাকার বচন বিন্যাস করিয়া দয়াধর্ম্মের

গুণোৎকীর্ত্তনে এমন মধুর বক্তৃতা করিলেন যে তৎশ্রবণে সকলেরই অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল, কেবল পাষাণহৃদয় য়িহুদি অবিচলিতচিত্ত রহিল। সে উত্তর করিল, আপনি আইনানুসারে কার্য্য করুন। পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্তনিও কি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ? বেসেনিও অমনি উত্তর করিলেন, য়িহুদি ঋণের যত গুণ লইতে ইচ্ছা করে লউক, এই টাকা মজুত রহিয়াছে। কিন্তু য়িহুদি অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইল, বলিল, আমি কেবল খতের সর্ত্ত অনুসারে আন্তনিওর শরীর হইতে অর্দ্ধসের মাংস লইব। তখন বেসেনিও কৌন্সিলিবেশা নিজ কান্তাকে কাতরভাবে কহিলেন, মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আইনে কূটতর্ক ঘটাইয়া আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। কিন্তু পোর্সিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, প্রতিষ্ঠিত বিধির পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি দিতে পারি না। যে ব্যবস্থা সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া দেশমধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে বিচারকালে তাহার লঙ্ঘন হইতে পারে না। পোর্সিয়ার এই কথা শুনিয়া, য়িহুদি তাঁহাকে স্বপক্ষ ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, আহা! স্বয়ং বৃহস্পতিদেব বিচারগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে তরুণ ব্যবস্থাপক! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনি বয়সে নবীন বটে কিন্তু বিজ্ঞতায় কত প্রবীণ!

পরে পোর্সিয়া য়িহুদির নিকট হইতে খতখানি চাহিয়া লইলেন এবং মনঃসংযোগ পূর্ব্বক প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিয়া বলিলেন, ওহে য়িহুদি, খতের সর্ত্ত অনুসারে তুমি আন্তনিওর হৃৎপিণ্ডের পার্শ্বভাগ হইতে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইতে পার বটে, কিন্তু আমি অনুরোধ করিতেছি, টাকা লও, দয়া প্রকাশ

কর, আর অনুমতি কর এই খত খানি ছিঁড়িয়া ফেলি। কিন্তু য়িহুদি উত্তর করিল, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, মানুষের রসনায় এমন শক্তি নাই যে আমাকে অন্যমত করাইতে পারে। তখন পোর্সিয়া আন্তনিওকে বলিলেন, তবে তুমি বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত সহ্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। সাইলক হৃষ্টচিত্তে ছুরিকা শাণিত করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে পোর্সিয়া আন্তনিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কিছুই বক্তব্য নাই? আন্তনিও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া বলিলেন, বলিবার আর কি আছে? ভবিতব্যে যাহা ছিল ঘটিল, মরিবার জন্য প্রস্তুত আছি। পরে বেসেনিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এস ভাই, জন্মের মত আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লই, তোমার জন্য এই বিপদ ঘটিল বলিয়া দুঃখ করিও না, তোমার স্ত্রীর নিকটে আমার কথা বলিও এবং তোমাকে যে কত ভাল বাসিতাম তাহার পরিচয় দিও। আন্তনিওর এই অন্তিম বিদায়-বাক্যে বেসেনিওর মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। তিনি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, প্রিয়বন্ধু, আমি যে বনিতাকে বিবাহ করিয়াছি, আত্মপ্রাণতুল্য তাহাকে ভাল বাসি; কিন্তু আমার এই জীবন, সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা পত্নী, অধিক কি, এই সংসারের যাবতীয় সুখ, তোমার প্রাণের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করি; এই পাপিষ্ঠের হস্তে সমস্ত প্রদান করিলে যদি তোমার প্রাণরক্ষা হয় তাহাতেও স্বীকৃত আছি।

ছদ্মবেশিনী পোর্সিয়া যদিও স্বামীকে, আন্তনিওর মত প্রণয়ী বয়স্যের প্রতি এই রূপ বাক্যে অনুরাগাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া মনে মনে অসন্তুষ্টা হইলেন না, তথাপি কিছু না বলিয়া

থাকিতে পারিলেন না। বেসেনিওকে বলিলেন, ভদ্র, তোমার পত্নী এই স্থলে উপস্থিত থাকিলে এই মহতী দান শক্তির প্রশংসা করিতেন না।

পোর্শিয়ার সহচরী নরিশা, লেখকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কৌন্সিলি বেশ-ধারিণী কর্ত্রীর সমীপস্থ ছিল। অনুকরণপ্রিয় গ্রেসায়েনো, স্বীয় প্রভুকে ঐরূপ বাক্যে হৃদয়ালুতা প্রকাশ করিতে শুনিয়া, নরিশার শ্রুতিগোচরে বলিল, ভাই আমারও স্ত্রী আছে, সত্য বলিতেছি আমি তাহাকে ভাল বাসি। কিন্তু আমার স্ত্রী মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া, স্বর্গগতা হইয়া, নির্দয় য়িহুদীর মনে করুণা সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য, যদি কোন দেবতাকে আরাধনা করিতে পারিত, তাহা হইলে আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য হইত। নরিশা স্বামীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিল, ওহে, তোমার স্ত্রীর অসাক্ষাতে এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাই রক্ষা, নতুবা ইহার জন্য কন্দলের জ্বালায় তোমার ঘরে তিষ্ঠান ভার হইত।

সাইলকের আর বিলম্ব সহিল না। ব্যস্তভাবে বলিল, বৃথা কালক্ষেপ করা হইতেছে, আদালতের আজ্ঞা প্রচারিত হউক। এতৎ শ্রবণে সকলেই, আন্তনিওর ভাগ্যে কি নিদারুণ আদেশ প্রদত্ত হইবে, শুনিবার নিমিত্ত সোৎসুকভাবে স্থির হইয়া রহিল। পোর্শিয়া য়িহুদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, মাংস ওজন করিবার জন্য তুলাদণ্ড আনিয়াছ ত? য়িহুদি উত্তর করিল, আনিয়াছি। তখন পোর্শিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, শোণিত নিঃস্রাব হেতু অত্যাহিত না ঘটে, তন্নিবারণার্থ কোন অস্ত্রচিকিৎসক আনা হইয়াছে কি? য়িহুদির মনোগত অভি-

প্রায়ই এই ছিল যে মাংস কর্ত্তন সময়ে রুধিরধারা প্রবলবেগে নিঃসৃত হইয়া প্রাণবায়ু নিঃশেষ করে। অতএব অস্ত্রচিকিৎসকের কথা শুনিয়া উত্তর করিল, খতে ত ইহার কোন উল্লেখ নাই। পোর্সিয়া বলিলেন, নাই থাকিল, তুমি কি এক জনের অপমৃত্যু নিবারণ জন্য কৃপা করিয়া এ কার্য্য করিতে পার না? য়িহুদি পুনরপি উত্তর করিল, খতে ত এরূপ কোন সর্ত্ত দেখি না। তখন পোর্সিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, য়িহুদি! বণিক্ আন্তনিওর শরীর হইতে অর্দ্ধসের মাংস তোমার প্রাপ্য, তুমি তাহার উরঃস্থল হইতে ঐ পরিমিত মাংস কর্ত্তন করিয়া লইবে, আইন সম্মত ও বিচারসিদ্ধ বলিয়া আদালতের এই হুকুম হইল। য়িহুদি আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, হে ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থাপক, তুমি সাক্ষাৎ সুরাচার্য্য! অনন্তর শাণিত দীর্ঘ কর্ত্তরী লইয়া কোপজ্বলিত নয়নে আন্তনিওকে কহিল, এস, প্রস্তুত হও।

তখন পোর্সিয়া বলিলেন, য়িহুদি, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। তুমি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছ, খতের সর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই চাও না, যাহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য তুমি আদালতের নিকট তাহারই দাবি করিতেছ, আর আদালত তোমাকে তাহাই দিতে বাধ্য; দেখিতেছি, খতে কেবল মাংস কর্ত্তনের কথা লেখা আছে, শোণিত ক্ষরণের কোন উল্লেখ নাই, অতএব সাবধান যেন মাংস কাটিবার সময়ে রক্তপাত না হয়। যদি তুমি অকারণে এই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর দেহ হইতে বিন্দু প্রমাণ শোণিত পাতিত কর, তাহা হইলে ভিনিস্ নগরীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাশাস্ত্র অনুসারে তোমার যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবে।

জীবিত দেহ হইতে রক্তপাত ব্যতিরেকে মাংস কর্ত্তন

অসম্ভব, অতএব পোর্সিয়ার অকস্মাৎ এই সূক্ষ্ম তর্ক উদ্ভাবনে আন্তনিওর প্রাণ রক্ষা হইল। সভাস্থ সকলেই নবীন ব্যবহারাজীবের উৎপন্নমতিত্ব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং চারিদিক হইতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় বিচারগৃহ ক্ষণকাল কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গ্রেসায়েনো সুসময় দেখিয়া, সাইলকের কথা লইয়াই বলিল, ওহে য়িহুদি, সত্যই স্বয়ং বৃহস্পতিদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সাইলক আত্মদুরভিসন্ধি সাধনে ব্যাহত হইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে বলিল, তবে আমি টাকা লইব। বেসেনিও প্রিয়বন্ধুর অসম্ভাবিত অব্যাহতি লাভে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এই লও, টাকা উপস্থিতই আছে। কিন্তু পোর্সিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, ব্যস্ত হইও না, য়িহুদি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছে খতের সর্ত্ত আদায় ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না। ওহে সাইলক, আইনানুসারে মাংস তোমার প্রাপ্য, তুমি বিনা রক্তপাতে মাংস কাটিয়া লও। আর দেখ, ঠিক অর্দ্ধসের মাত্র তোমার প্রাপ্য। অর্দ্ধসেরের ন্যূন কি অতিরিক্ত হইলে তোমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। যদি পরিমাণ কালে তুলাকোটিতে এক রতি, এমন কি, একগাছি চুল প্রমাণ ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আইনানুসারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সাইলক বলিল, আমি মাংস চাই না, সুদও চাই না, আসল টাকা দেও, চলিয়া যাই। বেসেনিও কহিলেন, এই তোমার টাকা লও।

সাইলক হস্ত প্রসারণ করিয়া অর্থ গ্রহণে উদ্যত হইলে পোর্সিয়া নিষেধ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, রোস, য়িহুদি, তোমার

বিরুদ্ধে আর একটী দাবি আছে। ভিনিস্ নগরের ব্যবস্থাপিত বিধানশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যদি কেহ এই নগরবাসী কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার জন্য ষড়্‌জাল বিস্তার করে, তবে সেই আত-তায়ীর সমস্ত সম্পত্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া, একার্দ্ধ নিগৃহীত ব্যক্তির, অপরার্দ্ধ রাজার হইবে, আর তাহাকে জীবিত রাখা না রাখা ভূপতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। তুমি যে আন্তনিওর প্রাণ সংহারের চেষ্টায় ছিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অতএব এখন যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, ভূতলে লগ্নজানু হইয়া রাজ-সমীপে প্রাণ ভিক্ষা চাও। রাজা বলিলেন, সাইলক! আমরা খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণ, তোমার মত নিষ্ঠুর নহি, প্রার্থনার পূর্ব্বেই তোমার জীবন দান করিয়াছি। কিন্তু তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আন্তনিওর হইবে, অপরার্দ্ধ রাজ সরকারে জব্দ হইবে। উদারচেতা আন্তনিও বলিলেন, মহারাজ! য়িহুদি যদি জীবনসত্বমাত্রভোগী থাকিয়া, মৃত্যুর পর তাহার কন্যাজামাতাকে আমার প্রাপ্যাংশের অধিকারী করিতে সম্মত হয়, আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করি। এই য়িহুদির একমাত্র কন্যা আছে, সে ইহার অমতে খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণ একটী যুবককে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া, পাষণ্ড তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। য়িহুদি সর্ব্বস্ব পরহস্তগত হয় দেখিয়া, আন্তনিওর প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিন্তু তৎকালে মনের অসুখে অবসন্ন হইয়া আর বিচার-গৃহে থাকিতে পারিল না। বলিল আমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, বাটী গমনে অনুমতি প্রদান করুন; দানপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিবেন, স্বাক্ষর করিয়া দিব। রাজা তাহাকে বাটী গমনে অনুমতি দিয়া বলিলেন, দেখ

য়িহুদি. যদি পিশুনতা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, সম্পত্তির অপরার্দ্ধ প্রত্যর্পণ করিব।

অনন্তর, সভাভঙ্গের পর রাজা নবীন কৌন্সিলির বুদ্ধি-বিজ্ঞতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে আপনার বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। পোর্সিয়া পতির অগ্রে ভবনে প্রত্যাগত হইতে অভিলাষিণী ছিলেন, অতএব এই সম্মান গ্রহণে অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন ; মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করিলাম, কিন্তু কার্য্যানুরোধে আমাকে সত্বর অন্যত্র যাইতে হইবে। তখন রাজা মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিয়া, আন্তনিওকে বলিলেন, এই ব্যবহারা-জীবকে তোমার সমুচিত পুরস্কার দেওয়া উচিত, তুমি ইঁহার নিকট বিস্তর উপকার পাইয়াছ।

রাজা সভাসদ্গণ সহ প্রস্থান করিলে, বেসেনিও পোর্সিয়াকে বলিলেন, মহাশয়, আমরা আপনার প্রতিভাপ্রভাবে অদ্য ঘোরতর বিপত্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। য়িহুদিকে আমাদের যে তিন সহস্র টাকা দিতে হইত, উহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তনিও বলিলেন, আর ঐ সামান্য অর্থের সহিত আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ও আজীবন অনুরাগও আপনাকে অর্পণ করিতেছি।

পোর্সিয়া অর্থ গ্রহণে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বেসেনিও পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে, কহিলেন, আচ্ছা একান্তই যদি কিছু লইতে হয় তবে আপনার হাতের দস্তানা দিন, স্মরণার্থে পরিধান করিব। কিন্তু চতুরা পোর্সিয়ার অঙ্গুলীত্রাণ গ্রহণ প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, বেসেনিও যেমন দস্তানা খুলিবেন,

অমনি তাঁহার অঙ্গুলীস্থিত অঙ্গুরীটী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আর আপনার অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুরীটীও লইব। বেসেনিও বিপদে পড়িলেন; নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, মহাশয়! এই অঙ্গুরীটী আমার স্ত্রীর প্রদত্ত, কখন অঙ্গুলিভ্রষ্ট করিব না এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। অঙ্গুরীয়কে আপনার অভিলাষ জানিলাম, এই নগর মধ্যে ঘোষণা দিয়া যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে আর একটী আপনাকে ক্রয় করিয়া দিতেছি। এই কথায় পোর্সিয়া অসন্তোষের ভাণ করিয়া কহিলেন, আপনি প্রথমে আমাকে যাচ্ঞা করিতে শিখাইলেন, পরে যাচককে কিরূপ উত্তর দিতে হয় তাহাও আপনার নিকট শিক্ষা পাইলাম। এই বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। প্রাণদাতা কৌন্সিলিকে অসন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আন্তনিও বলিলেন, ভাই বেসেনিও, এই ব্যক্তি অদ্য আমার যে মহদুপকার করিলেন, সেই উপকারের, ও তোমাতে আমাতে যে প্রণয় আছে সেই প্রণয়ের, গৌরব রক্ষা করিয়া বনিতার বিরাগভয় পরিহার কর। অঙ্গুরীটী উহাঁকে দেও। বেসেনিও লজ্জায় পড়িয়া অগত্যা অঙ্গুরী উন্মোচন পূর্ব্বক গ্রেসায়েনোকে দিয়া, পুরোগামিনী পোর্সিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্রেসায়েনো যৎকালে স্বীয় প্রভুর অঙ্গুরী প্রদান করে, তখন লেখক-বেশধারিণী নরিশা কহিল, আমার ভাগ্যে কি কিছুই মিলিবে না? তোমার হাতের আংটীটী আমাকে দিতে হইবে। গ্রেসায়েনো সকল বিষয়েই প্রভুর অনুকরণ করিত, অতএব এ বিষয়ে খাট হইতে ইচ্ছা না করিয়া, চাহিবা মাত্র অঙ্গুরী প্রদান করিল।

যুবতীরা এইরূপে স্ব স্ব স্বামীর নিকট হইতে অঙ্গুরীয়ক লাভ

করিয়া, হাসিতে হাসিতে পরামর্শ করিলেন, বাটী যাইয়া এই উপলক্ষে ইঁহাদিগের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করিতে হইবে, আমরা অবাধে শপথ করিয়া বলিব যে, তোমরা নিশ্চই কোন অঙ্গনার হস্তে অঙ্গুরী প্রদান করিয়া আসিয়াছ।

পোর্সিয়া সহচরী সমভিব্যাহারে সত্বর হইয়া স্বভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তন্নিবন্ধন আনন্দ উপভোগ করাতে সে দিন তিনি সকলই মনোহর দেখিতে লাগিলেন। চন্দ্রোদয় হইলে তাঁহার বোধ হইল, সুধাংশু অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন যেন উজ্জ্বলতর কিরণ-মালায় ধরণীকে রঞ্জিত করিতেছেন। অনন্তর, চন্দ্র অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি, আপনার বাটীর বড় অধিক দূরে ছিলেন না। বাতায়ননিঃসৃত একটী দীপালোক-রেখা সে সময় তাঁহার বড়ই চিত্তহারিণী হইয়াছিল। তিনি নরিশাকে বলিলেন, সখি! আলোকটী আমারই গৃহে জ্বলিতেছে, দেখ ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা কতদূর পর্য্যন্ত স্বীয় জ্যোতিঃ প্রসারিত করিয়াছে। এই পাপময় পৃথিবীতে সামান্য পুণ্যকর্ম্মের প্রতিষ্ঠাও এই রূপে বিভাসিত হইয়া থাকে। তৎপরে আরও সন্নিহিতা হইলে, স্বীয় ভবন হইতে বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, সখি, দিবসের অপেক্ষা রজনীতে গীতবাদ্য অধিক মিষ্ট লাগে না?

এই রূপে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে পথ পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া, পোর্সিয়া ও নরিশা, বাটী আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং পুরুষবেশ পরিত্যাগ করিয়া, স্বাভাবিক স্ত্রীবেশে সুসজ্জিতা হইয়া, স্ব স্ব স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদেরও আসিতে বড় অধিক বিলম্ব হয় নাই। বেসেনিও প্রিয়বন্ধু আন্তনিওকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। পোর্সিয়া পতিবন্ধুর প্রচুর সংবর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহার সহিত বসিয়া শিষ্টালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই গৃহের এক পার্শ্ব হইতে নরিশা ও গ্রেসায়েনোর বচসা শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে এখনই যে বিবাদ উপস্থিত, ব্যাপার কি? গ্রেসায়েনো উত্তর করিল, ঠাকুরাণি, ব্যাপার আর কিছুই নহে, একটা সামান্য আংটী উপলক্ষে এই কলহ। নরিশা বিবাহ সময়ে আমাকে একটী অঙ্গুরী দেয়। ছন্দোবন্ধে তাহাতে এই কটী কথা ক্ষোদিত ছিল "ভাল বেস চিরদিন ছেড়ো না আমারে"। এখন আমার আঙ্গুলে সেই আংটি দেখিতে না পাইয়া বিরোধ করিতেছে। নরিশা বলিল, অঙ্গুরীর মূল্য সামান্য, অথবা তাহাতে সামান্য পদ্য ছিল, তাহাতে কি আসে যায়? আমি যৎকালে তোমাকে দিয়াছিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যত দিন বাঁচিবে অঙ্গুলীচ্যুত করিবে না। এখন বলিতেছ কৌন্সিলির কেরাণীকে দিয়াছি। আমি কিন্তু দিব্য করিয়া বলিতে পারি কোন স্ত্রীলোককে দিয়া আসিয়াছ। গ্রেসায়েনো শপথ করিয়া বলিল, "তোমারই মত সমান দীর্ঘ, সমান কৃশ, একটী যুবক, অথবা তাহাকে বালক বলিলেই হয়, সেই অঙ্গুরী লইয়াছে। যে সুবিজ্ঞ কৌন্সিলি বুদ্ধি কৌশলে মহানুভব আন্তনিওর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বালক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল. আমার কাছে আংটীটী বকৃশিশ চাহিল, নিরাশ করিতে পারিলাম না। পোর্সিয়া বলিলেন,

গ্রেসায়েনো! দোষ তোমারই, তোমার স্ত্রীর প্রথম প্রণয়োপহার পরিত্যাগ করা অন্যায় হইয়াছে। আমি জীবিতেশ্বর বেসেনিওকে একটী অঙ্গুরী দিয়াছি, নিশ্চয় বলিতে পারি, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্য পাইলেও তিনি সে অঙ্গুরী পরিত্যাগ করেন না। গ্রেসায়েনো আত্মদোষ ক্ষালন মানসে বলিল, ঠাকুরাণি, আমার প্রভুও সেই কৌন্সিলিকে আপনার দত্ত অঙ্গুরীটী দিয়া আসিয়াছেন।

পোর্সিয়া তখন কল্পিত কোপভরে বেসেনিওকে অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, তবে নরিশার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না, নিশ্চয়ই কোন নাগরী সেই অঙ্গুরী লাভ করিয়াছে। বেসেনিও দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, প্রাণেশ্বরি, তুমি অকারণ আমাকে অনুযোগ করিতেছ, শপথ করিয়া বলিতেছি, কোন পণ্যনাগরীর প্রসন্নতা লাভ জন্য আমি তোমার দত্ত অঙ্গুরী ত্যাগ করিয়া আসি নাই। যে ব্যবহার-শাস্ত্র-বিশারদ যুবক, স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারই করে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা না লইয়া, তিনি এই অঙ্গুরীটী প্রার্থনা করিলেন। আমি প্রথমতঃ দিতে চাহি নাই। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, অকৃতজ্ঞতার আরোপে লজ্জিত হইয়া, অগত্যা প্রদান করিতে হইল। প্রিয়তমে, তুমিও যদি তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিতে, অঙ্গুরী প্রদান জন্য নিশ্চয়ই নিজে আমাকে অনুরোধ করিতে।

আন্তনিও দুঃখিতভাবে বলিলেন, দেখিতেছি আমিই এই অসুখকর কলহের মূল। কিন্তু পোর্সিয়া হাসিতে হাসিতে

বলিলেন, আমাদের স্ত্রীপুরুষের কথায় আপনি কাণ দিবেন না। তখন আন্তনিও বলিলেন, ভদ্রে, আমি একবার আপনার স্বামীর নিমিত্ত শরীর বন্ধক রাখিয়াছিলাম। যে কৌন্সিলী এই দম্পতি-কলহ বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে এতক্ষণে আমাকে প্রেতলোকে প্রস্থান করিতে হইত। যাহা হউক, আমি পুনরায় বন্ধুর জন্য স্বীয় প্রাণ পণ রাখিয়া বলিতেছি, যে ইনি আর কখন আপনার অবিশ্বাসের কাজ করিবেন না। পোর্সিয়া কহিলেন, ভাল এখন আপনি জামিন হইলেন, তবে এই অঙ্গুরীটী আপনার বন্ধুকে দিয়া বলিয়া দিন সেটীর অপেক্ষা এটী যেন যত্নে রাখেন।

বেসেনিও এই অঙ্গুরী পূর্ব্ব প্রদত্ত অঙ্গুরীটী হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন পোর্সিয়া সহাস্যমুখে রহস্য প্রকাশ করিয়া, স্বীকার করিলেন, নাথ! আমিই কৌন্সিলি-বেশে রাজসভায় গিয়াছিলাম। বেলেরিও লিখিত এই পত্র খানি পাঠ করিলেই সমস্ত জানিতে পারিবে। সাইলকের যে কন্যাটী খৃষ্ট ধর্ম্মে নূতন দীক্ষিতা হইয়া খৃষ্টান যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনিই আমাকে তাঁহার পিতার দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাপন করেন। মহানুভব আন্তনিওর প্রাণসংহার ভিন্ন য়িহুদি অন্য কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেনা শুনিয়া, কালব্যাজ না করিয়া, আমি সুবিজ্ঞ কৌন্সিলি বেলেরিওর নিকট লোক পাঠাইয়া দিই, এবং কৃত্রিম নেপথ্যবিধান করিয়া, তদ্দত্ত পরিচ্ছদে আবৃতশরীর হইয়া, তোমাদেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিনিস নগরে উপনীত হই, আর তোমাদেরই আগে আগে এই মাত্র বাটীতে পদার্পণ করিয়াছি। স্থানান্তর গমনে তোমার অনুমতি লইতে পারি নাই

বলিয়া আমার যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। বেসেনিও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি আপনাকে ধন্য বলিয়া মানি, যে আমার গুণবতী পত্নী কর্ত্তৃক সহোদরাধিক স্নেহভাজন বন্ধুর প্রাণরক্ষা হইল। তুমি নিজগুণে আমাকে চিরক্রীত করিয়া রাখিলে।

পোর্সিয়া এই সময়ে আন্তনিওকে কয়েকখানি লিপি প্রদান করিলেন। সেই লিপিগুলি ঘটনাক্রমে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তৎপাঠে আন্তনিও অবগত হইলেন যে এত দিন তাঁহার যে সকল বাণিজ্যপোত নিরুদ্দেশ ছিল, এক্ষণে পণ্যসম্ভার পূর্ণ হইয়া সে গুলি নিরাপদে বন্দরে আসিয়া পহুঁছিয়াছে। এই সদাশয় বনিক্, পুনরায় সৌভাগ্যোদয় হওয়াতে, পূর্ব্ব দুর্গতি বিস্মৃত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইলেন। পোর্সিয়ার ভবন, সকলেরই আহ্লাদ-ধ্বনিতে উৎসবময় হইল; এবং বিচারগৃহে স্ব স্ব পত্নীকে চিনিতে না পারাতে, ও চাতুরী ভেদে অসমর্থ হইয়া অঙ্গুরী প্রদান করাতে, কতই হাস্য পরিহাসের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। গ্রেসায়েনো, পুনর্ব্বার নরিশার নিকট পূর্ব্বঅঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল এবং নিজ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া নিম্নলিখিত পদ্য রচনা করিয়া বলিল,—

যত দিন রব ভবে, কিছুতে না ভয় হবে,
ভয় মাত্র রহিল আমার।
পাছে প্রিয়া নরিশার, প্রণয়ের উপহার
এ অঙ্গুরী হারাই আবার।

শীতকালের উপন্যাস।

সিসিলি দ্বীপে লিয়ন্তিস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী হারমিয়নী রূপে গুণে নিরুপমা ছিলেন। রাজা লিয়ন্তিস তৎসহবাসে পরম সুখে দিন যাপন করিতেন। এই গুণবতী ভার্য্যার প্রগাঢ় প্রণয় লাভ করিয়া তিনি এত সুখী হইয়াছিলেন যে পৃথিবীতে প্রার্থয়িতব্য কোন বস্তুরই অভাব বোধ করিতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে এই ইচ্ছা করিতেন যে যদি তাঁহার বাল্যসখা বোহিমিয়ার অধিপতি পলিক্‌সিনিস সিসিলিতে শুভাগমন করেন, তবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার অতুলনা ললনার রূপ গুণ প্রত্যক্ষ করাইয়া, সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। লিয়ন্তিস ও পলিক্‌সিনিস্ উভয়ে বাল্যকাল হইতে একত্র অবস্থান করিয়া এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পরে স্ব স্ব পিতৃবিয়োগ হইলে পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ মানসে নিজ নিজ রাজ্যে আগমন করেন। সেই অবধি তাঁহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, কেবল লিপি, উপঢৌকন ও দূত প্রেরণ দ্বারা প্রণয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

অবশেষে বারম্বার নিমন্ত্রণের পর, পলিক্‌সিনিস্ বোহিমিয়া পরিত্যাগ করিয়া সিসিলিতে উপস্থিত হইলেন। আশৈশব

প্রিয়বয়স্যের সমাগমে লিয়ন্তিস নিরবচ্ছিন্ন সুখে নিমগ্ন হইলেন এবং রাজ্ঞী হারমিয়নীকে বিশেষ করিয়া তৎপ্রতি সমাদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বহুদিন অদর্শনের পর, প্রিয় বন্ধুদ্বয় একত্র সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ কৌতুকজনক কথাপ্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সেই বাল্য-কালের কথা তুলিয়া পঠদ্দশায় কি করিতেন, কি কি প্রমোদ-কর ক্রীড়ায় তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত, গল্প করিয়া হারমিয়নীর চিত্ত রঞ্জন করিলেন।

অনন্তর কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বোহিমিয়া-রাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, লিয়ন্তিস তাঁহাকে আরও কিছু দিন অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পলিক্‌সিনিস্‌ প্রথমতঃ বন্ধুর কথা রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই, অবশেষে যখন মধুরভাষিণী হারমিয়নী স্ত্রীজনসুলভ বাক্‌কৌশল প্রকাশ করিয়া গমনের বাধা দিতে লাগিলেন, তখন আর বন্ধু-পত্নীর অবমাননা করিতে পারিলেন না, অগত্যা আরও কিছুদিন বিলম্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই ঘটনায় লিয়ন্তিসের মনে অকস্মাৎ ঈর্ষ্যার উদয় হইল। আশৈশব পরিচিত বন্ধু যে সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধস্বভাব, এবং পরিণীতা বনিতাও যে সাধ্বী ও পতিগত-প্রাণা, ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার হৃদয় সংশয়-কলুষিত হইল। হারমিয়নী তাঁহারই মনস্তুষ্টি সম্পাদন জন্য নিদেশক্রমে বোহিমিয়াধিপতির প্রতি যত সমাদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ঈর্ষ্যানল প্রবল হইয়া ততই তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে বন্ধু-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া, লিয়ন্তিস প্রতিহিংসা-পরায়ণ নৃশংস রাক্ষসসদৃশ হইয়া উঠিলেন,

এবং কেমিলো নামক অমাত্যকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা পলিক্সিনিসের প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন।

রাজপুরুষেরা সচরাচর রাজার অনুগ্রহ লাভবাসনায় ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া অবাধে ছন্দানুবৃত্তি করিয়া থাকে। কিন্তু কেমিলো সে ধাতুর লোক ছিলেন না, তিনি ধার্ম্মিক ও সদ্বিবেচক ছিলেন। রাজা লিয়ন্তিসের সন্দেহ যে একান্ত অমূলক তদ্বিষয়ে সংশয়-রহিত হইয়া, তিনি পলিক্সিনিসের প্রাণ হনন করিলেন না; প্রত্যুত উক্ত ভূপতিকে সমস্ত অবগত করাইয়া, সত্বর পলায়ন দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং লিয়ন্তিসের বিরাগ ভয়ে আপনিও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বোহিমিয়া রাজ্যে গমন করিতে সম্মত হইলেন। পলিক্সিনিস্ গুপ্তভাবে সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই স্বরাজ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেমিলোও তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিয়া, প্রিয়সখার ন্যায় নিকটে থাকিয়া, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পলিক্সিনিসের পলায়নে ঈর্ষ্যাপরায়ণ লিয়ন্তিসের ক্রোধ আরও উদ্দীপিত হইল। তিনি রাজ্ঞীকে, ভ্রষ্টা নিশ্চয় করিয়া, শাস্তি দিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হারমিয়নী তৎকালে স্বীয় প্রথমজাত পুত্রটীকে কাছে বসাইয়া তাহার মধুময় কথা শুনিয়া চিত্ত বিনোদন করিতেছিলেন। রাজা বলপূর্ব্বক পুত্রকে গৃহান্তরে প্রেরণ করিয়া, রাজ্ঞীকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমার নিতান্ত শিশু হইলেও, জননীর অপমানে একান্ত বিষণ্ণচিত্ত হইলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মনের অসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তদানীন্তন

অবস্থা-দৃষ্টে পুরবাসীরা তাহার জীবন সংশয় বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিল।

সিসিলি-রাজ, যদিও নিজে বনিতাকে ব্যভিচারিণী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি পাত্রমিত্রামাত্য প্রভৃতি প্রকৃতি-পুঞ্জের সমক্ষে মহিষীর অপরাধের বিশ্বাস্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া, আপনার ন্যায়পরায়ণতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে, গ্রীস্‌দেশে দেলফস নগরে আপলো দেবের মন্দিরে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ঐ ত্রিকালজ্ঞ দেবতা, নিয়মচারিণী কৌমার-ব্রতধারিণী কুমারীগণের শরীরে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যাদেশে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন। সুতরাং ভবিষ্যতের গর্ভস্থিত বা পরোক্ষে সম্পাদিত বিষয় গুলি জানিবার জন্য লোকে নানা স্থান হইতে ঐ মন্দিরে আগমন করিত।

রাজ্ঞী হারমিয়নী কারাগার প্রবেশকালে পূর্ণগর্ভা ছিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যেই তাঁহার এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। অপত্য-স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! সেই অচিরজাতা কন্যাটীর মুখাবলোকন করিয়া, রাজ্ঞী দুঃখভারের অনেক লাঘব বোধ করিলেন। তিনি কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, অয়ি হতভাগিনি! তোমার মত আমিও পাপস্পর্শশূন্যা।

আস্তিগোণিস নামে সিসিলিরাজের এক সদস্য ছিলেন। তাঁহার পত্নী পলিনা রাজ্ঞীকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কন্যাটী জন্মগ্রহণ করিলে, পলিনা এক দিন কারাগারে যাইয়া, এমিলিয়া-নাম্নী রাজ্ঞীর এক পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, এমিলিয়ে! তুমি মহিষীকে গিয়া বল, তিনি যদি আমাকে

বিশ্বাস করিয়া নব-প্রসূত কন্যাটী দেন, আমি লইয়া একবার রাজাকে দেখাই। কে জানে, হয়ত সন্তানের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইতে পারে। এমিলিয়া কহিল, ঠাকুরাণি! আমি এখনই গিয়া রাজমহিষীকে এই কথা নিবেদন করিব। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, যে হায়! আমার যদি কেহ হিতকাঙ্ক্ষী থাকিত, তাহা হইলে সাহস করিয়া কন্যাটীকে রাজার নিকটে লইয়া যাইত। পলিনা বলিলেন, তুমি রাজ্ঞীকে বলিও যে তাঁহার পক্ষে যতদূর বলিতে হয় বলিব, রাজা বলিয়া ভয় করিব না। এমিলিয়া উত্তর করিল, জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, এই দুঃসময়ে আপনি রাজ্ঞীর যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। অনন্তর এমিলিয়া হারমিয়নীকে পলিনার প্রস্তাবিত বিষয় অবগত করাইলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে কন্যাটী পাঠাইয়া দিলেন, কেননা তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে কেহই সাহস করিয়া এ কার্য্য করিবে না।

পলিনা কন্যাটী লইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার পতি তাঁহাকে নৃপতি সন্নিধানে গমন করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ না মানিয়া রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এবং শিশুটীকে সিংহাসনের পাদপীঠে স্থাপন করিয়া রাজ্ঞীর সতীত্বের বিষয় ও সম্প্রতি তাঁহার প্রতি যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আচরিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মহিষী বিশ্বাসঘাতিনী নহেন, আপনিই বিশ্বাসঘাতক। সেই সাধ্বী সুজনবোধে আপনার হস্তে স্বীয় মানসম্ভ্রম ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, আপনি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া মিছামিছি লোক-সমাজে তাঁহার অপযশঃ, ও সেই সঙ্গে আপনার ঔরসে তদগর্ভ-

জাত পুত্র কন্যারও কলঙ্ক, রটনা করিতেছেন। মহারাজ! তীক্ষ্ণধার তরবার অপেক্ষা নিন্দুকের রসনা অধিক ক্লেশকর আঘাত দেয়। আপনি এই নবপ্রসূত শিশুটীর পানে চাহিয়া দেখুন, দেখিবেন ইহার ক্ষুদ্র অবয়বে আপনার প্রতিকৃতি কেমন অবিকল অঙ্কিত রহিয়াছে। চোক, নাক, কাণ, ভ্রূ, অধিক কি, আঙুলের নখ গুলি পর্য্যন্ত আপনার মত। জগদীশ্বর করুন যেন ইহার মন আপনার মত অশুদ্ধ না হয়! মহারাজ! রাজ্ঞীর স্বভাব চরিত্র আমি ভাল জানি। আপনি অমূলক সন্দেহ পরিত্যাগ করুন, এই কুসুমসুকুমার কন্যাটীকে উঠাইয়া ক্রোড়ে লউন, আর ইহার প্রসূতিকে বামে বসাইয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করুন। নিরপরাধে সেই অপাপবিদ্ধা রমণীর মনে ক্লেশ দিলে আপনার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে।

কিন্তু পলিনার তীব্র অনুযোগে বরং বিপরীত ফল দর্শিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আন্তিগোণিসকে আদেশ করিলেন, তোমার এই দুর্ম্মুখা স্ত্রীকে আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেও।

পলিনা আসিবার সময়ে রাজার চরণতল হইতে কন্যাটী উঠাইয়া আনিলেন না। ভাবিলেন, কেহ নিকটে না থাকিলে, রাজার মন শান্ত হইবে, তখন স্বাভাবিক অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার বর্ত্তমান মনোবিকারও দূর হইবে। কিন্তু পলিনা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করিবামাত্র রাজা আন্তিগোণিসকে আদেশ করিলেন, তুমি এই দণ্ডেই পোতারোহণ করিয়া পাপিষ্ঠার গর্ভজাত এই কন্যাকে, দূরদেশে লইয়া, কোন অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আইস।

আন্তিগোণিস্ কেমিলোর ন্যায় ধর্ম্মভীরু ছিলেন না। তিনি যথাবৎ রাজাদেশ পালন জন্য সেই অপোগণ্ড কন্যাটী লইয়া সেই দণ্ডেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন।

রাজা, হারমিয়নীকে ব্যভিচারিণী স্থির করিয়া তাঁহার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপলোদেবের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রতীক্ষা না করিয়াই বিচারক মণ্ডলীকে মহিষীর অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। হারমিয়নী তখনও প্রসব-জনিত দৈহিক দুর্ব্বলতায় শীর্ণ ও প্রসূত কন্যার নির্ব্বাসনজনিত শোকে নিরতিশয় বিষণ্ণ ছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর রাজা তাঁহার সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, রাজসভায় বিচারক মণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজ্ঞী প্রকৃতিবর্গের সমক্ষে, ঈর্ষ্যাকলুষিত স্বীয় পতিকে আপনার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে শুনিয়া, ঘৃণায় ও লজ্জায় কিয়ৎক্ষণ ম্রিয়মানা থাকিয়া, উর্জ্জস্বল বচনে স্বীয় শুদ্ধচারিতার উল্লেখ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গ্রীসদেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তিরা আপলোদেবের প্রত্যাদেশ-লিপি লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিল। রাজা মন্ত্রীকে সেই পত্রের শিল মোহর ভাঙ্গিয়া সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে সংক্ষেপে এই কথাগুলি লিখিত ছিল "হারমিয়নী সাধ্বী, পলিক্সিনিস্ নির্দ্দোষী, কেমিলো রাজভক্ত প্রজা, লিয়ন্তিস ঈর্ষ্যাপরায়ণ পাষণ্ড, নষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার না হইলে রাজার বংশ থাকিবে না।" কিন্তু লিয়ন্তিসের মন ঈর্ষ্যায় আবিল থাকাতে তিনি এই দৈববাণী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন রাজ্ঞীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া প্রকৃত দেবাদেশ অপলাপ পূর্ব্বক এই

কৃত্রিম লিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। অতএব, তিনি বিচারক-দিগকে বিহিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই একজন ভৃত্য উৰ্দ্ধশ্বাসে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! রাজমহিষীকে দণ্ড বিধান জন্য রাজ-সভায় আনয়ন করা হইয়াছে শুনিয়া, রাজকুমার লজ্জায় প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন।

পুত্রবৎসলা হারমিয়নী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মুর্চ্ছিতা ও ভূপতিতা হইলেন। লিয়ন্তিসও পুত্রের মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া, হতভাগিনী রাজ্ঞীর উপরে কাঠিন্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক নিকটবৰ্ত্তিনী পলিনা এবং পরিচারিকাদিগকে বলিলেন, তোমরা স্থানান্তরে লইয়া শুশ্রূষাদি দ্বারা ইহাঁর চৈতন্য সম্পাদন কর। পলিনা কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন মহারাজ! সেই কালস্বরূপ মূর্চ্ছা চৈতন্যের সহিত মহিষীর প্রাণও হরণ করিয়াছে।

হারমিয়নীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া লিয়ন্তিসের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। অন্তঃকরণে অনুশোচনা উপস্থিত হওয়াতে পত্নীর শুদ্ধচারিতা বিষয়ে তাঁহার যে বিষম সংশয় জন্মিয়াছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি আপলোদেবের বাক্য প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রাজকুমার মৃত, কন্যাটী প্রনষ্ট অর্থাৎ অনুদ্দিষ্ট, সেই নষ্ট বস্তুর পুনরুদ্ধার না হইলে তাঁহার যে বংশ থাকিবে না এই দেব-বাক্যের সত্যতা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি তখন শোকসন্তপ্ত চিত্তে কতই পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে হায়, কেহ যদি আমার সেই হারানিধি কন্যাটী আনিয়া দেয়, আমি তাহাকে

সর্ব্বস্ব প্রদান করি। রাজা লিয়ন্তিস এইরূপ দুর্নিবার দুঃখ-দহনে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আন্তিগোণিস্ যে অর্ণবপোতে শিশু-রাজকন্যাকে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রবল বায়ুপ্রভাবে সেই পোত পলিক্সিনিসের রাজ্য বোহিমিয়া দেশের উপকূলে উপনীত হয়। আন্তিগোণিস তথায় অবতরণ করিয়া অরণ্য মধ্যে কন্যাটীকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর দেশে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। তিনি হাতে হাতেই আত্মকৃত নৃশংস কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময়ে এক ভল্লুক তীক্ষ্ণ নখরে তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ সংহার করে। জাহাজখানিও ঝটিকাবেগে নাবিক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়।

হারমিয়নী কারাগার হইতে রাজার নিকটে কন্যাটী পাঠাইয়া দিবার সময়ে তাহাকে মহার্হ বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। আন্তিগোণিস কন্যাটীকে বনমধ্যে বর্জ্জন কালে তাহার অঙ্গ হইতে সেই সমস্ত বেশভূষা উন্মোচন করেন নাই, অধিকন্তু একখণ্ড কাগজে, তাহার মহৎ বংশে উৎপত্তি ও বর্ত্তমান বিপত্তির বিবরণসূচক গুটিকত কথা আভাসে লিখিয়া, সেই কাগজখানি বস্ত্রের এক পার্শ্বে আলপিনবিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আন্তিগোণিস বালিকাটীর "পর্দিতা" এই নামকরণ করিয়া স্বপ্রদত্ত সেই নামটীও কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

দৈবযোগে এক মেষপালক সেই অরণ্যপথে গমন কালে বালিকাটীকে দেখিতে পায়, এবং তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া, স্বীয় স্ত্রীকে তাঁহার লালন পালনের ভার দেয়। পর্দিতা সেই মেষপালকগৃহে যত্নপূর্ব্বক পালিতা হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পালন

করিতে মেষপালককে কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, প্রত্যুত সে তাঁহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়াছিল। কেননা তাঁহার শরীরে যে সমস্ত মহামূল্য রত্নালঙ্কার ছিল, মেষপালক তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া অসম্ভাবিত-পূর্ব্ব ধন লাভ করে। হঠাৎ ধনাগম হওয়াতে পাছে লোকের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে এই আশঙ্কাপ্রযুক্ত সে পূর্ব্ববসতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আসিয়া বাস করে এবং বহুসংখ্যক পশুযূথ ক্রয় করিয়া পশুচারণ দ্বারা ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। পর্দিতা মেষপালক-দম্পতী দ্বারা অপত্যনির্ব্বিশিষে প্রতিপালিত হওয়াতে আপনাকে মেষপালকের কন্যাই বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কালক্রমে পর্দিতা যৌবনবতী হইয়া শাণবিশোধিত মণির ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জননীর রূপ গুণ শীলতা-দির উত্তরাধিকার করিয়াছিলেন, অতএব সেই নীচ মেষপালকের গৃহে পালিত হইলেও তাঁহার আচরণে এরূপ ভব্যতা ও মধুরতা প্রকাশ পাইত, যে তদ্দর্শনে কাহারও এরূপ সংশয় জন্মিতে পারিত না যে তিনি তাঁহার জনকগৃহে রাজ-সভাসদ্ বর্গ পরি-বেষ্টিত হইয়া সমাজ-নীতি শিক্ষা করেন নাই।

বোহিমিয়ারাজ পলিক্সিনিসের ফ্লোরিজেল নামে একমাত্র পুত্র ছিল। ঐ রাজকুমার এক দিন মৃগয়াকালে মৃগের অনুসরণ-ক্রমে পর্দিতার পালয়িতা মেষপালকের ভবনে উপস্থিত হন, এবং তথায় সেই সুকুমারীর রূপ লাবণ্য ও মধুর স্বভাব দর্শনে বিমো-হিতচিত্ত হন। রাজকুমার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াও পর্দিতার প্রতি অনুরাগ দমন করিতে পারিলেন না। অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কেবল সেই সুহাসিনীর

মোহিনীমূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারিয়া, এক সামান্য কৃষক-যুবকের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক, পর্দিতার সন্দর্শন লাভ ও তৎসহ কথোপকথনে চিত্ত-বিনোদন মানসে সেই মেষপালকের আবাসে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

রাজা পলিক্সিনিস্ রাজভবন হইতে পুত্রকে সর্ব্বদা অনুপস্থিত দেখিয়া, সংশয়িত-চিত্ত হইলেন; এবং গোপনে চর-নিয়োগ করিয়া, কুমার একাকী কোথায় গমন করেন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অনন্তর স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিবার মানসে কেমিলোকে সঙ্গে লইয়া সেই মেষপালকের ভবনে গমন করিলেন। সিসিলি রাজ্যে প্রাণরক্ষা করাতে কেমিলো বোহিমিয়ারাজের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

রাজা পলিক্সিনিস ও কেমিলো উভয়েই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, মেষপালকের ভবনে উপনীত হইলেন। সে দিবস তথায় মেষমুণ্ডন নামক উৎসব উপলক্ষে মহতী ঘটা হইয়াছিল। দুই জন বিদেশীকে সমাগত দেখিয়া, বৃদ্ধ মেষপালক নিমন্ত্রিতগণের ন্যায় তাঁহাদেরও সমাদর করিল, এবং ইচ্ছামত পান-ভোজনে ও আমোদপ্রমোদে শ্রান্তি দূর করিতে অনুরোধ করিল।

এই উৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নিরতিশয় আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল। সকলেরই মুখাবয়বে স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছিল। কোন দিকে নব দূর্ব্বাদল-পরিশোভিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে কৃষীবল-তরুণতরুণীরা নৃত্য করিতেছিল; কোন স্থানে বা পণ্যবিক্রেতা দোকান সাজাইয়া, যুবকদিগকে স্ব স্ব প্রণয়িনীর অভিলষিত নানাবিধ সামগ্রী বিক্রয় করিতেছিল; কোথাও বা আহারীয়

দ্রব্যাদির ভূরি প্রমাণ আয়োজন হইতেছিল। ফলতঃ সকলেই কোন না কোন কার্য্যে লিপ্ত ছিল। কেবল ফ্লোরিজেল ও পর্দ্দিতা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া একপ্রান্তে বসিয়া একতান মনে পরস্পর বিশ্রব্ধ আলাপে নিমগ্ন ছিলেন।

মেষপালক পালিতা দুহিতাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ করিত। গৃহিণী অবর্ত্তমানে এই উৎসবের দিনে সেই পালিতা দুহিতা গৃহমেধিনীর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে ইহাই তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা পর্দ্দিতা, শালীনতা-জনিত সংকোচ-নিবন্ধন প্রাধান্য লইতে পরাঙ্মুখী ছিলেন; এবং প্রণয়ভাজন ফ্লোরিজেলের সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যাসক্তচিত্ততা-বশতঃ আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি গৃহস্বামিনীর কর্ত্তব্য সমাদর-প্রদর্শনেও বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে মেষপালক কিঞ্চিৎ অনুযোগব্যঞ্জক স্বরে তাঁহাকে বলিল, ছি বৎসে! বুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে আজিকার দিনে তাহার কতই কর্ম্মতৎপরতা দেখিতে পাইতাম। তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম থাকিত না, আপনিই কর্ত্রী, আপনিই দাসী, আপনিই পাচিকা, আপনিই পরিবেশিকা; এই কাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, এই কাহাকে ভোজন করাইতেছে, সকলেরই সহিত আলাপ করিতে, সকলেরই পরিচর্য্যা করিতে, ব্যস্ত থাকিত; আর তুমি কি না নিষ্কর্ম্মা হইয়া কাল কাটাইতেছ, তোমাকে দেখিলে বোধ হয় তুমি যেন নিজে নিমন্ত্রিতা হইয়া আর কাহার বাটীতে আসিয়াছ। লজ্জা ও সংকোচ ত্যাগ করিয়া, এই যে দুইটী অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়াছেন, ইহাঁদিগের সমুচিত অভ্যর্থনা কর। শিষ্টাচারেই সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

তখন পর্দিতা, মেষপালকের অনুজ্ঞানুসারে অভ্যাগতদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে গোপকুমারী-দিগের অনুষ্ঠিত রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া, সমাগত সকল ব্যক্তিকে পুষ্পোপহার প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ও কেমিলোর নিকটে কুসুমকরণ্ডিকা লইয়া উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, কল্যাণি! বসন-ভূষণাদি বয়সের অনুরূপ হইলেই ভাল হয়, তুমি আমাদিগকে পরিণত বয়সের উপযোগী পুষ্প প্রদান কর। এই উপলক্ষে রাজার সহিত পর্দিতার কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হইল। পর্দিতা পুষ্পের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায়ে বৃক্ষোৎ-পাদনের, ও কান্তিচ্ছটা বিকাশের নিমিত্ত মহিলাদিগের বিলেপনচূর্ণে গণ্ডস্থলের শোভা বর্দ্ধনের নিন্দা করিয়া, নরপতি-সমক্ষে স্বকীয় বাক্‌পটুতার ও ঋজুস্বভাবের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার সরল অথচ ললিত বাক্যগুলি শুনিয়া, রাজা বিস্মিত হইলেন, এবং পুষ্প গ্রহণ করিয়া, জনান্তিকে কেমিলোকে কহিলেন, দেখ ভাই, ইতরবংশে আমি এমন সুন্দরী কন্যা কখনও দেখি নাই, ইহার আকার প্রকার ও কথা-বার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় যে এ, এই মেষপালকের কুটীর অপেক্ষা মহত্তর স্থান অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য। কেমিলো বলিলেন, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন, এই কুমারী রূপে গুণে রাখালদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবার যোগ্য।

পর্দিতা রাজাকে পুষ্প প্রদান করিয়া, প্রিয়দর্শন ফ্লোরি-জেলের প্রতি প্রণয়স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, সৌম্য! তোমাকে এই শীতকালের ফুল দিতে আমার মন সরিতেছে না। নবযৌবন তোমার শরীরে নববিকশিত কুসুমমঞ্জরীর শোভা

ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, তোমার বয়সের অনুরূপ ফুল কোথায় পাই! হায়! এই সময়ে যদি কোন দেবকামিনী কৃপা করিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতেন, অথবা অকাল বসন্তের উদয়ে, সৌন্দর্য্যে রতিদেবীর শরীর-শোভা-বিনিন্দী এবং সৌরভে বারিধিনন্দিনী ইন্দিরার নিশ্বাসবায়ু-বিজয়ী, প্রচুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত, তাহা হইলে মনের সাধে মালা গাঁথিয়া তোমারে সাজাইয়া দিতাম। অনন্তর এই মনোভিলাষপ্রকাশে লজ্জিতা হইয়া স্মিতমুখে ফ্লোরিজেলের বাহু ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! উৎসব সময়ে যাঁহারা কুসুম বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বাচালতা অনুকরণ করিতে গিয়া আমার এই কথা গুলি নিন্দার হইল না ত?

পর্দিতা ও ফ্লোরিজেল যে সময়ে কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন, রাজা সেই সময়ে বৃদ্ধ মেষপালকের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! ঐ যে সুশ্রী যুবকটী তোমার কন্যার সহিত কথা কহিতেছেন, উটি কে? মেষপালক বলিল, মহাশয়, ঐ কৃষক-যুবকের নাম দোরিক্লিস। উনি আমার কন্যার বিবাহার্থী হইয়াছেন এবং তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সত্য বলিতে কি, আমার কন্যাকেও উহাঁর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত দেখিতে পাই; এমন কি, ইহাদের উভয়ের মধ্যে কে কাহাকে অধিক ভাল বাসে নির্ণয় করা কঠিন। দোরিক্লিস যদি আমার কন্যার পাণিলাভে সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে তাঁহার যে কি শুভাদৃষ্ট তিনি তাহা স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। মেষপালকের এই কথা বলিবার গূঢ় তাৎপর্য্য ছিল। ঐ বৃদ্ধ অরণ্য-নিক্ষিপ্ত পর্দিতার গাত্রে যে সকল রত্নালঙ্কার পাইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ

বিক্রয় করিয়া, অবশিষ্ট গুলি বিবাহ সময়ে যৌতুক স্বরূপ তৎ-পাণিগ্রহীতাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। তাদৃশ যৌতুকপ্রাপ্তি সচরাচর কোন কৃষককযুবকের ভাগ্যে ঘটে না এই বিশ্বাস থাকাতেই সে পর্দ্দিতার পাণিগ্রহীতাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল।

মেষপালকের সহিত কথা ভঙ্গ করিয়া, রাজা পলিক্সিনিস্, পুত্রের নিকটে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে অপরিচিত-পূর্ব্বের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ওহে যুবক, তুমি প্রণয়রসে নিমগ্ন হইয়া উপস্থিত উৎসবের কোন আমোদে আমোদী হইতেছ না? আমার যৌবন সময়ে আমি প্রণয়পাত্রীকে কত উপহার প্রদান করিতাম, পণ্যবিক্রেতা তোমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তুমি তোমার প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন জন্য কোন সামগ্রীই ক্রয় করিলে না যে?

রাজা ও কেমিলো এরূপ কৌশলে ছদ্মবেশবিন্যাস ও স্বর-বিকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া রাজপুত্রের সাধ্য ছিল না। অতএব তিনি যে পিতার সহিত কথা কহিতেছেন ইহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারিয়া সরল-ভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়, আমার প্রেয়সী সামান্য উপ-হারের অভিলাষিণী নন, তাঁহার ঈপ্সিত উপহার আমার হৃদয়-মধ্যে নিহিত আছে। অনন্তর পর্দ্দিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, প্রিয়তমে! এই প্রাচীনের কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে ইনি এক সময়ে প্রণয়ের রসজ্ঞ ছিলেন, অতএব আমাদের প্রণয় বন্ধনে ইহাঁকে সাক্ষী করিব। এই তোমার সুকোমল পাণিপল্লব স্পর্শ করিয়া আমি আজি সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, যে

যদি বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্য, ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য এবং লোকোত্তর শৌর্য্যবিদ্যাদি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমার প্রণয় লাভ ব্যতিরেকে তত্তাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করি। তুমি বিমুখী হইলে এই সংসারই আমার অসার হইবে।

ফ্লোরিজেলের ঈদৃশ ঐকান্তিক অনুরাগপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ মেষপালক, পালিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন বৎসে! তুমি কি বল। পর্দিতা লজ্জানম্রমুখে উত্তর করিলেন, উহাঁর উপর আমার অনুরাগ যেমন পবিত্র, আমার বিশ্বাস আমার উপর উহাঁর অনুরাগও সেই রূপ পবিত্র। তখন মেষপালক পর্দিতা ও ফ্লোরিজেলের হস্ত গ্রহণ করিয়া উভয়ের পাণি-তল সংযোজন পূর্ব্বক বাগ্দান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হইল। ছদ্মবেশী রাজা তাহাকে কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া, রাখালবেশী নিজ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে যুবক! তুমি কি পিতৃহীন? পরে, রাজপুত্রের মুখে তাঁহার জনক জীবিত আছেন উত্তর পাইয়া কহিলেন, তবে কি বার্দ্ধক্য বশতঃ তোমার পিতার ভীমরথী হইয়াছে? ইন্দ্রিয় সকল কি আর তাঁহার আয়ত্ত নাই? তিনি কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া একে-বারে কর্ম্মের বাহির হইয়াছেন? তাহাও নয় শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, তবে তুমি তাঁহার অসমক্ষে সহসা ঈদৃশ ব্যস্ত হইয়া এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছ কেন? ইহা কি তোমার পিতৃভক্তির অনুরূপ কার্য্য হইতেছে? পুত্র যে কন্যাকে পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন সেই কন্যা তাঁহার মনের মত হইবে ইহাও যেমন যুক্তি-সঙ্গত, পুত্র-মনোনীতা পুত্রবধূ হইতে বংশের বিশুদ্ধতা কতদূর রক্ষিত হইবে সমীক্ষ্যকারী পিতা সে

বিষয়ে বিবেচনা করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিবেন, ইহাও তেমনই সঙ্গত কথা। বিবাহের সম্বন্ধ নিরূপণে পিতার প্রাধান্ত না থাকা ভাল দেখায় না। রাজপুত্র উত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেও, আমি এখন উপস্থিত কার্য্যে বিরত হইতে পারি না। আপনি আমাদের এই সম্বন্ধ-বন্ধনে সাক্ষী হউন।

তখন রাজা আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আমি তোর এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবার সাক্ষী রহিলাম। অনন্তর ইতর বংশোদ্ভবা কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইতে উদ্যত হওয়াতে, পুত্রকে যারপর নাই ভর্ৎসনা করিয়া, পর্দি-তাকে কহিলেন, ওরে দুঃসাহসিকে! যদি পুনর্বায় রাজপুত্রকে নিকটে আসিতে দিস্, তোকে গোষ্ঠীশুদ্ধ একথাতে নিখাত করিব।

রাজা এইরূপ তিরস্কার করিয়া রোষভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দেশাধিপতির আবির্ভাবে ও তাঁহার সামর্ষ-মূর্ত্তি অবলোকনে কৃষকসম্প্রদায়ের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া-ছিল। বৃদ্ধ মেষপালক এত ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল যে তৎকালে একটীও কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু পর্দিতা তাদৃশ শঙ্কিতা হন নাই। রাজবংশে উৎপত্তি নিবন্ধন বরং তাঁহার হৃদয়ে অভিমান সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রোষস্ফুরিতাধরে বলি-লেন, রাজার রাগে আমি ভয় পাই নাই, তিনি উচ্চ বংশের বড়াই করিলেন, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল তাঁহাকে বলি, মহারাজ! যে সূর্য্য আপনার অট্টালিকার উপরে আলোক বিতরণ করেন, আমাদের এই দরিদ্র কুটীরে সেই সূর্য্যেরই

কিরণ পতিত হইয়া থাকে, নীচ বলিয়া সূর্য্যদেব আমাদিগকে কোন ইতর বিশেষ করেন না। অনন্তর, প্রণয়ে ভগ্নমনোরথ হইয়া, দীন ভাবে বলিলেন, আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল! আর আমি প্রণয়ের কথায় কাণ দিব না। রাজপুত্র! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া রাজধানী গমন করুন। অতঃপর গাভী-দোহনে ও অশ্রুবর্ষণেই আমার দিনপাত হইবে।

কেমিলো, রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া রাজার সহিত প্রস্থান করেন নাই। তিনি, ফ্লোরিজেলকে তখনও পর্দিতার সঙ্গত্যাগে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিলেন, কুমার! আপনার অসঙ্গত কার্য্যে রাজা যার পর নাই রুষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনি এখানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আমার সহিত রাজধানীতে আগমন করুন। কিন্তু ফ্লোরিজেল স্পষ্টাক্ষরে কেমিলোকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! পিতার ইচ্ছা হয় আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করুন, আমি এই সরলা বালারে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না, দেশান্তরে লইয়া যাইয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিব। বোহিমিয়ার সিংহাসন ত তুচ্ছ কথা, লোক-প্রকাশক সূর্য্যের যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর আয়ত সাম্রাজ্য, বসুন্ধরার গর্ভে যত মণি মাণিক্য নিহিত আছে তত্তাবৎ এবং রত্নাকর সাগর স্বকীয় কুক্ষি মধ্যে যত রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছে তৎসমুদায়, আমারে প্রদান করিলেও আমি এই সুলোচনার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ হইয়াছি তাহা লঙ্ঘন করিব না।

পর্দিতার উপর রাজকুমারের এই রূপ অচল অনুরাগ দর্শনে, এবং সেই তরুণীর মনস্বিনী-স্বভাব-সুলভ সাভিমান অথচ ভব্যতা-সূচক বাক্যপরম্পরা শ্রবণে, বোহিমিয়াধিপতি তাঁহাকে নীচ

বলিয়া যতদূর ঘৃণা করিয়াছিলেন, তিনি সে ঘৃণার পাত্রী নন, প্রত্যুত তাঁহাতে মহত্ত্ব আছে, বুঝিতে পারিয়া, কেমিলো, রাজপুত্রের মনোরথ পূরণে ও সেই সঙ্গে আপনারও অভিলাষ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি বহুদিন সংবাদ পাইয়াছিলেন যে সিসিলিরাজ লিয়ন্তিস, আত্মচিত্তবিকার বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার উপর অক্রোধ হইয়াছেন। যদিও বোহিমিয়াধিপতি তাঁহাকে প্রিয় সখার ন্যায় সমাদর করিয়া আপনার সভায় রাখিয়াছিলেন, তথাপি জন্মভূমি সন্দর্শন করিতে ও চিরসেবিত স্বদেশীয় নৃপতির সদস্য হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। অতএব, তিনি ফ্লোরিজেলকে বলিলেন, যদি আপনি এই বর-বর্ণিনীকে লইয়া বোহিমিয়া পরিত্যাগ করিয়া সিসিলি-রাজ্যে যাইতে স্বীকৃত হন, আমি আপনাদিগকে তথাকার রাজার আশ্রয়ে রাখিতে পারি; আর পরিশেষে সিসিলিরাজের অনুরোধক্রমে হয়ত রাজা পলিক্সিনিস্ আপনাদের বিবাহে মতও দিতে পারেন। এই অনুকূল প্রস্তাবে প্রণয়িযুগল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অনন্তর কেমিলো কালবিলম্ব না করিয়া পলায়নের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন, এবং পর্দিতার পালয়িতা সেই বৃদ্ধ মেষপালককেও সঙ্গে লইয়া, অর্ণবতরিযোগে সিসিলিরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেষপালক আসিবার সময়ে অন্যান্য সম্পত্তির সহিত বনমধ্যে শিশু পর্দিতার গাত্রে যে বস্ত্রালঙ্কারাদি পাইয়াছিল, সেগুলিও সঙ্গে লইয়াছিল।

কিয়দ্দিন মধ্যেই তাঁহারা সিসিলি রাজ্যে উপনীত হইলেন। রাজা লিয়ন্তিস্ স্নেহ সহকারে কেমিলোকে পূর্ব্বপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং রাজপুত্র ফ্লোরিজেলের প্রতিও প্রচুর সমাদর

প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পর্দিতা তাঁহার সমধিক স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। পর্দিতার অবয়বে রাজ্ঞী হারমিয়নীর সাদৃশ্য দেখিয়া সমস্ত পূর্ব্বকথা নবীন ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি সেই কন্যাটীকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, হায় আমার কন্যাটী যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে সেও এই রূপ লোচনানন্দদায়িনী হইত।

সিসিলিরাজ লিয়ন্তিসের কন্যা শৈশব সময়ে অনুদ্দিষ্টা হইয়াছেন অবগত হইয়া, এবং পর্দিতাকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া, বৃদ্ধ মেষপালক মনে মনে চিন্তা করিল যে সময়ে সিসিলি-রাজকন্যা নির্ব্বাসিতা হন আমিও ঠিক সেই সময়ে পর্দিতাকে অরণ্য মধ্যে কুড়াইয়া পাই। ইহাঁর বেশভূষাও রাজকন্যার যোগ্য ছিল, অতএব এই পর্দিতাই সেই রাজকন্যা হইবেন! বৃদ্ধ মনোমধ্যে এই বিতর্ক করিয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

তৎকালে রাজসভায় আন্তিগোণিসের পত্নী পলিনাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি, রাজ্ঞী হারমিয়নী যে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া, বিশেষতঃ যে অসুলভ রত্নটী কণ্ঠদেশে পরাইয়া, রাজসন্নিধানে প্রেরণ জন্য কন্যাটীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন, মেষপালক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বসন ভূষণের সহিত সেই গুলির অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বস্ত্রাঞ্চল নিবদ্ধ লিপিখণ্ডে আন্তিগোণিসের হস্তাক্ষরও তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিল। এই রূপ অভিজ্ঞানপরম্পরায় পর্দিতা যে লিয়ন্তিস নৃপতির তনয়া তদ্বিষয়ে আর কাহারও সংশয় রহিল না। সানুচর

আন্তিগোনিসের যে রূপে অপমৃত্যু ঘটে, মেষপালক সে কথাও ব্যক্ত করিল। পলিনার অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। অনুদ্দিষ্টা রাজতনয়ার পুনঃপ্রাপ্তিতে তাঁহার যে পরিমাণে হর্ষ হইয়াছিল, পতির নিধন সংবাদে সেই পরিমাণে বিষাদও জন্মিয়াছিল।

প্রনষ্ট আত্মজার পুনরুদ্ধারে, রাজা লিয়ন্তিস আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন, এবং কন্যা যে শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবন-সীমায় প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাকে বারংবার ক্রোড়ে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর আনন্দোচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ খর্ব্বীভূত হইলে, তিনি রাজ্ঞীর তাদৃশ শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ করিয়া নিতান্ত খিদ্যমান হইলেন, এবং পর্দিতার চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, হায় বৎসে! এখন যদি তোমার গর্ভধারিণী বাঁচিয়া থাকিত!

পলিনা বহুদিন পূর্ব্বেই পতিকে নিহত স্থির করিয়াছিলেন অতএব এক্ষণে নব-বৈধব্য-বেদনায় বিবশা হইলেন না। তিনি রাজ্ঞীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, এক্ষণে সেই রাজ্ঞীর তনয়াটীকে পাইয়া উপস্থিত আহ্লাদের আস্বাদগ্রাহিণী হইলেন; এবং রাজাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক সুনিপুণ ভাস্করের দ্বারা মহিষীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া আমার বাটীতে স্থাপন করিয়াছি। প্রতিমাখানি এমনি অবিকল হইয়াছে যে দেখিলে স্বয়ং মহিষী বলিয়া আপনারও ভ্রম জন্মিবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া অধীনীর আবাসে পদার্পণ করেন, ভাস্করের গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। রাজা প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পর্দিতাও স্বপ্রসূতির প্রতিকৃতি

দেখিতে উৎসুকা হইয়া পিতৃসমভিব্যাহারে পলিনার ভবনে গমন করিলেন।

সানুচর রাজার ও রাজতনয়ার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলিনা আপন ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি দেশাধিপতিকে সমুচিত সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া, সকলের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মানসে, প্রতিমূর্ত্তির আবরণ-পট উত্তোলন করিয়া দিলেন। প্রতিমা বাস্তবিকই রাজ্ঞী হারমিয়নীর অবিকল অনুরূপ ছিল। রাজা তদ্দৃষ্টে পত্নী-বিয়োগশোকে অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বাক্য-নিঃসারণে সমর্থ হইলেন না। পলিনা রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনার এই তূষ্ণীম্ভাব দর্শনে প্রীত হইলাম। আপনি শিল্পচাতুর্য্যদর্শনে বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ রহিয়াছেন। বলুন দেখি মূর্ত্তিটী কি ঠিক মহিষীর মত হয় নাই?

রাজা গলদশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন, হায়! বিবাহের পূর্ব্বে আমি যখন মহিষীর প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি, তখন তাঁহার চরণ-নিবেশভঙ্গী ঠিক এই রূপ মনোজ্ঞ ছিল। সে যাহা হউক, পলিনে, আমার মহিষীর ত এত অধিক বয়স হয় নাই, ভাস্কর তাঁহার লাবণ্যের কমনীয়তা রাখিতে পারে নাই, ললাটফলকে শারদ চন্দ্রার্দ্ধের সেই রুচির কান্তি বিভাসিত হইতেছে না।

পলিনা উত্তর করিলেন, মহারাজ ইহাতে শিল্পকারের নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য আরও প্রশংসনীয় হইয়াছে। রাজ্ঞী জীবিত থাকিলে এক্ষণে তাঁহার অবয়বে এই প্রকার গতযৌবনার ভাব লক্ষিত হইত। অনন্তর আবরণ-পটে হস্ত দিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে অনুমতি করুন প্রতিমাখানি আবৃত করি, নচেৎ

অধিকক্ষণ দেখিতে দেখিতে এই জড়মূর্ত্তিকে সজীব বলিয়া আপনার ভ্রান্তি জন্মিবে।

রাজা নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার স্থিরনয়নে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কেমিলোকে কহিলেন, দেখ দেখ কেমিলো, এই মূর্ত্তিকে বাস্তবিকই সজীব বলিয়া বোধ হয়। চক্ষে যেন নিমেষ পতন হইতেছে, না? পলিনা কহিলেন, মহারাজ! আমার অপরাধ লইবেন না, আমি পটক্ষেপণ করি, আপনি ক্রমে এরূপ উদ্ভ্রান্ত হইতেছেন যে কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই ইহাকে প্রকৃত সচেতন পদার্থ বলিয়া মনে করিবেন। রাজা সখেদ বচনে বলিলেন, পলিনে! যেন চিরদিনই এই পাষাণময়ী প্রতিমায় আমার জীবিতা মহিষীর ভ্রান্তি থাকে। তোমরা ইহাকে অচেতন পদার্থ বলিতেছ বল, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে ইহার নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চার রহিয়াছে। নিশ্বাস বায়ু খুদিতে পারে ভাস্কর এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র কোথায় পাইল? তোমরা কেহ আমাকে উপহাস করিও না, আমি একবার এই প্রতিমার মুখ-চুম্বন করিব। পলিনা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, মহারাজ করেন কি, ক্ষান্ত হউন, প্রতিমূর্ত্তির মুখে যে রং দেওয়া হইয়াছে, এখনও তাহা ভাল করিয়া শুকায় নাই, আপনার ওষ্ঠে কাঁচা রঙ্গের দাগ লাগিবে। যাহা হউক, আপনাকে আর অধিক ক্ষণ দেখিতে দেওয়া ভাল হইতেছে না, আমি ঢাকিয়া দিই। রাজা বলিলেন না, না, এখনও আমার নয়ন অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে; এই মূর্ত্তিকে সচেতন বলিয়া যেন চির দিনই আমার ভ্রম থাকে।

পর্দ্দিতা, ভূপাতিত জানু হইয়া ভক্তি-রসার্দ্র-চিত্তে সেই অপ্রতিম প্রতিমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে-

ছিলেন। পলিনা পটনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে তিনিও নিবারণ করিয়া পিতৃ বাক্যের সপক্ষতা করিলেন, এবং কহিলেন, আমারও যেন চির দিন এই মূর্ত্তিকে সজীব বলিয়া ভ্রম থাকে।

অনন্তর পলিনা নৃপতিকে নিবেদন করিলেন, রাজন্! আপনি যদি হর্ষোন্মত্ততা খর্ব্ব করিয়া চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইতে পারি। আমি এই প্রতিমূর্ত্তিকে অধিষ্ঠান-মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ করাইয়া আপনার কর গ্রহণ করাইতে পারি। কুহক-বলে এই কাণ্ড করাইব এরূপ মনে করিবেন না। কুহকিনী-দিগের সহিত সংস্রব রাখি আমি তেমন নারী নহি।

রাজা বলিলেন তুমি এই অচেতন প্রতিকৃতিকে সচেতন করিয়া যে কোন কার্য্য করাইবে আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না। তুমি যদি ইহাকে গতিশক্তি দিতে পার, বাক্‌শক্তি দিয়া কথা কহাইতে পার না কি?

অনন্তর পলিনা পূর্ব্বকৃত আয়োজন অনুসারে বাদকদিগকে বাদ্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। মৃদু গম্ভীর সেই বাদ্য-ধ্বনিতে যেন মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যার মহামন্ত্র উচ্চারিত হইল। প্রতিমা মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া রাজার হস্ত ধারণ করিল এবং সত্য সত্যই নরকণ্ঠ-নির্গত স্বরে বাক্য উচ্চারণ করিয়া নরপতিকে অভিবাদন করিল। পলিনা এই সময়ে বিস্ময়বিমূঢ়া পর্দিতাকে নিকটে আনয়ন করিলে, সেই প্রতিমূর্ত্তি স্নেহভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিল এবং হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াতে জগদীশ্বরের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

প্রতিমূর্ত্তি যে এইরূপ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয়

ছিল না, কেননা উহা বাস্তবিক শিল্পিরচিত পাষাণময়ী নহে। রাজ্ঞী হারমিয়নী স্বয়ং জীবিত শরীরে মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন।

রাজা লিয়ন্তিস পুত্রশোকে মূর্চ্ছিতা হারমিয়নীকে বিচারগৃহ হইতে অন্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলে, পলিনা তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া যান এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু কি জানি যদি পুনরায় রাজার অমূলক ঈর্ষ্যা প্রবল হয়, এবং তিনি ক্রোধ বশতঃ মহিষীর প্রাণদণ্ড করেন, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত মিথ্যা করিয়া, তাঁহার প্রাণাত্যয়ের সংবাদ রটনা করিয়া দেন। অনন্তর রাজার চিত্তবিকার দূর হইলে, হারমিয়নী প্রিয়পুত্রের নিধনে এবং নবপ্রসূতা কন্যার অকারণ নির্ব্বাসনে, নির্ব্বেদ বশতঃ আর রাজান্তঃপুরে গেহিনী রূপে বিরাজ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, সংগোপনে পলিনার ভবনে কাল হরণ করিতেছিলেন। এক্ষণে কন্যার পুনঃপ্রাপ্তি সংবাদে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

মহিষীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং নির্ব্বাসিতা তনয়াকে লাভ করিয়া, রাজা লিয়ন্তিস আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রজারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নানাবিধ উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাজা ও রাণী সহর্ষচিত্তে সেই সমস্ত উৎসবে উৎসাহ প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ মেষপালক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া অসহায়া পর্দিতার প্রাণরক্ষা ও প্রতিপালন করিয়াছিল, এজন্য রাজা ও রাজ্ঞী কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। ফ্লোরিজেলও, রাজপুত্র হইয়া, মেষপালককন্যা-

রূপিণী দরিদ্রা পর্দিতার প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়াতে, তাঁহাদের অল্প কৃতজ্ঞতার ভাজন হন নাই।

পর্দিতা ও ফ্লোরিজেলের পরিণয় উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কেমিলো যে সিসিলি রাজ্যে পুনরাগমন করিতে উৎসুক ছিলেন, বোহিমিয়ারাজ পলিক্সিনিস্ তাহা জানিতেন। অতএব কেমিলোর সহিত পুত্রের পলায়ন সংবাদ পাইয়া, সিসিলি রাজ্যে তাঁহার সন্ধান পাইবেন নিশ্চয় মনে করিয়া, পলিক্সিনিস্ তথায় আগমন করেন। রাজা লিয়ন্তিস ও রাজ্ঞী হারমিয়নী বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনিও উপস্থিত ঘটনায় হর্ষিত হইয়া লিয়ন্তিসের পূর্ব্বকৃত আততায়িতা মার্জ্জনা করিয়া প্রীতিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পর্দিতা এখন আর দুঃসাহসিকা বলিয়া প্রতীয়মানা হন নাই। বোহিমিয়াধিপতি সেই প্রিয়বন্ধুতনয়া সিসিলি-রাজ-পুত্রীকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই, এবং পুত্র অনুরূপ পাত্রীতেই অনুরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব অবাধ্যতা বিস্মৃত হইয়া, শুভবিবাহের উৎসবে আনন্দপ্রবাহে ভাসমান হইলেন।

রাজ্ঞী হারমিয়নী, নিভৃতবাসসহচরী হিতৈষিণী পলিনাকে একাকিনী বৈধব্য দশায় কাল হরণ করিতে দিলেন না। তিনি কেমিলোর সহিত তাঁহার পুনরুদ্বাহ সম্পন্ন করাইলেন। এবং স্বীয় নিরুপম গুণপরম্পরায় সিসিলিবাসী তাবৎ লোকের প্রশংসা লাভ করিয়া, পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রোমিও-জুলিয়েত্।

ভেরোনা নগরে কেপুলেত ও মন্তেগ নামে দুই সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর বাস ছিল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বহুদিন হইতে বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে সেই বৈরভাব প্রবল, হইয়া উভয় গোষ্ঠীর দূর জ্ঞাতি এবং অনুচর ভৃত্য বর্গের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। এমন কি, উভয় গোষ্ঠীর ভৃত্যেরা, দৈবাৎ রাজপথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, বাতাসে ফাঁদ পাতিয়া কলহ আরম্ভ করিত; এবং সময়ে সময়ে এতদূর বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিত যে রক্ত পাত না হইলে ক্ষান্ত হইত না। দুই গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা সর্ব্বদা এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভেরোনার রাজপথে বড়ই উপদ্রব ঘটিত। তথাকার রাজা সবিশেষ বিরক্ত হইয়া অবশেষে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে অতঃপর নগরের শান্তিভঙ্গ করিলে কলহকারীদিগকে সুকঠিন দণ্ড প্রদান করিবেন।

একদা রাত্রিকালে কেপুলেত গোষ্ঠীপতি স্বকীয় আবাসে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। মন্তেগ দলাক্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন, ভেরোনাবাসী যাবতীয় ভদ্র নরনারী ঐ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রোজালিন নাম্নী একটী যুবতীরও তথায় নিমন্ত্রণ

ছিল। মন্তেগ দলপতির একমাত্র পুত্র রোমিও এই রোজালিনের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু রোজালিন যৌবন-মদে গর্ব্বিতা হইয়া রোমিওকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতেন। রোমিও এজন্য নিরন্তর মনের অসুখে কাল হরণ করিয়া কিরূপে তরুণীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন কেবল সেই চেষ্টাই দেখিতেন। রোমিওর বন্ধু বেন্‌ভিলিও তাঁহাকে এই বামনয়নার আরাধনায় নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। বেন্‌ভিলিও, অন্য কোন যুবতীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বন্ধুর মন আকৃষ্ট করিবার মানসে, তাঁহাকে কহিলেন, দেখ রোমিও, অদ্য কেপুলেত ভবনে অনেক সুকুমারী কুমারীর সমাগম হইয়াছে, রোজালিনকেও তথায় বিরাজমান দেখিতে পাইবে। চল আমরা ছদ্মবেশে তথায় গমন করি, তুমি অন্যান্য সুন্দরীদিগের সহিত একত্রস্থিতা রোজালিনকে দেখিয়া সৌন্দর্য্যের তারতম্য বিচার করিতে পারিবে, এবং বুঝিবে যাহাকে রাজহংসী মনে করিয়াছ, সে বাস্তবিক রাজহংসী নহে, বায়সী। অন্যান্য রূপবতীদিগের তুলনায় রোজালিন যে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এ কথায় রোমিওর বিশ্বাস হয় নাই। তথাপি সেই তরুণীকে সেখানে দেখিতে পাইবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা অন্যান্য সমবয়স্কগণের সহিত মিলিত হইয়া নর্ত্তক সম্প্রদায়ের বেশ ধারণপূর্ব্বক কেপুলেত ভবনে উপস্থিত হইলেন।

কেপুলেত দলপতি সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং প্রবীণজনোচিত গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া প্রফুল্লভাবে কহিলেন, ওহে নবীন ছদ্মবেশিগণ, তোমরা নর্ত্তকের

সজ্জায় আগমন করিয়াছ, যে সুন্দরীর পদ পাদুকাকিণে ব্যথিত আছে, তিনিই তোমাদের সহিত নৃত্যে পরাঙ্মুখী হইবেন, দেখিব কোন্ মরালগমনা অক্লিষ্ট চরণে বিচরণ করিতেছেন। অনন্তর সহাস্য বদনে কহিলেন, আমিও এক সময়ে তোমাদের মত ছদ্মবেশে সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিয়া সুন্দরীদিগের কর্ণকুহরে কত রহস্য কথা কহিয়াছি।

নৃত্যকুশলা যুবতীগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। রোমিও এক-স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া লাস্যলীলা অবলোকন করিতে লাগি-লেন। নৃত্যপরায়ণা একটী যুবতীর রূপমাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিমোহিত হইল। তিনি আপন মনে অনতিপরিস্ফুটবচনে বলিতে লাগিলেন—দেখিতেছি এই সুন্দরী স্বকীয় অঙ্গপ্রভায় দীপশিখাকে উজ্জ্বলতা শিক্ষা দিতেছেন। কৃষ্ণবর্ণা কামিনীর কর্ণান্তলম্বিনী কনক-কর্ণিকা যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, তিমিরশ্যামা শর্ব্বরীতে সঞ্চরমাণা এই সুন্দরীও সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভাশালিনী প্রতীয়মানা হইতেছেন। ভূমণ্ডল-দুর্লভ এই রূপ-রাশি শোভার বিলাসক্ষেত্র, এ সৌন্দর্য্যসম্ভার এত মহার্হ যে নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী নহে। বায়সীমণ্ডলে তুষারধবলা কপোতিকার যেরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, তরুণী-সমাজে এই লাবণ্যময়ীরও সেই রূপ প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে।

রোমিও যৎকালে বিস্ময়োৎফুল্লমনে যুবতীর সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কেপুলেত দলপতির ভ্রাতু-ষ্পুত্র তাইবল্ত সেই দিকে আসিয়া স্বরপরিচয়ে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাইবল্তের স্বভাব অতিশয় উগ্র ও ক্রোধপ্রবণ ছিল। চিরবৈরী মন্তেগভনয় প্রচ্ছন্নবেশে এই উৎসব-

সময়ে তামাসা করিতে আসিয়াছে মনে করিয়া, সেই উদ্ধত যুবা তদ্দণ্ডেই রোমিওকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কেপুলেত তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, রোমিও কোন প্রকার অভদ্রতাচরণ করেন নাই, নগরবাসী সকলেই ইহাঁকে ধীরস্বভাব বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে; অতএব ক্ষান্ত হও, এখন এখানে ইহাঁর প্রতি বৈরিতা প্রকাশ করিলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবেন। তাইবল্‌ত, খুল্লতাতের অনুরোধে তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, থাক্‌, কালিই ইহার প্রতিশোধ লইব।

নৃত্য সমাপ্ত হইলে, রোমিও সুযোগ বুঝিয়া সেই যুবতীর সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ভদ্রতা সহকারে তাঁহার কর-গ্রহণপূর্ব্বক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোমিও-ও অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, অনন্যপূর্ব্বা কুমারীর স্বচ্ছ হৃদয়ে সেই তরুণের সৌষ্ঠবসম্পন্ন মুখশ্রী অনুপ্রবিষ্ট হইবার যোগ্যই ছিল। রোমিও অনুরাগাতিশয় সহকারে সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার চাটু বচনে সেই চটুলনয়নাও, প্রীতিরসে পরিপ্লুত হইয়া, মধুরাক্ষর বাক্যে পরিহাসচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা উভয়েই উভয়ের বচনবৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন এবং প্রথম আলাপেই পরস্পর অনুরাগী হইয়া কথোপকথন সময়ে অননুভূতপূর্ব্ব অভিনব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

তাঁহারা বড় অধিকক্ষণ আলাপ করিতে পান নাই। যুবতীর জননী শীঘ্রই কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যে পরিচারিকা ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে রোমিও জানিতে পারিলেন যিনি তাঁহাকে দুশ্ছেদ্য প্রণয়-শৃঙ্খলে বন্ধন

করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের চিরবৈরিতনয়া জুলিয়েত। তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হায়! আমার জীবন এখন অরাতির অনুকম্পাধীন হইল। জুলিয়েতও রোমিওকে চিনিতেন না, কৌশলে জিজ্ঞাসা করাতে যখন ধাত্রীমুখে তাঁহার পরিচয় পাইলেন, তখন বলিলেন,

যারে হেরে ঘৃণাভরে ফিরাব বদন,
না জানিয়ে তারি করে সঁপিনু জীবন!
ছি বলিয়ে ছাই হেন যারে দিব ফেলে,
সুগন্ধি চন্দন হয়ে উঠিল কপালে!

ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, জুলিয়েত, কি বলিতেছ? জুলিয়েত বলিলেন, আজি নাচিবার সময়ে এই শ্লোকটী শিখিয়া আসিয়াছি।

রাত্রি অধিক হওয়াতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব আবাসে গমনোন্মুখ হইলেন। রোমিওকেও অগত্যা চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু নবপ্রণয়িণী মনোহারিণী ভাবিনীর ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে তাঁহার পা উঠিল না। তিনি কৌশলক্রমে সঙ্গিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং কেপুলেতদিগের অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় একাকী অবস্থিত হইয়া হৃদয় মধ্যে মনোমোহিনীর মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে জুলিয়েত বাতায়নদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সেই দিকে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। উষাকালে নবোদিত ভানু যেরূপ লোক-লোচনের সুখহেতু হইয়া

থাকে, বাতায়নদ্বারে জুলিয়েতের উদয়ও সেইরূপ রোমিওর নয়নসুখদ হইয়াছিল। তৎকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিদখণ্ড গগনমণ্ডল আবিল করাতে, চন্দ্রকিরণ তাদৃশ উজ্জ্বল ছিল না, কিন্তু জুলিয়েতের সৌন্দর্য্য-পক্ষপাতী রোমিওর মনে ইহাই উদ্বুদ্ধ হইল যে নিশাকর মর্ত্ত্যলোক-বাসিনী এই রমণীর রমণীয় রূপমাধুরী দর্শনে হিংসায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। জুলিয়েতের অন্তঃকরণেও পূর্ব্ব-রাগের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি ভাবনাযুক্ত হইয়া পাণিতলে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। রোমিও তদ্দর্শনে তাঁহার দস্তানার সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আক্ষেপবচনে কহিলেন, হায়! বিধাতা আমাকে এই সুন্দরীর হস্তাবরণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই কেন? তাহা হইলে আমি অঙ্গুলিসন্নিবিষ্ট থাকিয়া ইহাঁর সুকোমল কপোলস্পর্শের অপ্রমেয় সুখলাভে অধিকারী হইতাম।

সেই নিশীথ সময়ে উদ্যানমধ্যে, জনমানবের সমাগম সন্দেহ না করিয়া, জুলিয়েত আপনা আপনি মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হায় কি দুরদৃষ্ট! রোমিও, রোমিও হইলেন কেন? মন্তেগ বংশে তাঁহার জন্ম হইল কেন? রোমিও প্রিয়তমাকে পীযূষবর্ষী স্বরে স্বকীয় নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলেন এবং তদীয় মনোগত কথা পরিস্ফুট রূপে অবগত হইবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া স্থিরভাবে রহিলেন। রোমিও যে সে স্থলে উপস্থিত আছেন, জুলিয়েত তাহা জানিতেন না। কিন্তু যেন সেই হৃদয়বল্লভের দেখা পাইয়াছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়তম রোমিও, তুমি

মন্তেগ নাম পরিত্যাগ কর, নামে কি আসে যায়? স্বভাবসুন্দর গোলাপফুলকে গোলাপ না বলিয়া অন্য নামে আখ্যাত করিলে তাহার সৌন্দর্য্যের ও সৌরভের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, তোমাকে মন্তেগ না বলিলেও তোমার নিরুপম গুণরাশির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না। তুমি মন্তেগ নাম পরিত্যাগ কর, মন্তেগ বংশে উৎপত্তি অস্বীকার কর, অথবা তুমি যদি তাহা না পার, আমাকে ভাল বাসিবে বল, আমিই পিতৃকুলের অনুরোধ পরিত্যাগ করি। দেখ রোমিও, নামটী তোমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নহে যে পরিত্যাগে ক্লেশ বোধ হইবে। যে বস্তু তোমার শরীরের অংশভূত নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিনা মূল্যে আমার এই সমস্ত শরীর তোমার সেবার্থে গ্রহণ কর। রোমিও কথা না কহিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, অব-সরোচিত উত্তর দিয়া বলিলেন, অয়ি মদিরাক্ষি! ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি তোমাকে গ্রহণ করিলাম।

উদ্যানমধ্যে সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চকিতা জুলিয়েত, কে যে অন্ধকারে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত কথা গুলি শুনিল প্রথমে জানিতে না পারাতে সন্ত্রস্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই স্বর-পরিচয়ে স্বীয় হৃদয়েশকে চিনিতে পারি-লেন। প্রণয়ের কি বিচিত্র মহিমা! জুলিয়েত প্রথম সাক্ষাৎ কালে রোমিওর মুখনির্গত গুটিকত কথা মাত্র শ্রবণ করিয়া-ছিলেন কিন্তু তাহাতেই সেই কণ্ঠস্বর তাঁহার চির পরিচিতের ন্যায় বোধ হইল। তিনি রোমিওকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করিয়া কহিলেন, রোমিও, তুমি এখানে কেন? আমাদের বাটীর লোকে দেখিতে পাইলে এখনই যে

তোমার প্রাণনাশ করিবে। রোমিও বলিলেন, অয়ি জুলিয়েত, বিপক্ষবর্গের শাণিত তরবার অপেক্ষা তোমার কুটিল কটাক্ষশর আমার পক্ষে অধিকতর সঙ্কটকর হইয়াছে। তুমি প্রসন্নভাবে দৃষ্টিপাত করিলে আমি তরবারের ভয় করিনা, তোমার প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া আমার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র, সেই বিড়ম্বিত জীবন যদি বিপক্ষ হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। জুলিয়েত বলিলেন, পাছে এখানে তোমাকে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে। রোমিও উত্তর করিলেন, ভীরু, সে আশঙ্কা দূর কর, আমার এই ছদ্ম বেশ, তাহাতে আবার রাত্রিকালীন শীত-নিবারক স্থূল বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত আছে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। তখন জুলিয়েত প্রিয়তমের বিপৎপাতের সম্ভাবনা না দেখিয়া আশ্বস্তা হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে পথ দেখাইয়া এই বাগানে লইয়া আসিল ? পাঁচিল ত সামান্য উচ্চ নহে, তুমি কেমন করিয়া আসিলে ? রোমিও বলিলেন, সুধাংশুমুখি ! স্বয়ং কন্দর্প আমাকে এই উদ্যানের পথ দেখাইয়া প্রাচীর অতিক্রম করাইয়া দিয়াছেন। এই প্রাচীরলঙ্ঘন ত সামান্য কথা, তুমি যদি অকূল জলধিপারে অবস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে তোমার মত রত্নের অন্বেষণ জন্য আমি সমুদ্র-পারেও যাইতাম।

অকপটভাবে হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আপন মনে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা রোমিওর শ্রুতিগোচর হইয়াছে স্মরণ হওয়াতে জুলিয়েত নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। উপায় থাকিলে তিনি সেই সমস্ত বাক্যের প্রত্যাহরণ করিতেন,

এবং নায়িকারা যেরূপ অন্তরে ভালবাসা থাকিলেও নায়কদিগকে প্রথমতঃ প্রশ্রয় না দিয়া মুখে বিরাগভাব দেখায়, অথবা নানাপ্রকার চাতুরী প্রকাশ করিয়া আপনাদের মহার্ঘত্ব বৃদ্ধি করে, উপায় থাকিলে তিনিও তরুণীদিগের সেই রীতির অনুবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু নিজের মুখে সমস্ত প্রকাশ করিয়া এখন আর গোপন করা সাজে না। সুতরাং কাপট্য পরিহার করিয়া সরল ভাবে বলিলেন, প্রিয়তম, তুমি অন্তরালে থাকিয়া আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছ, তোমাকে সাধিতে হইল না, কোন আয়াস পাইতে হইল না, অথচ আমি তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিলাম, এই জন্য অসার বলিয়া আমার নিন্দা করিও না। যে সকল কুমারী আপনাদিগকে লজ্জাশীলা দেখাইবার জন্য সহজে মনের কথা ফুটিয়া বলে না, আমাকে তাহাদিগের তুলনায় নির্লজ্জা মনে করিও না। সেরূপ অনেক ভাক্ত লজ্জাশীলার প্রণয় অপেক্ষা আমার প্রণয় অধিক দৃঢ় দেখিতে পাইবে।

রোমিও স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন যে তিনি পবিত্রভাবেই জুলিয়েতের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিয়া জীবনের চিরসহচরী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি আপন বাক্যের সত্যতা সমর্থন জন্য শপথ করিতে উদ্যত হইলে, জুলিয়েত তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, আজিকার রাত্রিতে আর অধিক বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই, এই পর্য্যন্তই ভাল। কিন্তু রোমিও তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিলেন, হৃদয়রঞ্জিকে! তুমি আমার হইলে, যাবৎ তোমার মুখ হইতে এই অঙ্গীকার বাক্য না শুনিতে পাইতেছি, তাবৎ আমার

অন্তঃকরণ সুস্থ হইতেছে না। জুলিয়েত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি ত স্বকর্ণে শুনিয়াছ আমি তোমার প্রার্থনার অপেক্ষা না রাখিয়া আগেই তোমাকে আমার এ জীবন যৌবন শরীর মন সমস্তই অর্পণ করিয়াছি। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমাতে আমার অনুরাগ যেমন সমুদ্র সমান গভীর, বদান্যতাও সেইরূপ অসীম।

প্রেমিক প্রেমিকা এইরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে জুলিয়েতের ধাত্রী শয়ন করিবার জন্য জুলিয়েতকে ডাকিতে লাগিল। জুলিয়েত রোমিওকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে ত্বরায় সেই গবাক্ষদ্বারে প্রত্যাগত হইলেন। তখন রোমিও পুনর্ব্বার স্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগের কথা প্রকাশ করিলে, জুলিয়েত বলিলেন আমাকে ভাল বাসিয়া বিবাহ করিতে যদি সত্য সত্যই তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তবে বল, আমি কালি প্রত্যূষে তোমার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিব। তুমি পুরোহিত স্থির করিয়া এবং স্থান ও সময় নিরূপণ করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইও; আমি যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করিয়া তোমার আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী দাসী হইব, এবং যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানে যাইব। গোপনে কিরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইবে তাঁহারা উভয়ে ইহার পরা-মর্শ স্থির করিতেছিলেন ইতি মধ্যে ধাত্রী আবার জুলিয়েতকে ডাকিতে লাগিল। জুলিয়েত এইরূপে অনেকবার আহূত হইয়া একবার শয়ন-কক্ষে একবার গবাক্ষে যাতায়াত করিয়াছিলেন। রোমিওকে বিদায় দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, রোমিও-ও সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের কথা আর ফুরায় না, কর্ণের আকাঙ্ক্ষা আর নিবৃত্ত

হয় না, কেননা স্তন্ত্রিগীতধ্বনি অপেক্ষা প্রণয়ীরা পরস্পরের মুখের কথা অধিকতর সুমিষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। অবশেষে, নিশাবসান সূচক শুকতারার উদয় দেখিয়া তাঁহাদিগকে অগত্যা বিদায় লইতে হইয়াছিল ।

বাটীতে যাইয়া শয়ন করিতে রোমিওর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জুলিয়েতের অকপট অনুরাগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনতিদূরবর্ত্তী এক মঠে প্রবেশ করিলেন। লরেন্স নামক এক তপস্বী ঐ মঠে বাস করিতেন। এই পুণ্যাত্মা লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রোগার্ত্ত ব্যক্তির রোগ যাতনা নিবারণ করিতে পারিবেন বলিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ভেষজের উপকরণ আহরণ করিবার জন্য তিনি ঐ দিবস নিশাশেষসময়ে করণ্ডক হস্তে লইয়া আশ্রম-বহির্ভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, পূর্ব্বগগনে ঊষার ধূসর আলোকরেখা দেখা দিয়াছে; সান্দ্র নৈশ তিমির ক্রমশঃ তরলিত হইয়া, অরুণের জ্যোতির্ম্ময় রথের পথ ছাড়িয়া, পলায়নে উদ্যত হইয়াছে; দিনমণি শীঘ্রই উদিত হইয়া ধরণীর নীহারাশ্রু মুছাইয়া দিবেন; আমাকে কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কটুগন্ধি লতায় ও সুগন্ধি পুষ্পে এই করণ্ডক পূর্ণ করিতে হইবে। অহো! কি আশ্চর্য্য! মাতা বসুমতী পদার্থসকলের যেমন জনয়ত্রী, তেমনই সংহারকর্ত্রী। অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলতা, এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া, এই পৃথিবীর রসে পরিপুষ্ট হইয়া, এই পৃথিবীতেই লীন হইতেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব কি গূঢ়! কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে হয়। আমার চারিদিকে এই

যে তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ইহারা যে কত গুণ ধরে কে বলিতে পারে? জননী ধরিত্রী এমন কোন অপকৃষ্ট পদার্থ প্রসব করেন না, যাহা কোন না কোন প্রকারে তাঁহার উপকারে না আসে। প্রয়োগভেদেই পদার্থ সকলের গুণবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়; ভাল, মন্দ হয়, মন্দও ভাল হয়। এই যে ক্ষুদ্র পুষ্পটী প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, আঘ্রাণ করিলে ইহা নাসিকার তৃপ্তিকর হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যে কালকূট নিহিত আছে, গলাধঃকরণ করিলে সদ্যই চৈতন্যের সহিত প্রাণ হরণ করিয়া লইবে, আবার রোগবিশেষে ইহার রস মাত্রাবিভাগে প্রদত্ত হইলে অমৃত তুল্য গুণশালী হইবে। মানুষও এইরূপ পরস্পরবিরোধী গুণাক্রান্ত। মানুষের মন উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টউভয়বিধ গুণের সমষ্টীভূত, তাহাতে কল্যাণদায়িনী করুণা ও সংহার-কারিণী জিঘাংসা উভয়ই বিদ্যমান আছে, উহাদের যথাযথ প্রয়োগই হিতকর।

পদার্থ-সমূহের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞ লরেন্স মনে মনে এইরূপ কহিতেছিলেন, এমন সময়ে রোমিও তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রোমিওর আকার-প্রকার দেখিয়া তপস্বী অনুমান করিয়াছিলেন যে এই যুবক, যুবজনস্পৃহনীয় প্রমদাসহবাস-সুখে প্রমত্ত থাকিয়া, জাগরণে রজনী যাপন করিয়া আসিয়াছেন। রোমিও যে রোজালিনের উপর অনুরাগী আছেন তপস্বী তাহাই জানিতেন, অতএব তিনি মনে করিয়াছিলেন যে রোজালিনের আবাসেই তাঁহার রাত্রি যাপন হইয়াছিল। কিন্তু রোমিও যখন জুলিয়েতের সহিত তাঁহার নূতন প্রণয়বন্ধনের কথা ব্যক্ত করিলেন, এবং কাল-

ব্যাজ না করিয়া তাঁহাদের বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলেন, তখন লরেন্স, অকস্মাৎ প্রণয় পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে আবিষ্ট হইলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, অহো! বুঝিলাম, যুবকদিগের প্রণয় হৃদয়ের অনুরাগ নহে, নয়নের অভিলাষ মাত্র। রোমিও তপস্বীকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! রোজালিন আমাতে অনুরক্ত নহে, অথচ আমি তাহার প্রণয় লাভে বৃথা প্রয়াস পাই দেখিয়া আপনিই কতবার আমাকে অনুযোগ করিয়াছেন। জুলিয়েত আমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় গুণে আমার অন্তঃকরণে প্রগাঢ় প্রণয় উৎপাদন করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন আমার নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

তপস্বী লরেন্স, প্রিয়দর্শন রোমিওকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, জুলিয়েতকে বিবাহ করিতে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, তিনি পৌরোহিত্যকার্য্যসম্পাদনে সম্মত হইলেন। তপস্বী যে কেবল রোমিওর অনুরোধেই এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার অন্য অভিসন্ধিও ছিল। তিনি মন্তেগ ও কেপুলেত উভয় গোষ্ঠীরই মঙ্গল কামনা করিতেন। অতএব ঐ দুই সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ ঘটাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অসুখ জন্মিত। তিনি অনেকবার তপস্যাভঙ্গ স্বীকার করিয়াও উভয় দলে সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রোমিও ও জুলিয়েতের পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন যে কেপুলেত-কুমারীর সহিত

মন্তেগ-তনয়ের পরিণয় সম্পন্ন হইলে কালক্রমে উভয় গোষ্ঠীর চিরপ্রদীপ্ত বৈরানল নির্বাপিত হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যে শুভ সম্প্রীতি বদ্ধমূল হইবে।

রোমিওর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। জুলিয়েত স্বপ্রেরিত ধাত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া নিরূপিত সময়ে তপোধন লরেন্সের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া রোমিওকে পাণিদান করিলেন। তপস্বী বিবাহান্তে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভক্তিসমন্বিতচিত্তে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যেন এই শুভবিবাহ পরিণামে উভয় বংশের সৌহৃদ্যস্থাপক হয়।

জুলিয়েত রোমিওর নিকট অধিক ক্ষণ থাকিতে পারেন নাই. তাঁহাকে সত্বর বাটী আসিতে হইয়াছিল। তখন দিনমণি মধ্যগগনস্পর্শী হন নাই। কিন্তু কত ক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, কত ক্ষণে রোমিও সেই উদ্যানে সঙ্কেতস্থানে উপনীত হইবেন. তিনি ইহাই ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বাহে পরিধান করিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্বদিবসে আনীত নূতন পরিচ্ছদ পাইলে, বালকেরা যেমন কতক্ষণে সে দিনের অবসান হইবে এই ভাবিয়া অধীর হয়, জুলিয়েতেরও ঠিক সেইরূপ অধীরতা ঘটিয়াছিল।

ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে রোমিওর প্রিয়বন্ধুদ্বয় বেন্‌ভিলিও ও মার্কুসিও ভেরোনা নগরের রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাইবল্‌ত দলবলের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। কেপুলেত-ভবনে ছদ্মবেশে গমন করাতে, রোমিও ও তৎসঙ্গিগণের উপর তাইবল্‌তের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মিয়া-

ছিল। তাইবল্‌ত সেই আক্রোশে বিবাদ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াই বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। রোমিওর বন্ধুদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাদিগের উপর দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মার্কুসিওর প্রকৃতি কোপপ্রবণ ছিল, তিনি তাইবল্‌তের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধীর-স্বভাব বেন্‌ভিলিও উভয়কেই শান্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, এমন সময়ে রোমিও সেই স্থানে আসাতে তাইবল্‌তের সম্মুখীন হইলেন। তাইবল্‌ত মার্কুসিওকে ছাড়িয়া রোমিওকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। রোমিওর বিবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, বিশেষতঃ যে তাইবল্‌ত জুলিয়েতের পিতৃব্যপুত্র, তাঁহার গাত্রে হস্ত উত্তোলন করিতে রোমিওর প্রবৃত্তিই হইল না। তিনি শান্তভাবে বলিলেন, ভদ্র কেপুলেত, আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, তুমি মিছামিছি গালি দিতেছ কেন? আমার ইচ্ছা হয় এখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শিষ্টাচারসঙ্গত মিষ্টালাপ করি। কেপুলেতগোষ্ঠী যে আর এখন রোমিওর বিদ্বেষভাজন ছিল না, কেপুলেত নাম উচ্চারণে যে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে প্রীতিধারা উচ্ছলিত হইত, মার্কুসিও তাহা জানিতেন না। তিনি রোমিওর তাদৃশ মৃদুভাব কাপুরুষতা-সম্ভূত ভাবিয়া তাইবল্‌তের সহিত আপনি অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। রোমিও ও বেন্‌ভিলিও কিছুতেই তাঁহা-দিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মার্কুসিও সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। আপনার সম্মুখে প্রিয়বন্ধুকে নিহত দেখিয়া ও তদীয় অন্তিম সময়ের উচ্চারিত প্রতিশোধের অনুরোধ-বাক্য শুনিয়া, রোমিও আর

কোপ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাইবল্‌তের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসি প্রহারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণবধ করিলেন।

বেলা দুই প্রহরের সময় রাজপথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নগর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেপুলেত ও মন্তেগ এই দুই দলে আবার ঘোর দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া, শান্তিস্থাপনার্থ রাজা স্বয়ং বহির্গত হইলেন এবং প্রহরিবর্গ সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাইবল্‌ত ও রোমিওর পরস্পর অসিযুদ্ধবার্ত্তা শুনিয়া বৃদ্ধ কেপুলেত ও মন্তেগও ব্যস্তসমস্ত হইয়া সস্ত্রীক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেন্‌ভিলিওর সম্মুখে সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়াছিল, অতএব রাজা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। সত্যের অপহ্নব না করিয়া, রোমিওর অনুকূলে যতদূর বলা যাইতে পারে, বেন্‌ভিলিও সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। কেপুলেতগেহিনী তাইবল্‌তের রুধিরাক্ত দেহ দর্শনে প্রদীপ্তবৈরনির্যাতনপ্রবৃত্তি হইয়া বলিলেন, মহারাজ! বেন্‌ভিলিও রোমিওর বন্ধু, ইহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। আপনি যথার্থ বিচার করিয়া, যে রোমিও নিরপরাধে আমার তাইবল্‌তের প্রাণসংহার করিয়াছে, তাহার প্রাণবধের আদেশ দিয়া রাজধর্ম্ম পালন করুন। কেপুলেত-গেহিনী জানিতেন না যে রোমিও তাঁহার জামাতা, জীবনাধিক জুলিয়েতের জীবনসর্ব্বস্ব; অতএব তিনি যত পারিলেন রোমিওর বিরুদ্ধে বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে, মন্তেগ-গেহিনী স্বপুত্রের অব্যাহতি লাভ জন্য বলিলেন, মার্কুসিওকে হত্যা করাতে তাই-

বল্ত ত বধদণ্ডার্হ হইয়াই ছিল, বিশেষতঃ সে আগে রোমিওকে আক্রমণ করে, অতএব আততায়ীর প্রাণসংহার করিয়া রোমিও কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই। মহারাজ! ন্যায়সঙ্গত বিচার করিলে আমার পুত্র কোন দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে। রাজা কোন পক্ষের কথা শুনিলেন না, তাইবল্তের প্রাণ হনন অপরাধ হেতু রোমিওর প্রতি ভেরোনা হইতে নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করিলেন।

জুলিয়েত যখন ধাত্রীর মুখে এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন, তখন প্রথমতঃ ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া প্রভূত অশ্রুবারি বিমোচন করিলেন, এবং রোমিওকে দেববেশী দানব, মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র, কুসুমস্তবকাচ্ছন্ন কালসর্প, পয়োমুখ বিষকুম্ভ, ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে প্রণয়ের নিকট ভ্রাতৃস্নেহ পরাভব প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, হায়! আমি কি নির্বোধ! আমি কি তাইবল্তের শোকে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম? দুই জনের অসিযুদ্ধে এক জনের মৃত্যু অবধারিতই ছিল। তাইবল্ত যদি রোমিওর তরবারে দ্বিখণ্ডিত না হইতেন, আমার রোমিও সেই দুর্ব্বৃত্ত তাইবল্তের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন। প্রাণেশ্বর রোমিও অক্ষতদেহে প্রাণে বাঁচিয়াছেন ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর কি শুভ সংবাদ হইতে পারে? অনন্তর, রোমিওর নির্ব্বাসনদণ্ড স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার বিষাদে ব্যাকুলা হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাইবল্তের মৃত্যুতেই যদি আজিকার দুর্ঘটনার পর্য্যবসান হইত, তাহা হইলেই ত শোকের পর্য্যাপ্ত কারণ থাকিত। অথবা, বিপদ্ যদি এতই সঙ্গিপ্রিয়, তবে সঙ্গে করিয়া অন্ত

কোন রূপ দুর্ঘটনা আনিল না কেন? ধাত্রী যদি একথা বলিত যে তাইবল্‌তের মৃত্যু হইয়াছে আর আমি মাতৃহীন কি পিতৃহীন হইয়াছি, তাহা হইলে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়া সে শোকানল নির্ব্বাণ করিতে পারিতাম। কিন্তু রোমিও নির্ব্বাসিত!!—এই একটী বাক্যে আমার বক্ষে বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি, আমার সমস্ত শরীরে শত শত বিছার জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে।

তাইবল্‌তকে অস্ত্রাঘাতে ভূমিশায়ী করিয়াই, রোমিও তপস্বী লরেন্সের আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজা নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়াছেন শুনিয়া রোমিওর দুঃখের ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহার বিবেচনায় নির্ব্বাসন অপেক্ষা প্রাণদণ্ডের আদেশ ভাল ছিল। কেননা তাহা হইলে তাঁহাকে জীবিত থাকিয়া জুলি-য়েতের বিরহ সহ্য করিতে হইত না। তিনি তপস্বীকে বলিলেন, তাত! পৃথিবীর যে স্থান জুলিয়েতের অধিষ্ঠিত, সেই স্থানই স্বর্গ, যে স্থানে জুলিয়েত নাই, সেই স্থান জীর্ণারণ্য। ভেরোনা নগরের সীমা বহির্ভাগে বাস আর পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রেতলোকে অবস্থান দুই-ই সমান। হায়! আমি আর কি সুখে দেহ ধারণ করিব? অতি সামান্য মক্ষিকা হইতেও আমি হেয় ও অপকৃষ্ট জীব হইলাম। মক্ষিকা স্বচ্ছন্দে ভেরোনা নগরে থাকিয়া, জুলিয়েতের অঙ্গস্পর্শ করিবে, বা সুধার আধার অধরবিম্বে উড়িয়া বসিবে, আর আমি কি না তাঁহাকে চোখেও দেখিতে পাইব না! লরেন্স রোমিওকে কত প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোনও কথাই শুনিলেন না। বলিলেন, মহাভাগ! আপনার তত্ত্বজ্ঞান তুলিয়া রাখুন। উহা কি জুলিয়েতকে সৃষ্টি

করিতে পারে, না নগরকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে, না রাজদণ্ডকে খণ্ডন করিতে পারে ? ও সকল বৃথা কথা শুনিয়া আমার ফল কি ? আপনি কি আমার দুঃখ অনুভব করিতে পারেন ? যদি আমার মত তরুণবয়স্ক হইতেন, জুলিয়েতসদৃশী প্রণয়িনী লাভ করিতেন, প্রাণ ভরিয়া প্রণয়িনীকে ভাল বাসিতেন, আর সদ্যঃ বিবাহান্তে নির্ব্বাসনদণ্ডের অধীন থাকিতেন, তাহা হইলে আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। আমি কিছুতেই এ প্রাণ রাখিব না। এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায়, কখন ললাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখন মস্তকের কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলেন, কখন বা মরণান্তে তাঁহার মৃতদেহ প্রোথিত হইবার জন্য পৃথিবীর কতটুকু স্থান অধিকার করিবে, তাহার পরিমাণ করিতে লাগিলেন।

নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া রোমিও এক্ষণে কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত জুলিয়েত সন্ধ্যা কালে ধাত্রীকে তপস্বীর আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রিয়তমার পরিচারিকা আসিয়াছে শুনিয়া, রোমিও ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং তাহাকে নিকটে ডাকিয়া প্রেয়সীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রোমিওকে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তপস্বী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস রোমিও, তাইবল্ত যেন নিয়তিবশে তোমার হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাই বলিয়া তুমি কি এক্ষণে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, আর সেই সঙ্গে তোমার জীবন মরণের সঙ্গিনী জুলিয়েতকেও বধ করিবে ? দেখ, ধৈর্য্যগুণ না থাকিলে মনুষ্যদেহ অন্তঃসারশূন্য মধূখের ন্যায় অল্পতাপেই দ্রব হইয়া যায়। স্থির-

চিত্তে বিবেচনা করিলে, তুমি তোমার উপর মঙ্গলময় ঈশ্বরের অনুগ্রহই দেখিতে পাইবে। তাইবল্‌তের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুমি অক্ষত দেহে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছ, আর বধদণ্ডার্হ হইলেও রাজা তোমার প্রাণদণ্ডবিধান করেন নাই। জুলিয়েত তোমাকে ভ্রাতৃহন্তা জানিয়াও তোমার প্রতি সমান অনুরাগিণী আছেন। এ সমস্ত তোমার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। এই প্রকার প্রবোধবচনে রোমিওর মন শান্ত করিয়া, অবশেষে তপস্বী তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে তুমি অদ্য নিশা সময়ে জুলি-য়েতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর। আমি মান্তুয়া নগরে তোমার অবস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, নিশা শেষ হইলেই সেই নগরাভিমুখে প্রস্থান করিও। সুযোগ উপস্থিত হইলেই আমি তোমাদের গুপ্ত পরিণয়ের কথা ব্যক্ত করিব, এবং তাহা হইলে উভয় গোষ্ঠী, পরস্পরের চিরসঞ্জাত বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া, নরপতিকে তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ড ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিবেন। রাজা যে সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তোমাকে অধিক দিন মান্তুয়া নগরে থাকিতে হইবে না। যে কয়দিন থাকিবে, আমি সর্ব্বদাই পত্রের দ্বারা সমস্ত সংবাদ পাঠাইব এবং তোমাদিগের পতিপত্নীর পরস্পর লিপিপ্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিব। তুমি এখন যে পরিমাণ দুঃখসহকারে ভেরোনা পরিত্যাগ করিবে, প্রত্যাগমন সময়ে তাহার বিংশতি গুণ হর্ষ অনুভব করিবে।

তপস্বীর আশ্বাস বচনে রোমিও আশ্বস্ত হইলেন, এবং সায়ং-কাল উত্তীর্ণ হইলে, কেপুলেত-ভবনসংলগ্ন সেই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জুলিয়েতের শয়ন গৃহে, সংগোপনে প্রবেশ

করিবার জন্য, ধাত্রী রজ্জুনির্ম্মিত সোপান আনিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সেই রজ্জুময়ী অধিরোহিণী আরোহণ করিয়া প্রিয়তমার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না, সুখের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, বর্ত্তমান হর্ষোন্মত্ততায় তাঁহারা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ তাদৃশ নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগের অধিকারী হইতে পারে? বিভাবরী যেন তাঁহাদের উপর বাদ সাধিয়াই শীঘ্র অবসান প্রাপ্ত হইল। দিবাগমসূচক ভারদ্বাজ পক্ষীর রব শুনিয়া প্রথমে জুলিয়েত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে নিশীথ-বিহারী বুল্‌বুল্ পক্ষীর কণ্ঠ হইতে সেই ধ্বনি নির্গত হইতেছে; কিন্তু অচিরেই তাঁহার সেই ভ্রম দূর হইল। চারিদিক্ হইতে নানাজাতীয় পক্ষীর কলরব তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। ঐ বিহঙ্গমগণের কূজন যে এত কর্কশ জুলিয়েত তাহা পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই। অবশেষে পূর্ব্বদিকের আকাশে আলোক-রেখার সঞ্চার দেখিয়া রোমিওকে অগত্যা বিষাদপরিপূরিত অন্তঃকরণে বিদায় লইতে হইল। বিদায়গ্রহণকালে তিনি জুলিয়েতকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, জীবিতেশ্বরি! তুমি নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, মান্তুয়া নগরে পঁহুছিলে তোমাকে পত্র লেখাই আমার একমাত্র কার্য্য হইবে।

পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে যখন তাইবল্‌তের মৃত্যুর এবং রোমিওর নির্ব্বাসনের সংবাদ জুলিয়েতের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি সেই সময় হইতেই শোকে আকুলিত হইয়া, আপনার গৃহমধ্যে নিরুদ্ধ থাকিয়া, কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার জননী, তাইবল্‌তের মৃত্যুই এই বিষাদের কারণ স্থির করিয়া, রাত্রি

প্রভাত হইলে কন্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। জুলিয়েত অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই হৃদয়েশ্বর রোমিওকে বিদায় দিয়া, করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্টা ছিলেন, তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দু অনর্গল নিপতিত হইতেছিল। জুলিয়েতের জননী কন্যার সেই পরিম্লান মুখচ্ছবি ও দরবিগলিত অশ্রুধারা অবলোকন করিয়া স্নেহার্দ্র-চিত্তে কহিলেন, বাছা! অমন করিয়া কাঁদিলে কি তাইবল্ত ফিরিয়া আসিবে? তুমি শোকে আকুল হইও না। জুলিয়েত জননীকে অভিবাদন পুরঃসর উত্তর করিলেন, মা! তাইবল্ত মৃত্যুকালে আমার হৃদয়ে শেল নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জননী বলিলেন, তা বাছা, অত করিয়া কাঁদিও না। তাইবল্তের প্রাণহন্তা রোমিওর যে প্রাণদণ্ড হইল না ইহাতে বোধ হয় তোমার আরও দুঃখ হইয়াছে। জুলিয়েত কহিলেন, মা! রাজা যখন রোমিওর নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করিলেন, তখন সেই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ড করিলেন না কেন, তাহা হইলে এ জ্বালা আর সহ্য করিতে হইত না। কেপুলেতগেহিনী কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, সত্যইত, রোমিওর যে উচিত শাস্তি হইল না, একি সামান্য দুঃখ? জুলিয়েত উত্তর করিলেন, আমি অবলা, আমার দ্বারা রোমিওর কোন অনিষ্ট আচরণ সম্ভবে না, কিন্তু আমার যদি সাধ্য থাকিত, আমি বাহুপাশে দৃঢ় রূপে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া, দেখিতাম কেমন করিয়া সে আমারে ঠেলিয়া স্বচ্ছন্দে ভেরোনা নগর হইতে প্রস্থান করিত। এই দ্ব্যর্থ বাক্যের যথার্থ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, জুলিয়েতের জননী বলিলেন, তুমি

ভাবিওনা, আমি গুপ্তচর নিয়োগ করিব, রোমিও যেখানে থাকুক না কেন, তাহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দিবার জন্য সেই চরের হাত দিয়া বিষ পাঠাইয়া দিব। জুলিয়েত বলিলেন, মা! আমাকে না দেখাইয়া সেই বিষ পাঠাইবে না বল, আমার কাছে তোমাকে এই সত্য করিতেই হইবে। আমি সেই বিষে আরও কিছু মিশাইয়া দিব, রোমিও তাহাতে অমৃতের আস্বাদ পাইবে। কেপুলেত-গেহিনী বলিলেন, তা বাছা! আমি সত্য করিলাম; তুমি কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর-পাত করিও না। স্ত্রীলোকের পতিই সর্ব্বস্ব, তুমি শীঘ্রই সুপাত্রে সমর্পিত হইবে। পতির ভালবাসা পাইলে তোমার শোকতাপ সমস্ত দূর হইবে। বিবাহের কথা শুনিয়া জুলিয়েত বলিলেন, মা! এই পৃথিবীতে যত দিন রোমিওর নাম থাকিবে, তত দিন তোমরা আমার বিবাহের উদ্যোগ করিও না।

জুলিয়েত বাক্ কৌশলে মাতাকে ভুলাইলেন বটে, কিন্তু বড় অধিক দিন তাঁহার এ কৌশল খাটিল না। তাঁহার পিতা সত্য সত্যই তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কাউন্ট পারিস নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক জুলিয়েতের বিবাহার্থী হইয়াছিলেন। জুলিয়েত যদি রোমিওকে নয়ন-গোচর না করিতেন তাহা হইলে এই যুবককে আপনার অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিতেন না। বৃদ্ধ কেপুলেত বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, জুলিয়েত বলিলেন, পতির গৃহে গৃহিণী হই এখনও আমার তত বয়স হয় নাই; বিশেষতঃ এই সে দিন তাইবল্‌তের মৃত্যুতে কেপুলেতগোষ্ঠী শোকে আকুল হইয়াছেন, ইহার মধ্যেই আমাদিগকে বিবাহের উৎসবে মত্ত দেখিলে লোকে বলিবে কি?

জুলিয়েত ইত্যাকার নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা বারংবার অস্বীকারবাক্যে বিরক্ত হইয়া শেষে কহিলেন, আগামী পরশ্ব আমি পারিসকে কন্যা সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছি। এই ভেরোনা নগরে এমন কুমারী কেহই নাই যিনি পারিসকে পতিত্বে বরণ করিতে পাইলে আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান না করেন। আমি কুলে শীলে, রূপে গুণে, ধনে মানে, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র মনোনীত করিয়াছি, তুমি বালিকাবুদ্ধিবশতঃ আপনার মঙ্গল ঘট আপনার পায়ে ঠেলিতে চাও। যাও, আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না।

পিতার এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া জুলিয়েত বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নিজের বুদ্ধিতে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, ধাত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবিলেন, ধাত্রীর বয়স হইয়াছে, বিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, অন্তঃকরণে পাপপুণ্যের ভয় প্রবেশ করিয়াছে, অতএব যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে, বৃদ্ধা সেই রূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবে। ধাত্রী সমস্ত শুনিয়া সেই অপরিপক্কমতি বালিকাকে উপদেশ দিল, বাছা! বলিতে কি, চিরনির্ব্বাসিত রোমিও আর কখন দেশে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে স্ত্রী বলিয়া দাওয়া করিবেন না, আর তপস্বী লরেন্সও কিছু এমন প্রকৃতির লোক নন যে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে লোকসমাজে নিন্দনীয়া করিবেন; তুমি পিতা মাতার মন রাখিয়া স্বচ্ছন্দে কাউন্ট পারিসের প্রেয়সী ভার্য্যা হও। জুলিয়েত শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, সে কি! আমি যে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া,

শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র পড়িয়া, রোমিওকে পতিত্বে গ্রহণ করিয়াছি! তুমি কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে পুরুষান্তর ভজনা করিতে বল? ধাত্রী বলিল, বাছা! লুকাইয়া কে কি না করে? সংসারধর্ম্ম করিতে হইলে অত পাপপুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিতে নাই। জুলিয়েত আর কথা কহিলেন না, মনে মনে কহিলেন, নারকি! মহাপাতকি! তোমার জিব খসিয়া পড়ুক্। কোনও উপায় না থাকে, বিষ ত আছে।

জুলিয়েত তখন তপস্বী লরেন্সের শরণ লইলেন। তপস্বী তখনও তাঁহাদের বিবাহের বিষয় প্রকাশ করিবার সুসময় হয় নাই বিবেচনা করিয়া, জুলিয়েতকে বলিলেন, বৎসে, পারিসের সহিত তোমার পরিণয়সংঘটন নিবারণের একটী মাত্র উপায় দেখিতে পাই, কিন্তু উপায়টী অবলম্বন করিতে তোমার সাহস হইবে কি না তাহাই ভাবিতেছি। জুলিয়েত উত্তর করিলেন, তাত! পাতিব্রত্য রক্ষা করিতে যদি আমাকে জীবন্ত শরীরে পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। তপস্বী বলিলেন, বাস্তবিকই তোমাকে সে জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি তোমাকে এক ঔষধ দিতেছি, ঐ ঔষধ সেবন করিলে তুমি বিয়াল্লিস ঘণ্টাকাল মৃতবৎ অচেতন থাকিবে, এমন কি, মৃত্যুর সমুদায় লক্ষণই তোমার শরীরে প্রকাশ পাইবে। তোমাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া পরিজনেরা সমাধি মধ্যে প্রোথিত করিয়া আসিবে। আমি ইতিমধ্যে রোমিওকে সংবাদ পাঠাইয়া দিব। তিনি তোমার চৈতন্যের পুনঃ সঞ্চার সময়ে নিশাযোগে সমাধিস্থলে আসিয়া, খনিত্র সহযোগে তোমাকে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিবেন, এবং

মান্তুয়া নগরে লইয়া যাইবেন। তুমি যদি এই উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর, তবে আপাততঃ কাউন্ট পারিসকে বিবাহ করিতে সম্মত হও, পরে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া ঔষধ পান করিও। উপায়ান্তর না দেখিয়া জুলিয়েত অগত্যা সেই ঔষধ গ্রহণ করিলেন।

জুলিয়েত তপস্বীর আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কাউন্ট পারিস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পাণিদান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। জুলিয়েত অন্য-দিনের ন্যায় সে দিন বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। পারিস, জুলিয়েতের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া, হৃষ্টচিত্তে কেপুলেত-দম্পতীকে তাঁহাদের কন্যার আর কোন আপত্তি নাই এই কথা জানাইলেন। তাঁহারা সেই কথা শুনিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, তৎপরদিনই বিবাহের দিন স্থির করিলেন, এবং একমাত্র পুত্রীর পরিণয়কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন করিবার মানসে ভূরি আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর নিশাকালে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জুলিয়েত সেই সংজ্ঞা-বিঘাতক ভেষজ সেবন করিলেন। সেবন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে কতই ভাবনার উদয় হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে তপস্বী হয়ত রোমিওর সহিত সংগোপনে আমার পরিণয় সম্পাদনের অপযশঃ হইতে আপনাকে নির্মুক্ত রাখিবার মানসে, আমার প্রাণসংহারক এই ঔষধ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই লরেন্সের বিশুদ্ধ-স্বভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা মনে হওয়াতে তিনি সে সন্দেহ দূর করিলেন। পরে তাঁহার ভাবনা হইল যে, যদি সংজ্ঞা লাভের পূর্ব্বে

রোমিও আসিয়া না পঁহুছিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কি দশা হইবে? চৈতন্যলাভ হইলে, মৃত্তিকা মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া, শ্বাসনিরোধ নিবন্ধন আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না ত? অথবা যদিই কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে ঘোর নিশীথ সময়ে একাকিনী শত শত মৃত দেহের অস্থিকঙ্কালপূর্ণ শ্মশানে—যেখানে অদ্যাপি তাইবল্‌তের রুধিরাক্ত দেহ পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে, সেই ভয়ঙ্কর স্থানে—এক মূহূর্ত্তও অবস্থান করা আমার সাধ্য হইবে না। শুনিয়াছি শ্মশান-ভূমি ভূত-পিশাচের লীলাস্থলী; পিশাচগণের বিকট আকার, অট্টহাস্য, বীভৎস তাণ্ডব এবং ঘোর কোলাহল, নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে, আমি চিরদিনের মত পাগল হইয়া যাইব। পাগল হইয়া, হয়ত পূর্ব্বপুরুষগণের করোটী লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিব, এবং খেলা করিতে করিতে আপনিই কর্পরাঘাতে আপনার মাথা ফাটাইয়া মরিয়া থাকিব। অন্তঃকরণে এইরূপ নানা চিন্তা উদিত হওয়াতে জুলিয়েত কিয়ৎকাল কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে রোমিওর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও পারিসের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূর করিল। তিনি সেই ঔষধ সেবন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পারিস, বরের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, জুলিয়েতের সদনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অচিরেই ভগ্নমনোরথ হইয়া বিলাপ করিতে হইল। জুলিয়েত কোথায় সুষুপ্তিসম্ভোগ করিয়া প্রভাত-বিকশিত নব-কমলিনীর ন্যায় স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া গাত্রোত্থান করিবেন, না পর্য্যুষিত

পুষ্প সদৃশ তাঁহার মৃতদেহ শয্যার উপরে পতিত রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। তখন সেই উৎসবময় ভবনে তুমুল শোকের ধ্বনি উত্থিত হইল। একমাত্র অপত্য বিয়োগে শোকাতুর হইয়া জুলিয়েতের জনক জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার শিরে করাঘাত করিয়া আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শুভ বিবাহের জন্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছিল, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে তৎসমুদায়ের ব্যবহার হইল। নিমন্ত্রিতগণ মনের উল্লাসে যে উপাদেয় খাদ্য পানীয় উপযোগ করিতেন, ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার ভোজে তৎসমস্ত বিনিযোজিত হইল। বাদ্যকরেরা বিবাহের মঙ্গল বাদ্য বাজাইতে আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বাদ্যযন্ত্রে শোক-সূচক তানে করুণ রসের আলাপ করিতে করিতে শববাহক-দিগের অনুগমন করিল। বিবাহান্তে উপাসনামন্দির হইতে প্রত্যাগমন সময়ে বরকন্যার গাত্রে নিক্ষেপ করিবার জন্য যে কুসুম রাশি সংগৃহীত হইয়াছিল, এখন লোকে অঞ্জলি পূরিয়া সেই কুসুমপুঞ্জ জুলিয়েতের মৃতদেহের উপরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইল।

সুসংবাদ অপেক্ষা দুঃসংবাদ আগে রটে। তপস্বী লরেন্স জুলিয়েতের কল্পিত-মৃত্যু-সংবাদ লিখিয়া তাঁহাকে সমাধি-স্থল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রোমিওকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বে, রোমিও ভেরোনা নগর হইতে সমাগত অন্য কোন লোকের মুখে জুলিয়েতের

মৃত্যু সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; জুলিয়েত আসিয়া, তাঁহাকে মৃতপতিত দেখিয়া, অধরদেশে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, সেই চুম্বন অমৃত-রস সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিল, এবং তিনি পুনর্ব্বার প্রাণলাভ করিয়া যেন চক্রবর্ত্তী সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভেরোনা নগর হইতে সেই ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তাহার মুখে অবশ্যই স্বপ্নসূচিত কোন শুভসংবাদ শুনিতে পাইবেন। কিন্তু যখন প্রত্যাশিত সুসংবাদের পরিবর্ত্তে প্রিয়তমা জুলিয়েতের প্রাণবিয়োগবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যার পর নাই বিষাদের ও নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইল। তিনি স্থির করিলেন, জুলিয়েত যখন গতাসু হইয়াছেন, তখন আমারও জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে ; এখন আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু মরিবার আগে ভেরোনা নগরে যাইয়া, সমাধি-কুক্ষিগত সেই মৃগাক্ষীরে একবার দর্শন করিয়া, আমি নয়নের ক্ষোভ নিবারণ করিব।

লোকে যখন নৈরাশ্যে বা ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া, আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হয়, তখন তাহাদের স্বকীয় দুরভিসন্ধি সাধনের উপায় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হয় না, উহা সহজেই মনোমধ্যে উদিত হয়। রোমিও একদা মান্তুয়া নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক ঔষধবিক্রেতার বিপণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দোকানে কিছুই ছিল না, কেবল কতকগুলি শূন্য শিশি সাজান ছিল। ঔষধবিক্রেতার জীর্ণ বসন ও শীর্ণ কলেবর দেখিয়া তৎকালে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল যে,

এই নগরে বিষবিক্রয়ের কঠিন প্রতিষেধ থাকিলেও, যদি কাহারও বিষের প্রয়োজন হয়, প্রচুর অর্থ প্রদান করিলে এই ব্যক্তি অনায়াসে ঔষধের ব্যপদেশে তাহা বিক্রয় করিতে পারে। এক্ষণে রোমিওর হঠাৎ সেই কথা মনে পড়িল। তিনি ভৃত্যকে দ্রুতধাবনক্ষম তুরঙ্গম প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিয়া, সেই ঔষধবিক্রেতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্থ-প্রদানে বশীভূত করিয়া আপনার অভিলষিত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। বিক্রয় করিবার সময়ে সেই ব্যক্তি বিষের তীব্রতা প্রখ্যাপন করিয়া বলিয়াছিল, যদি কাহারও দেহে বিংশতি মনুষ্যের বল থাকে, তথাপি এই গরল পানমাত্র তাহাকে সদ্যঃ শমনভবনে গমন করিতে হইবে।

এইরূপে রোমিও আত্ম-জীবন বিসর্জ্জনের উপায় সংগ্রহ করিয়া, সত্বর ভেরোনা নগরে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন উক্ত নগরে পঁহুছিলেন তখন রাত্রি দুই প্রহর। অন্য কোথায় না যাইয়া তিনি একেবারে কেপুলেতদিগের নির্দ্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আলোক ও খনিত্র ছিল, তিনি তৎসাহায্যে জুলিয়েতের সমাধি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে জুলিয়েতের পাণিগ্রহণে হতাশচিত্ত পারিস, প্রবল অনুরাগ বশতঃ, সেই প্রমদার সমাধির উপরে পুষ্প প্রক্ষেপণ মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। পারিস রোমিওকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন এই বিপক্ষ মন্তেগ নিশ্চয়ই কোন অসৎ অভিসন্ধিতে এস্থানে আগমন করিয়াছে। অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, রে দুরাত্মন্ মন্তেগ! গর্হিত অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর্, তুই কি

সাহসে ভেরোনা নগরে প্রবেশ করিয়াছিস ? জানিস্ না এখানে তোকে দেখিতে পাইলে রাজপুরুষেরা তোর প্রাণদণ্ড করিবে ? তুই যখন আমার হাতে পড়িয়াছিস্, তখন আর তোর নিস্তার নাই। পারিস এই বলিয়া রোমিওকে ধরিতে উদ্যত হইলে, রোমিও তাহাকে বলিলেন, দেখ তুমি আমাকে বিরক্ত করিও না, চলিয়া যাও, তাইবল্ত আমার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া এই স্থানে শয়ন করিয়াছে, তাহার দশা স্মরণ করিয়া তুমি সাবধান হও, আমাকে আর নরহত্যা পাপে লিপ্ত করিও না। কিন্তু পারিস নিবৃত্ত হইলেন না, বলপূর্ব্বক রোমিওকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন রোমিও তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া পারিসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর রোমিও মৃত্তিকা খনন করিয়া শবাধারনিহিত জুলিয়েতকে দেখিতে পাইলেন। জুলিয়েতের শরীর অবিকৃত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন সর্ব্ব-সংহারক কৃতান্ত বুঝি বিলাস-বাসনার পরতন্ত্র হইয়া এই সুন্দরীকে আপনার নর্ম্ম-সহচরী করিবার মানসে ইহার রূপরাশির অপচয় করে নাই। কোন্ কাপুরুষ পতিব্রতা পত্নীকে পরের ভোগ্যা হইতে দেয় ? আমি প্রিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া দুর্বৃত্ত কৃতান্তের এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিব। অনন্তর, তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে সেই অপ্রতিম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, প্রণয়ের আবেশ বশতঃ অচেতনা বনিতার বদনে বারংবার চুম্বন করিলেন, এবং জন্মের মত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তৎপার্শ্বে

শয়ন করিয়া, মান্তুয়া নগর হইতে সমাহৃত বিষ পান করিলেন। হলাহল গলাধঃকৃত হইবামাত্র তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

জুলিয়েত যে ভেষজ সেবন করিয়াছিলেন, তাহা রোমিও কর্ত্তৃক পীত গরল-রসের ন্যায় প্রাণনাশক ছিল না, কিছু কালের নিমিত্ত চৈতন্যহারক মাত্র ছিল। তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারের উপক্রমও হইয়া আসিতেছিল। রোমিও আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন ভাবিয়া তপস্বী লরেন্স নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সেই নিশীথ সময়ে প্রত্যাগত পত্রবাহক প্রমুখাৎ যখন তিনি অবগত হইলেন যে দৈবদুর্বিপাক বশতঃ সে ব্যক্তি মান্তুয়া নগরে পঁহুছিতে পারে নাই, তখন জুলিয়েতের মোহবিগমের আর বিলম্ব নাই জানিয়া, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, আলোক ও খনিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। নিকটে পঁহুছিয়া, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তথায় যে সমস্ত অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

এদিকে জুলিয়েতও সেই সময়ে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তপস্বীকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া পূর্ব্ব কথা সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অতএব শ্মশানে সমাধি মধ্যে অবস্থান-জন্য ভয়ে বা বিস্ময়ে বিহ্বল না হইয়া, তিনি তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! রোমিও আসিয়াছেন কি? কিন্তু এই সময়ে অদূরে মনুষ্য কোলাহল শুনিতে পাইয়া তপস্বী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, বৎসে, ত্বরায় এই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও; আমরা সামান্য মানব, অভিপ্রেত সাধনে সহস্র যত্ন করিলেও, যে শক্তি

অতিক্রম করিতে আমাদের সাধ্য নাই, তৎপ্রভাবে হতাশ ও ভ্রষ্টমনোরথ হই। এই সময়ে কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, তপস্বী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, জুলিয়েতকে অনুসরণের আদেশ দিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। জুলিয়েত ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র, পার্শ্বে পতিত প্রিয়তমের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; পরে সবিশেষ পরীক্ষা করিতে গিয়া, রোমিওর হস্তসংলগ্ন শিশি দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, প্রিয়তম এই অভাগিনীর অনুসন্ধানে আসিয়া, আমি সত্য সত্যই মরিয়াছি মনে করিয়া, বিষপানে গতাসু হইয়াছেন। তখন আর শ্মশান ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইল না; প্রাণেশ্বর যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথে প্রয়াণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি বিষপাত্র উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু রোমিও সমস্তই পান করিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার অধরপুট যদি কালকূটরসে আর্দ্র থাকে তবে তল্লেহনমানসে ঘন ঘন চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে, কোলাহলের শব্দে, বিস্তর লোক শ্মশান-ভূমির নিতান্ত সন্নিহিত হইয়াছে বুঝিয়া, আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না; রোমিওর কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার-তরবার-গ্রহণপূর্ব্বক সবেগে বক্ষে আঘাত করিলেন, এবং পতি-পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

রোমিও ও পারিস যৎকালে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে পারিসের ভৃত্য ভয়-বিহ্বল হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে নগর মধ্যে গমন করিয়াছিল। সে চীৎকার শব্দে নগরবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া,

সকল কথা স্পষ্ট বলিতে না পারিয়া, কেবল অসম্বদ্ধভাবে, পারিস, রোমিও, জুলিয়েত, বারংবার এই নাম গুলি উচ্চারণ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ ও প্রহরীরা তাহার ভয়জড়িত অসম্বদ্ধ ভাষা শুনিয়া, শ্মশানভূমিতে তুমুল কাণ্ড ঘটিয়াছে মনে করিয়া, পারিস পারিস, রোমিও রোমিও, জুলিয়েত জুলিয়েত, এই শব্দ করিতে করিতে রাজপথে ধাবমান হইল। ক্রমে ভেরোনা নগরের চতুর্দ্দিকে এই কোলাহল উত্থিত হওয়াতে, মন্তেগ ও কেপুলেত গোষ্ঠী-পতিরা এবং স্বয়ং নরপতিও বিনিদ্র হইয়া অনুচরগণ সমেত শ্মশানাভিমুখে দ্রুত পদে আগমন করিলেন। তপস্বী লরেন্স এই কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিয়াই পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রহরীরা তাঁহাকে সাশ্রুনয়নে কম্পান্বিত কলেবরে পলায়মান দেখিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত আটক করিল, এবং শ্মশানে সমাগত জনতা-পরিবৃত নৃপতির সমক্ষে উপস্থিত করিয়াদিল।

রাজা তপস্বীকে সমস্ত ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ সাধুব্রত ব্যক্তি রোমিও ও জুলিয়েতের প্রণয় সঞ্চার, সঙ্গোপনে বিবাহ, পরে পারিসের সহিত পুনঃপরিণয় নিবারণমানসে জুলিয়েতের ঔষধ সেবনে কল্পিত মৃত্যু, এবং তাঁহাকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে নিজের শ্মশানক্ষেত্রে আগমনবৃত্তান্ত সর্ব্বসমক্ষে আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিলেন। কেবল অজ্ঞাত থাকায় মধ্যের বিবরণ বলিতে পারিলেন না। কিন্তু পারিস ও রোমিওর ভৃত্যদ্বয়ের মুখে তদ্বিবরণ প্রকাশ পাইল। পারিস যে নিমিত্ত জুলিয়েতের সমাধিস্থানে আগমন করেন এবং তথায় রোমিওকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যে রূপে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার

ভৃত্য স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করাতে যথাযথ ব্যক্ত করিল। রোমিও পিতাকে দিবার নিমিত্ত ভৃত্যহস্তে যে লিপি প্রদান করেন, সেই ভৃত্য তাহা উপস্থিত করিয়া দিলে, তল্লিখিত বাক্য-গুলির সহিত তপস্বীর কথার সামঞ্জস্য হইল। রোমিও সেই পত্রে পিতার নিকটে জুলিয়েতের সহিত আপনার বিবাহ বৃত্তান্ত ও প্রণয়িনীর মৃত্যুতে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তপস্বী যদিও এই সমস্ত ঘটনায় লিপ্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহার নিরপরাধতা বিষয়ে সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। রাজা তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া কেপুলেত ও মন্তেগ-দলপতিদ্বয়কে বলিলেন, তোমাদের অকারণ বৈরের এই ফল ফলিল। বিধাতা তোমাদের চৈতন্যোৎপাদনের জন্যই তোমাদিগের পুত্রকন্যাকে পরস্পর প্রেমানুরাগী করিয়া অব-শেষে এই রূপে প্রাণত্যাগ করাইলেন।

প্রাণাধিক পুত্রকন্যার এইরূপ শোচনীয় অকালমৃত্যুতে চির-শত্রু মন্তেগ ও কেপুলেতের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা উভয়েই চিরন্তন বৈরভাব দূর করিয়া পরস্পরের বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের অশ্রুজলে পরস্পর অভিষিক্ত হইলেন। কেপুলেতপতি বলিলেন, ভ্রাতঃ মন্তেগ, আমার তনয়ার যৌতুকের নিমিত্ত কেবল আপ-নার সম্প্রীতির প্রার্থী হইলাম। মন্তেগ-পতি উত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ! সম্প্রীতি ব্যতীত আরও কিছু যৌতুকের সামগ্রী প্রদান করিব, আমি জুলিয়েতের সমাধির উপরে তাঁহার কাঞ্চন-ময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিব। কি গঠন সৌন্দর্য্যে, কি অলঙ্কার-

প্রাচুর্য্যে, সর্ব্বাংশে ঐ প্রতিমা ভেরোনা নগরে অনুপমা হইয়া থাকিবে। কেপুলেতদলপতি ব্যয়-শীলতা বিষয়ে ন্যূন বলিয়া গণ্য হইতে চাহিলেন না, তিনিও রোমিওর হিরণ্ময় অবয়ব নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ কন্যার সমাধিপার্শ্বে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই রূপে যে চির-বিপক্ষগণ, স্ব স্ব পুত্র কন্যা জীবিত থাকিতে, ঘোরতর বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, নিয়ত পরস্পরের অনিষ্ট কামনা করিতেন, এক্ষণে পুত্রকন্যার অকালমৃত্যুতে চিরাগত শত্রুতা দূর করিয়া আত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলেন।

ব্যাপ্টিকার বশীকরণ।

পাডুয়া নগরে বাপ্‌তিস্তা নামে এক ধনশালী ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম কেথারিণ, কনিষ্ঠার নাম বায়েন্‌কা। কেথারিণ নিতান্ত উগ্র-প্রকৃতি, কলহকুশলা এবং পরুষভাষিণী ছিলেন। তাঁহার স্বভাব দোষে পাডুয়া নগরের সকল লোকে তাঁহাকে কুঁছুলে কেত্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। কেথারিন্‌ যৌবনবতী ও বিবাহের যোগ্যবয়স্কা হইলে, কোন ব্যক্তিই তাঁহার পাণি-গ্রহণার্থী হইল না, কিন্তু অনেকেই তাঁহার চারুশীলা অনুজাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাপ্‌তিস্তা জ্যেষ্ঠ কন্যাকে অনূঢ়া রাখিয়া কনিষ্ঠার উদ্বাহ সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, অতএব তিনি স্পষ্ট ব্যক্ত করিলেন, যাবৎ আমার জ্যেষ্ঠকন্যা পাত্রসাৎ না হইতেছে, তাবৎ কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিনা। বাপ্‌-তিস্তার এই কথায় লোকে দোষারোপ করিয়াছিল, কেননা কোনও বিশিষ্ট সন্তান যে কেথারিণের মত কর্কশস্বভাবা কন্যাকে গৃহলক্ষ্মী করিতে সম্মত হইবে ইহা তাহারা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে পেত্রুসিও নামক এক ভদ্র-বংশীয় যুবক পাদুয়া নগরে আগমন করিয়াছিলেন। পেত্রুসিও, যে পরিচিত বন্ধুর আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, ভাই, যদিও আমার পৈতৃক সম্পত্তি সামান্য নহে, তথাপি আমি কেবল সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কোন রমণীকে বিবাহ করিতে চাহি না, যাঁহার বিবাহের যৌতুকে আমার ধন-বৃদ্ধি হইবে, তিনিই আমার মনোনীতা বনিতা হইবেন। তাঁহার বন্ধু তখন পরিহাসচ্ছলে কেথারিণকে বিবাহ করিতে বলিলেন। পেত্রুসিও এই পরিহাসবিজল্পিত বাক্য যথার্থতঃ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হানি কি, তোমার কথা অনুসারে বুঝিলাম কেথারিণ কুরূপা নন, ধনশালী ব্যক্তির কন্যা, পৈতৃকসম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারিণী; দোষের মধ্যে কিঞ্চিৎ কলহপ্রিয়া। আমিত ও দোষ লক্ষ্যই করি না। তুমি আমাকে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া চল। আমি সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসি। পেত্রুসিওকে সত্য সত্যই কেথারিণের পাণি-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সেই স্থলে সমুপস্থিত অন্য একটী যুবক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, বলিলেন যাহার স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী, এ সংসারে তাহার কিছুতেই সুখ নাই। তুমি কদাচ কলহ-কুশলা কেথারিণকে বিবাহ করিও না। পেত্রুসিও হাসিয়া বলিলেন, বালকেরাই জুজুর ভয় পায়, আমাকে সে ভয় দেখাইও না। আমি ক্রুদ্ধ কেশরীর হুঙ্কার শুনিয়াছি, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরের কল্লোল-কোলাহল শুনিয়াছি, রণক্ষেত্রে ধূমোদ্গারী শতশত কামানের ঘন ঘন নিনাদ শুনিয়াছি, মেঘ-গণের পরস্পর সংঘর্ষণে বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার

হৃদয়ে কিছুমাত্র ত্রাস জন্মে নাই। অবলার মৃদুকণ্ঠ এত কি কঠোর ধ্বনি নিঃসারণ করিবে, যে আমি ভয় পাইব? আমি যদি পুরুষ হই, তবে দেখিবে এই রমণীই আমার হাতে পড়িয়া শান্তপ্রকৃতি হইবে।

বাস্তবিক এই অসাধ্য সাধনে কেবল পেত্রুসিওরই ক্ষমতা ছিল। তেজস্বিতায় তিনি কেথারিণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার এই এক চমৎকার গুণ ছিল যে অন্তঃকরণ ক্রোধ-বিচলিত না হইলেও আকারবিক্রিয়ায় ও স্বর-পারুষ্যে যেন কতই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিতে পারিতেন। হৃদয় সম্পূর্ণ প্রশান্ত, কিন্তু আরোপিত ক্রোধে আরক্ত নয়ন হইয়া তিনি যখন ভ্রুকুটিবিস্তারপূর্ব্বক কোপান্ধতা প্রদর্শন করিতেন তখন তাঁহার আপনা আপনিই হাসি পাইত।

ভদ্রবংশে জন্মিয়া, ভদ্রসমাজে থাকিয়া, ভদ্রলোকের কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কেথারিণ এত কি দুর্দ্দান্ত হইতে পারে যে তাহাকে বশে আনিতে পারিবেন না, মনের মধ্যে এই তর্ক করিয়া, পেত্রুসিও, কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাপ্‌তিস্তার বাটীতে গমন করিলেন।

পেত্রুসিওর আগমনের কিছু পূর্ব্বে, আমাকে কেহই বিবাহ করিতে চায় না, বায়েন্‌কার প্রণয় লাভজন্য সকলেরই আগ্রহ দেখিতে পাই, এই রূপ ভাবিয়া, কেথারিণ ক্ষুণ্ণমনে কনিষ্ঠা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি! সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার বিবাহার্থীদিগের মধ্যে তুমি কাহাকে ভাল বাস? বায়েন্‌কা বলিলেন, দিদি! আমি এ পর্য্যন্ত এমন কোন সুন্দর

মুখ দেখি নাই, যে একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। তখন কেথারিণ, বায়েন্‌কার বিবাহার্থীদিগের মধ্যে কোন এক রূপবান ব্যক্তির নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই তোমার অনুরাগের পাত্র, না? বায়েন্‌কা বলিলেন, দিদি! যাহার নাম করিলে, তুমি যদি তাহাকে পছন্দ করিয়া থাক, বল, যাহাতে তাহার সহিত তোমার বিবাহ ঘটে, আমি সাধ্যমত তাহার চেষ্টা পাই। অনন্তর কেথারিণ এক ধনশালী যুবকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তবে বুঝি ইনিই তোমার প্রণয়ের পাত্র? বায়েন্‌কা বলিলেন, যদি এই ব্যক্তির জন্য আমার উপর তোমার হিংসা জন্মিয়া থাকে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাহাকে বিবাহ করিব না।

ওজস্বিনী কেথারিণ কোন প্রকার প্রতারণা সহিতে পারিতেন না। বায়েন্‌কাকে বারংবার কথার ছলনা করিতে দেখিয়া ও শেষে ঈর্ষ্যার আরোপ করিতে শুনিয়া তাঁহার রাগ হইল। তিনি রুমাল দিয়া কনিষ্ঠার দুই হাত বাঁধিয়া বলিলেন, পোড়াকপালি! আমার সঙ্গে চাতুরি! যতক্ষণ না ঠিক কথা বলিবি, ততক্ষণ তোকে বাঁধিয়া রাখিব। বায়েন্‌কা তৎকালে সেই দিকে পিতাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলেন, দিদি! গুরুজনের প্রতি কিরূপে সম্মান দেখাইতে হয়, গুরুজনের আদেশ কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা আমি জানি, তুমি আমার হাত খুলিয়া দাও; ছি আমাকে দাসীর মত অপমানিত করিও না, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। কেথারিণের ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি হইল, তিনি বায়েন্‌কার গাল টিপিয়া ধরিলেন। বায়েন্‌কা, পিতা শুনিতে পান, এমন

করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বাপ্তিস্তা তখন রোরুদ্যমানা কনিষ্ঠা কন্যার নিকটে আসিয়া বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, এবং কেথারিণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দুর্বৃত্তে! যে কখন রূঢ় কথা বলিতে জানেনা, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? পিতা কনিষ্ঠা কন্যাকেই অধিক ভাল বাসেন, কেথারিণের মনে এই সংস্কার ছিল; অতএব তাঁহাকে বায়েন্‌কার পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া তিনি অধিকতর কুপিতা হইলেন। পিতাকে বলিলেন, এমন একচোখো বাপ ত দেখি নাই, একজনকে মাথায় তুলিবেন আর একজনকে পা দিয়া দলিবেন! থাকো,—তোমার আদরের পুতলকে ইহার শোধ দিবই দিব। বাপ্তিস্তা বলিলেন, কি বিপদ্! এমন জ্বালায় ত কেহ কখন পড়ে নাই।

কেথারিণের এই দুর্বিনয়ে বিরক্তচিত্ত হইয়া, বাপ্তিস্তা বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, সবন্ধু পেত্রুসিও তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া সোৎপ্রাস বচনে কহিলেন, মহাশয়, আমি আপনার সুশীলা জ্যেষ্ঠা কন্যার সুখ্যাতি শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি। অনুমতি প্রদান করিলে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, ও তাঁহার বিনয়নম্র বচন-মাধুরী শ্রবণ করিয়া, সুখী হই।

বাপ্তিস্তা যদিও জ্যেষ্ঠতনয়াকে পাত্রসাৎ করিতে উৎসুক ছিলেন, তথাপি সত্যের অপহ্নব না করিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন, ভদ্র! তুমি আমার কন্যার সুশীলতাগুণের যেরূপ সুখ্যাতি করিলে, বাস্তবিক সে তত সুখ্যাতির যোগ্য নহে।

বাপ্তিস্তা সত্য কথা কহিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কেননা, সেই দণ্ডেই, কেথারিণ যে কীদৃশ প্রচণ্ডস্বভাবা পেক্রসিও তাহার পরিচয় পাইলেন। কেথারিণের সঙ্গীতাচার্য্য শোণিতাক্ত কলেবরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাপ্তিস্তাকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়, আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার বীণাবাদনে দোষ ধরিয়াছিলাম বলিয়া, তিনি হস্তস্থিত বীণাযন্ত্র প্রহারে আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। পেক্রসিও শুনিয়া বলিলেন, বাহবা! রমণীর এরূপ তেজস্বিতা বিশেষ প্রশংসার বিষয়: এই যুবতীর সহিত প্রণয়-বন্ধন করিতে আমার আরও ঔৎসুক্য জন্মিল। অনন্তর বাপ্তিস্তাকে বলিলেন, মহাশয়, আমি আপনার নিকট অজ্ঞাতকুলশীল নহি, আমার পিতার সহিত আপনার আলাপ ছিল। তিনি আমাকে তাঁহার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রাখিয়া, সম্প্রতি লোকান্তর গমন করিয়াছেন। প্রতি দিন বিবাহের প্রার্থনায় আসা আমার ঘটিয়া উঠিবে না। কার্য্যানুরোধে আমাকে আজিই পাদুয়া নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার কন্যার অভিমতি লাভ করিতে পারি, বিবাহে কি যৌতুক দিবেন?

পেক্রসিওর নিজের মুখে যৌতুকের কথা উত্থাপন করা প্রণয়িজনবিসদৃশ আচরণ হইলেও, বাপ্তিস্তা, দুর্মুখা কন্যার বিবাহদায় হইতে মুক্ত হইবেন এই আহ্লাদে উহা লক্ষ্য করিলেন না, সরলভাবে উত্তর করিলেন, ভদ্র! বিবাহ সময়ে আমি বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুক প্রদান করিব, আর আমি অবর্ত্তমানে কেথারিণ আমার যাবতীয় সম্পত্তির

অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী হইবে। এইরূপে যৌতুকাদি নির্দ্ধার্য্য হইলে, বাপ্তিস্তা কন্যার নিকটে গমন করিলেন, এবং তাহাকে তদীয় পরিণয়ার্থী যুবকের সহিত প্রণয়ালাপ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

বাপ্তিস্তা অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলে পেত্রুসিও কি প্রণালীতে দুর্বিনীতা কেথারিণের সহিত আলাপ করিবেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, নিতান্ত ঋজুপ্রকৃতির মত এই উগ্রচণ্ডার সহিত আলাপ করিলে চলিবে না। সে যদি রোষপরুষস্বরে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, কলকণ্ঠি! বসন্ত-কোকিলার কুহুধ্বনির ন্যায় তোমার কথা গুলি অতি মিষ্ট! যদি অন্তঃকোপভরে আরক্তগণ্ড হয়, বলিব, সুমুখি! শিশির-সিক্ত নব প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় তোমার কপোল-দেশ বড়ই মনোহর! যদি ভাল করিয়া কথা না কয়, তাহা হইলে বলিব, মঞ্জুভাষিণি! তোমার মিত মধুর বাক্যে আমি বিমোহিত হইলাম। আর যদি আমাকে তাড়াইয়া দিতে চায়, যেন সারাদিন কাছে থাকিতে বলিল এরূপ চরিতার্থতা প্রকাশ করিব।

পেত্রুসিও এইরূপে প্রণয়ালাপের প্রণালী স্থির করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে কেথারিণ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পেত্রুসিও বলিলেন, কেমন কেত্! কুশল ত? এক অপরিচিত ব্যক্তি নামের অপভ্রংশ করিয়া সামান্যভাবে অভ্যর্থনা করিল শুনিয়া, কেথারিণ রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, মহাশয়! যাহারা আমার সহিত আলাপ করিয়া থাকে, তাহারা

আমাকে কেথারিণ বলে। পেত্রুসিও বলিলেন, কেত্! এ তোমার মিথ্যা কথা! তোমাকে সকলেই সামান্যতঃ কেত্ বলে; কেহ বা আমুদে কেত্ বলে, কেহ কেহ বা কুঁদুলে কেত্ বলে; যাহা হউক, কেত্! সত্য বলিতেছি, এই ভূমণ্ডলে তোমার তুল্য সুন্দরী নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই; আমি ঘাটে বাটে মাঠে সকলেরই মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনিয়াছি; তাই কেত্! তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি।

এই যুবক যুবতীর প্রণয়ালাপ বড়ই অদ্ভুত প্রকারের হইয়াছিল। কেথারিণ কথাবার্ত্তায় অবিনয়ের একশেষ প্রকাশ করিলেও, পেত্রুসিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, প্রত্যুত ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, কেত্! আমি তোমার মত প্রিয়ম্বদা রমণী কোথাও দেখি নাই। অন্যান্য যুবতীরা, রাগ হইলে, ভ্রূকুঞ্চন, অধরদংশন বা তির্য্যক্‌বিলোকন করে, তুমি সে সকল কিছুই জান না, বক্রভাবে কথার প্রতিবাদ কর না; সরল অথচ রসাল বাক্যে সঙ্গত উত্তর দেও। কে যেন আমাকে বলিয়াছিল তোমার দুটী পা সমান নয়, কিছু ছোট বড় আছে, তাই নাকি তুমি খোঁড়াইয়া চল; একবার হাঁটত, কথাটা সত্য কি মিথ্যা, দেখি। যদি পরিচিত কোন ব্যক্তি কেথারিণকে এই কথা বলিতেন, চপেটাঘাতই ইহার উত্তর পাইতেন। কিন্তু পেত্রুসিও বিদেশী, তিনি না জানিতেও পারেন, এই মনে করিয়া কেথারিণ কোন্ উত্তর করিলেন না। পরন্তু কোন্ খঞ্জননয়না অকারণে খঞ্জ অখ্যাতিগ্রস্ত থাকিতে চান? কেথারিণ ভাবিলেন, এই ব্যক্তি আমাকে বিবাহ করুক বা নাই করুক, আমি খোঁড়া মনের মধ্যে এই ধারণা

করিয়া রাখিবে কেন? অতএব কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সত্যসত্যই গৃহ মধ্যে পদচারণা করিলেন। তখন পেত্রুসিও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, পিশুনতাপূর্ণ পৃথিবীকে ধিক্! এই নিতম্বিনীর লীলাঙ্কিত চরণবিন্যাস দেখিলে রাজহংসীর গমন আর কেহই মনোজ্ঞ বলিবে না। ইনি আবার খঞ্জ কোথা? ভাগ্যে চক্ষে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলাম! অবশেষে বাপ্তিস্তা সেই দিকে আসিতেছেন শুনিয়া, পেত্রুসিও, আলাপের উপসংহার করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! বাক্যব্যয়ে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নহে। তোমার পিতা আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন, যৌতুক পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, অতএব ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তোমাকে আমার স্ত্রী হইতেই হইবে। বিধাতা তোমাকে আমার জন্য এবং আমাকে তোমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাপ্তিস্তা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পেত্রুসিও তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয়! আপনার তনয়া আমার উপর অনুকূল হইয়াছেন, এবং আগামী রবিবারে আমাকে পাণিদান করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কেথারিণ পেত্রুসিওর এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আগামী রবিবার যেন এই অল্পায়ুকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে দেখি। বাবা, তুমি কোথা হইতে এই হতভাগাকে আমার বর জুটাইয়া আনিলে? পেত্রুসিও হাসিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনি পুত্রীর কৃত্রিম কোপ দেখিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। আপনার অসাক্ষাতে আমরা যখন নির্জ্জনে আলাপ করিয়াছি, তখন ইনি আমার উপর প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি আমাকে আগেই

বলিয়া রাখিয়াছেন, যে পিতার সমক্ষে আমি বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিব। আপনি বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিবেন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন। আগামী রবিবারই দিন ধার্য্য রহিল। অনন্তর কেথারিণের হস্তগ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, কেত্, আমি ভিনিস নগরে চলিলাম, সেখান হইতে তোমার জন্য কত সামগ্রী আনিব। আমার কেথারিণকে ভাল দেখাইবে এমন বসন-ভূষণ আনিতে আমি কখনই ভুলিব না, হীরার আংটী আনিব, ভাল পোষাক আনিব। এক্ষণে প্রিয়তমে! প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দাও। এই বলিয়া, পেত্রুসিও, যেন সত্য সত্যই কেথারিণের কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়াছেন এই ভাণ করিয়া, তদীয় ললাটদেশ চুম্বন করিলেন।

পেত্রুসিও, প্রথম সন্দর্শন অবধি কেথারিণের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া, তাঁহার উপর আপনার অনুরাগ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সকলের সমক্ষে আবার সেই অনুরাগ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করাতে কেথারিণের মন আর্দ্র হইল। পেত্রুসিও প্রিয়দর্শন ছিলেন। প্রিয়দর্শন যুবককে একান্ত অনুরাগী দেখিলে কোন্ কুমারী তাহার উপর অনুকূল না হয়? পেত্রুসিওকে পতিত্বে বরণ করিতে কেথারিণ আর কোন আপত্তি করিলেন না। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পেত্রুসিও সানন্দমনে বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হইল। রবিবার যথা সময়ে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখনও পেত্রুসিওর দেখা নাই। পেত্রুসিও তামাসা করিয়া আমাকে সকলের উপ-

হাসের আস্পদ করিল এই ভাবিয়া, কেথারিণ গৃহের একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণচিত্তে অশ্রুবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু বিলম্বে পেত্রুসিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রতিশ্রুত বসন-ভূষণাদি কিছুই ছিল না; তাঁহার নিজের পরিচ্ছদও বরের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্রের যেরূপ সামঞ্জস্য থাকিলে পরিচ্ছদের পারিপাট্য জন্মে, সে পারিপাট্য থাকা দূরে থাকুক, তাঁহার পরিচ্ছদের বিশৃঙ্খল ভাব দেখিয়া সকলেরই হাস্য সম্বরণ করা ভার হইয়াছিল। তাঁহার ভৃত্যের, এমন কি, বাহন অশ্বগণেরও সজ্জা ঐ রূপ মলিন ও বিশৃঙ্খল ছিল।

সকলে পেত্রুসিওকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে, তিনি কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না; বলিলেন, কেথারিণ আমাকেই বিবাহ করিবেন, আমার বস্ত্রের সঙ্গেত তাঁহার বিবাহ হইবে না। তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা দেখিয়া, কন্যাযাত্রীরা বর ও কন্যা লইয়া গির্জায় গমন করিল। পেত্রুসিও সেই উপাসনামন্দিরেও ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। পুরোহিত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তুমি কেথারিণকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে সম্মত আছ ত? পেত্রুসিও চীৎকার করিয়া এমনই গগনস্পর্শী স্বরে বলিলেন, হঁা আছি, যে পুরোহিত চমকিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার হস্তস্থিত বাইবেল স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি হেঁট হইয়া পুস্তকখানি যেমন কুড়াইয়া লইতে যাইবেন, অমনি পেত্রুসিও অসাবধানতার ভাণ করিয়া এমন এক ধাক্কা দিলেন যে এবার পুরোহিত নিজে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। মন্ত্রপাঠ কালে পেত্রুসিও এক এক বার এমনই তারস্বরে

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া এমনই রোষভরে ভূমিতে পদাঘাত করিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আতঙ্কে কেথারিণের হৃৎকম্প হইয়াছিল। মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে, উপাসনামন্দিরেই পেত্রুসিও মদিরা চাহিয়া পান করিলেন, এবং পীত মদ্যের অবশিষ্টাংশ দেবালয়ের এক পরিচারকের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, ঐ ব্যক্তির বিরল শ্মশ্রু-লোম যেন কত কাল খাইতে না পাইয়া, আমার নিকট সস্পৃহ ভাবে কিঞ্চিৎ সুরা যাচ্ঞা করিতেছে। ফলতঃ বিবাহ সভায় এরূপ বাতুলের ব্যবহার কেহ কখন দেখে নাই। বলা বাহুল্য পেত্রুসিওর স্বভাব বাস্তবিক ক্রোধপ্রবণ ছিল না। তিনি স্বীয় দুর্বিনীতা বনিতার বশীকরণ সম্পাদন মানসে যে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারই সুসিদ্ধি বাসনায় ঐরূপ কল্পিত কোপন স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাপ্তিস্তা তনয়ার বিবাহ উপলক্ষে বাটীতে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিবাহ ব্যাপার সমাধা হইলে যখন সকলে উপাসনা মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিলেন, তখন তিনি কন্যা জামাতা ও নিমন্ত্রিতগণকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু পেত্রুসিও অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সেই দণ্ডেই সস্ত্রীক স্বালয়ে গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শ্বশুর কত আপত্তি করিতে লাগিলেন, কন্যাযাত্রীরা কতই অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু পেত্রুসিও কোন কথাই শুনিলেন না; শেষে কেথারিণ কুপিতা হইয়া পেত্রুসিওকে বলিলেন, আমি আজি কিছুতেই যাইবনা, কাহার সাধ্য আমাকে

লইয়া যায়, পথ পড়িয়া আছে, ইচ্ছা হয় তুমি চলিয়া যাও'। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তখন কেথারিণের পক্ষ অবলম্বন করাতে, পেত্রুসিও কটি হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন, এবং পত্নীর উপর পতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রখ্যাপন করিয়া কহিলেন, এই নগরে যিনি যত বড়ই লোক হউন না কেন, কাহার এত যোগ্যতা আছে যে আমার অমতে আমার স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখিতে পারে? আমার স্ত্রী আমি লইয়া যাইব, ইহাতে অন্যের কথা কহিবার অধিকার কি? তাঁহাকে ক্রুদ্ধ ও স্থির-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কোন কথা কহিতে আর কাহারও সাহস হইল না। কেথারিণও অস্তব্যস্তে স্বামীর অনুগমন করিলেন।

পেত্রুসিও কেথারিণকে একটী কৃশকায় দুর্ব্বল তুরঙ্গমে আরোহণ করাইলেন। তাঁহার নিজের ও ভৃত্যের বাহনও তদপেক্ষা বড় অধিক হৃষ্টপুষ্ট ছিল না। এইরূপে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাঁহারা তিন জনে উচ্চাবচ দুর্গম পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। কেথারিণের জন্য তিনি নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া ক্ষীণ-কায় ঘোটক আনয়ন করিয়াছিলেন। ঘোটকটী আপন ভারেই চলিতে অশক্ত, কেথারিণকে পৃষ্ঠে লইয়া কিয়ৎপদ অগ্রসর হয়, আবার স্থির হইয়া দাঁড়ায়। পেত্রুসিও সেই সময় সেই হতভাগ্য পশুর উপর এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে তৎশ্রবণে, কেথারিণের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার স্বামীর তুল্য ক্রোধন পুরুষ আর নাই।

অবশেষে পর্য্যটন-ক্লেশে ব্যথিতাঙ্গী কেথারিণ পতিভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। সমস্ত পথ ভৃত্যের ও ঘোটকের উপর পতির রোষপরুষ আক্রোশবচন শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত

যারপর নাই বিরক্ত হইয়াছিল। পেক্রসিও যখন তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইয়া, ভৃত্যগণকে তাহাদের কর্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন, তখন কেথারিণ, যন্ত্রণার শেষ হইল ভাবিয়া, প্রসন্নচিত্তেই পতিভবনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই পেক্রসিওর কোপকর্কশ কণ্ঠধ্বনি পুনরায় তাঁহার কর্ণপীড়া জন্মাইল। সামান্য ত্রুটির ছল ধরিয়া পেক্রসিও দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এক জন পরিচারককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া কেথারিণ নিজেই বিনীতভাবে পতিকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন।

পেক্রসিও বাটীতে আসিয়া কেথারিণকে মুখে আদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁহাকে ভোজন ও শয়ন করিতে দিবেন না মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা বাটী পঁহুছিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যগণ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিল; পেক্রসিও পত্নীকে সঙ্গে লইয়া সায়ন্তন ভোজনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু আহারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একে একে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের আস্বাদন লইয়া, পাক অতি কদর্য্য হইয়াছে এই ছল ধরিয়া, ক্রোধভরে সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দিলেন, এবং পাচককে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওরে মূর্খ, যে কদন্ন আমি মুখে দিতে পারি না, আমার প্রিয়তমা কেথারিণকে কি তাহা ভক্ষণ করাইতে পারি? এখনই আমার সম্মুখ হইতে এই সমস্ত উঠাইয়া লইয়া যা।

অনন্তর পেক্রসিও ক্ষুধার্ত্তা ও পথশ্রান্তা কেথারিণকে শয়নকক্ষে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, পরিচারিকাকে আদেশ

প্রদান করিলেন। কেথারিণ মনে করিয়াছিলেন যে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করিবেন; কিন্তু পেত্রুসিও, শয্যা মনের মত হয় নাই এই ছল করিয়া, উপাধান আস্তরণ প্রভৃতি সমস্ত ফেলিয়া দিলেন। কেথারিণকে অগত্যা বসিয়া রাত্রি কাটাইতে হইল। তন্দ্রার আবেশে যদি বা এক একবার নয়ন নিমীলন করেন, পেত্রুসিওর চীৎকারে তখনই তাঁহার সে তন্দ্রাবেশ দূরীভূত হয়। পেত্রুসিও তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিলেই, কদর্য্য শয্যা রচনার উপলক্ষ করিয়া পরিচারিকাকে গালি দিয়া বলিতেন, আমার কেথারিণ কোমলাঙ্গী, এই কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে তাঁহার সমস্ত শরীরে ব্যথা হইত।

পরদিনও পেত্রুসিও পূর্ব্ববৎ আচরণ করিলেন, অর্থাৎ মুখে কেথারিণকে আদর করিতে লাগিলেন, কিন্তু আহারের সময় অগ্নি অবতার হইয়া খাদ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ করিয়া দিলেন। যে কেথারিণ পূর্ব্বে গর্ব্বভরে কাহারও মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিতেন না, এক্ষণে সেই কেথারিণ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠে সংগোপনে পরিচারিকাগণের নিকটে বিনীতভাবে কিঞ্চিৎ আহারসামগ্রী প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পরিচারিকারা পেত্রুসিওর উপদেশানুসারে বলিল, ঠাকুরাণি, প্রভুর অগোচরে আপনাকে কোন সামগ্রী প্রদান করিলে আমাদিগের রক্ষা থাকিবে না। তখন বুভুক্ষায় অতিমাত্রকাতরা কেথারিণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! অনাহারে মরিবার জন্য কি আমার বিবাহ হইল? আমার পিতার বাটীতে কত ভিক্ষুক আসিয়া উদর পূরিয়া খাইয়া যায়, আমি কি না এখানে দীন-ভাবে বাচ্ঞা করিয়াও কিছু খাইতে পাই না। না ঘুমাইয়া,

না খাইয়া, আমার শরীর অবসন্ন ও বল-শূন্য হইয়াছে; কথা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, এই সমস্ত অত্যাচার করে আবার ভালবাসার দোহাই দেয়, বলে কদন্ন ভক্ষণে, কদর্য্য শয্যায় শয়নে, আমার ক্লেশ হইবে। এদিকে অনশনে অনিদ্রায় আমার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উপোষণে পত্নীর প্রাণসংহার হয় পেক্রসিওর এ ইচ্ছা ছিল না, অতএব কেথারিণ যখন মনে মনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুঃখ করিতে ছিলেন, সেই সময় পেক্রসিও যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন কেত্! একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছ? আমি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকি নাই, এই দেখ তোমার জন্য নিজে রন্ধন করিয়া আনিয়াছি, আমার এই অনুগ্রহের কার্য্যে তুমি অবশ্যই বিশেষ বাধিত হইবে। স্বামী স্বয়ং রন্ধন করিয়া স্বহস্তে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিলেন দেখিয়া কেথারিণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া পেক্রসিও বলিলেন, কথা কহিলে না যে? বোধ হয় আহারে তোমার ইচ্ছা নাই, আমার পরিশ্রম তবে বৃথা হইল। এই বলিয়া ভোজনপাত্র ফিরাইয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। আহারের জন্য এত লাঞ্ছনা পাইতে হইল, মান গেল, লজ্জা গেল, এই মনে করিয়া কেথারিণ কুপিতা হইলেন। কিন্তু বলবতী বুভুক্ষা তাঁহাকে কোপ সংযমন করিতে প্রবৃত্তি দিল, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া মৃদুস্বরে ভোজনপাত্র রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। পেক্রসিও কেবল নম্রতায় সন্তুষ্ট হইলেন না; বলিলেন, তুচ্ছ উপকার পাইলে

লোকে কত কৃতজ্ঞতা জানায়, আমি ক্লেশ পাইয়া রাঁধিয়া আনিলাম, তুমি উপকার মানিলে না; উপকৃতি স্বীকার না করিয়া ভোজনপাত্র স্পর্শ করা তোমার উচিত হয় না। কেথারিণ অগত্যা বিনয়নম্রবচনে বলিলেন এই অনুগ্রহে বিশেষ বাধিত হইলাম। তখন পেক্রুসিও তাঁহাকে ভোজনে অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু উদর পূরিয়া আহার করিতে দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অর্দ্ধাশন মাত্র হইলেই তিনি ভোজনপাত্র স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া কেথারিণকে বলিলেন, কেমন প্রিয়তমে! আহারে তৃপ্তি হইল ত? এখন চল, আমি সঙ্গে করিয়া তোমাকে তোমার পিতৃভবনে লইয়া যাই, তুমি নব-বধূ যোগ্য নূতন বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া তথায় গমন করিবে।

নূতন বসনভূষণ ক্রয় করিয়া দিবেন এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, পেক্রুসিও তৎকালে সমাগত বস্ত্রব্যবসায়ী ও সূচিজীবীকে সেই গৃহে আহ্বান করিলেন। বস্ত্রব্যবসায়ী, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য একটী সুন্দর টুপি দেখাইল। পেক্রুসিও টুপি দেখিয়া, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ওরে এর নাম কি টুপি? এমন কদাকার টুপি আনিতে তোরে কে বলিল? কিন্তু বাস্তবিক টুপিটি মনোজ্ঞ ছিল, দেখিবামাত্র কেথারিণের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন, এর গঠনত মন্দ নয়, ভদ্র স্ত্রীলোকেরা ত এই রূপ টুপি পছন্দ করেন। পেক্রুসিও পত্নীকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তর না দিয়া, বিক্রেতাকে বলিলেন, ভদ্র-নারীর অব্যবহার্য্য এরূপ টুপি আমি ক্রয় করিতে পারি না।

কিঞ্চিৎ আহার পাইয়া, কেথারিণের বলাধান হইয়াছিল। বলের সহিত তেজেরও সঞ্চার হইল; পেত্রুসিও তাঁহার রুচির নিন্দা করাতে, তিনি কুপিতা ফণিনীর ন্যায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি! আমি খুকী নাকি যে আমার কথা শোনা হইল না? কত বড় বড় লোকে আমার পছন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তুমিত কোন্ ছার! কি ভাল কি মন্দ আমি তা বলিব, শুনিতে না চাও, কাণে আঙ্গুল দিয়া থাক। আমি ঐ টুপিই লইব, না হয় কিছুই লইব না। পেত্রুসিও ব্যাপিকার এই কথার কোন উত্তর দিলেন না, বাক্‌-কলহ না করিয়া তাহাকে বশীভূত করিবার তিনি অন্য উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অতএব বলিলেন, ভাল নয় বলিতেছ, হাঁ আমিও ত তাই বলি। প্রিয়তমে! ঐ প্রকার গঠন পছন্দ না করাতে তোমার উপর বড় তুষ্ট হইলাম। কেথারিণ বলিলেন, তুষ্ট হও বা না হও, টুপি আমার পছন্দ হইয়াছে। পেত্রুসিও যেন শুনিতে পান নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, গাউন দেখিতে চাহিতেছ? সূচিক গাউন দেখাইল। কেথারিণের কোন কথাই শুনিবেন না, আপনার মতই প্রবল রাখিবেন, পেত্রুসিওর ইহাই মনোগত ছিল, অতএব নানা দোষের উল্লেখ করিয়া গাউন ফিরাইয়া দিলেন। সূচিক বিস্মিত হইয়া বলিল, সে কি মহাশয়! ভাগ্যবন্ত ব্যক্তিদের গৃহিণীরা এই প্রকার গাউনের বড় সমাদর করিয়া থাকেন। কেথারিণও বলিলেন, গাউন আমার মনের মত হইয়াছে। কিন্তু পেত্রুসিও সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। টুপি গাউন প্রভৃতি কোন দ্রব্যই গ্রহণ না করিয়া তদ্বিক্রেতাদিগকে

গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পরন্তু কেথারিণের অসাক্ষাতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ দ্রব্য গুলি ক্রয় করিয়া রাখিতে ভৃত্যগণকে শিখাইয়া দিলেন; এবং যেন স্ত্রীর অনভিমত কোন কার্য্যই করেন নাই, এই রূপ ভাব দেখাইয়া তাঁহার সহিত অন্য প্রসঙ্গের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেথারিণ বাল্যকাল হইতেই ক্রোধকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছিলেন। কোন কথা বা কার্য্য তাঁহার মনের মত না হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তাঁহার পিতা বাপ্‌তিস্তা, তত দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন না, তাদৃশ উদ্ধত স্বভাবা কন্যাকে শাসন করিয়া আনা তাঁহার সাধ্য ছিল না। আর, কেবল যে শাসনের কঠোরতায় স্বভাব সংশোধন হয় তাহাও নহে, কেথারিণকে শান্তস্বভাবা করিতে হইলে অন্যবিধ বিনয়নপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। বাপ্‌তিস্তার সে বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, কনিষ্ঠ কন্যার বাহ্য সুশীলতায় ভ্রান্ত হইয়া তাহার প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত প্রকাশ করাতে বরং তিনি সম্পূর্ণ অবিচক্ষণের কার্য্যই করিয়াছিলেন। বায়েন্‌কা যে কতদূর ক্রুর-হৃদয়া, সর্ব্বদা একত্র থাকাতে কেথারিণ তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে যখন বাপ্‌তিস্তা বায়েন্‌কার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তখন অসমীক্ষ্যকারিতার জন্য তিনি পিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেন—পিতৃবাক্যের যতদূর গৌরব রাখা উচিত, তাহা রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বামী পেত্রুসিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি প্রথম হইতেই উগ্রতার ভূদস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পেত্রুসিওকে কথায় কথায়

ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, ক্রোধের আতিশয্য যে ভাল নয়, কেথারিণের মনে ইহাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আর, পেত্রুসিও পরিচারকদিগের উপর যতই ক্রোধ প্রকাশ করুন না, কেথারিণকে যে তিনি আন্তরিক ভাল বাসেন, ইহা দেখাইতে ক্রুটি করিতেন না। প্রণয়প্রবণচিত্ত পতিকে সন্তুষ্ট রাখিতে তাঁহার যে ইচ্ছা জন্মিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কেথারিণ ভাবিলেন, আমার রাগে ভয় পাইবেন, ইনি তেমন স্বামী নহেন, প্রচণ্ডতায় আমি ইহাঁর কাছে কোথায় লাগি? অতএব ধীরতা অভ্যাস করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। তিনি মনে মনে এই প্রকার আলোচনা করিয়াই, পেত্রুসিও যখন বস্ত্রাদি ফিরাইয়া দিলেন, তখন আর কোপ প্রকাশ করিলেন না, ধীরভাবে স্বামীর সহিত অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ একবার হটিলে, বিজয়ী যোদ্ধা আর তাহাকে বলসঞ্চয়ের অবসর দেন না, ক্রমশঃই হটাইয়া সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করেন। কেথারিণকে, ক্রোধ দমন করিয়া, শান্ত ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া, পেত্রুসিও ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাকে আরও হটাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি কেথারিণকে বলিলেন, চল কেত্, তুমি সামান্য বেশেই পিতৃভবনে চল, ভাল পোষাক নাই হইল? পরিচ্ছদে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না, যাহার মন সুন্দর, তাহার দেহও সুন্দর দেখায়। তোমার বেশভূষা দেখিয়া যদি কেহ নিন্দা করে, সে নিন্দা তোমার হইবে না, আমারই হইবে। পরে তৎক্ষণাৎ ভৃত্যদিগকে অশ্ব সাজাইতে আদেশ প্রদান করিলেন, বলিলেন ভাল ঘোড়ায় সাজ দে, আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়া মধ্যাহ্ন-

ভোজন করিব ; এখন বেলা সাতটা বইত নয়। কিন্তু তখন বাস্তবিক বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল। কেথারিণ অপেক্ষাকৃত বিনীতা হইয়া আসিয়াছিলেন, অতএব পেক্রসিও অসংগত রূপে সময় নির্দ্দেশ করাতে ধীরস্বরে বলিলেন, এখন যে বেলা দুই প্রহর দুইটা, সেখানে পঁহুছিতে রাত্রি হইবে। আপনার কথার বিরুদ্ধে কেথারিণকে যথার্থ প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া, পেক্রসিও অমনি কল্পিত কোপভরে মুখাবয়ব গম্ভীর করিয়া তুলিলেন, এবং যেন গগনস্থ গ্রহমণ্ডলের উপরেও তাঁহার আধিপত্য চলে এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন, আমি যখন বলিব বেলা এত, তখন ঠিক তত বেলা হইবে ; তুমিই কেবল আমার কথার অবাধ্য। আমি অদ্য যাইব না। যে দিন যাইব সে দিন যখন যত বাজিয়াছে বলিব, তখন ঠিক তত বেলা, তোমার মুখে যেন একথা শুনিতে পাই।

আরও এক দিন ধরিয়া কেথারিণকে বশ্যতার অভ্যাস করিতে হইল। অনন্তর পেক্রসিও যখন দেখিলেন কেথারিণের তেজ সম্পূর্ণ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে, তিনি আর উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না. তখন সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। তথায় গমন করিতে করিতেও, কেথারিণকে ফিরাইয়া আনিবার ভয় দেখাইলেন। দুই প্রহরের সময় পথ দিয়া যাইতে যাইতে, পেক্রসিও বলিলেন, কেত্! কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি দেখিয়াছ, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, না? কেথারিণ বিস্ময় সহকারে বলিলেন, সেকি! এখন যে দিন, আকাশে চন্দ্র কোথা? এই কথা শুনিয়া পেক্রসিও বিরাগ-বিকৃতবদনে বলিলেন, কি! আমি বলিলাম চন্দ্র, তুমি বল

সূর্য্য; ফের, তোমার পিত্রালয়ে গিয়া কাজ নাই। এই বলিয়া যেন সত্য সত্যই ফিরিবার উপক্রম করিলেন।

কেথারিণ আর উগ্রচণ্ডা কেথারিণ ছিলেন না। পতির বশতাপন্না বিনীতা স্ত্রী হইয়াছিলেন। পেত্রুসিওকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন, নাথ! এতদূর আসিয়া কি ফিরিয়া যাওয়া উচিত? আপনি যদি সূর্য্যকে সূর্য্য না বলিয়া চন্দ্র বলেন, আমার পক্ষে উহা চন্দ্রই হইবে, যদি চন্দ্র না বলিয়া মসালের আলোক বলেন, আমিও তাহাই বলিব; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ জন্মে কখন আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।

পেত্রুসিও পত্নীর এই প্রকার বশংবদতা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, আমি সত্যই বলিতেছি আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। কেথারিণ বলিলেন, আপনি বলিয়া ক্লেশ পান কেন, আমি ত জানি উহা চন্দ্র। পেত্রুসিও বলিলেন, এ তোমার মিথ্যা কথা, দিনের বেলা কি চন্দ্রের উদয় হয়? উহা সূর্য্য। কেথারিণ অমনি উত্তর করিলেন, তা বটেই ত, উহা যে সূর্য্য; আপনি সূর্য্য বলিলেই উহা সূর্য্য হইবে, চন্দ্র বলিলেই চন্দ্র হইবে. আপনি উহাকে যে নাম দিবেন, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী কেথারিণও সেই নাম দিবে।

অনন্তর কেথারিণের এই বশীভূততা স্থায়ী হইবে কি না পেত্রুসিও তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিয়ৎ দূর যাইয়া এক বৃদ্ধ পথিককে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন. অয়ি কুমারি! জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,

প্রিয়ে! এই যুবতী অতি রূপবতী, ইহার রং যেন দুধে আল্‌তায় মিশান, চক্ষু দুটী বিশাল, নীলপদ্মের তুল্য; তুমি উহার সহিত আলাপ কর। বশীভূতা কেথারিণ বৃদ্ধের সমীপগতা হইয়া বলিলেন, অয়ি কুমারি! প্রভাত-সূর্য্যের কিরণবিকশিত নব তামরসের ন্যায় তোমার তরুণ সৌন্দর্য্যের কি মনোহর মাধুরী! তুমি কোথায় যাইতেছ, তোমার নিবাসই বা কোথা? আহা ধন্য তোমার জনক জননী! না জানি কি পুণ্যফলে তোমার সদৃশী তনয়া লাভ করিয়াছেন! ভঙ্গী-বিশারদ পেত্রুসিও অমনি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, ছি কেত্! তুমি কি পাগল হইয়াছ? নবীনা কুমারী কোথায়, ইনি যে পুরুষ, প্রাচীন, বলিবিভঙ্গিত, শীর্ণদেহ! কেথারিণ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে বলিলেন, মহাশয়! রোদে আমার চোকে ধাঁদা লাগিয়াছিল, আমার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল; এখন দেখিতেছি আপনি বয়োবৃদ্ধ পুরুষ, আমার পিতৃতুল্য মাননীয়, অপরাধ লইবেন না।

বৃদ্ধ এই কৌতুকপ্রিয় দম্পতির দৃষ্টিভ্রমে বিস্ময় প্রকাশ করিলে, পেত্রুসিও সমুচিত সম্মানসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, মাননীয় মহাশয়! আপনি কোন্‌ পথে যাইবেন? আমরা যে দিকে যাইতেছি, যদি সেই দিকে যান, চলুন একসঙ্গে যাই। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ভদ্র! আমার নাম ভিন্‌সেন্‌সিও, আমার পুত্র পাডুয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। পেত্রুসিও বৃদ্ধের পরিচয় পাইয়া জানিতে পারিলেন যে লুসেন্‌সিও নামক যে যুবক কেথারিণের কনিষ্ঠা ভগিনী বায়েন্‌কার বিবাহার্থী হইয়াছেন,

এই প্রাচীন সেই লুসেন্‌সিওর পিতা। বৃদ্ধ বহুদিন পুত্রের কোন সংবাদ পান নাই; পেত্রুসিওর মুখে তাহার কুশল সংবাদ শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন, এবং তিন জনে নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে পাদুয়া নগরে বাপ্তিস্তার ভবনে উপনীত হইলেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে বায়েন্‌কা পিতাকে লুকাইয়া লুসেন্‌সিওকে গোপনে পাণিদান করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠকন্যার অবাধ্যতায় যদিও বাপ্তিস্তা মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলেন, তথাপি বৎসলতানিবন্ধন, সমারোহের সহিত সেই উদ্বাহোৎসব সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এই উৎসবের দিনে বৈবাহিক, জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং জামাতা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগের পরম সমাদর করিলেন।

পেত্রুসিও ও কেথারিণ ব্যতীত আর একটী নব বিবাহিত দম্পতি বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া বাপ্তিস্তার ভবনে উপস্থিত ছিলেন। বায়েন্‌কার স্বামী লুসেন্‌সিও, এবং সেই নব বিবাহিত যুবক হোর্তেন্‌সিও, স্বস্ব মহিলার সুশীলতা বিষয়ে বিশ্বস্তচিত্ত থাকাতে, পেত্রুসিওকে, তাঁহার বনিতার উগ্রস্বভাব উপলক্ষ করিয়া, পরিহাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পেত্রুসিও প্রথমে সে কথায় কাণ দেন নাই; অবশেষে যখন তাঁহার শ্বশুর সেই পরিহাসে যোগ দিয়া বলিলেন, বৎস পেত্রুসিও, বলিতে কি, বাস্তবিকই তোমার পত্নীভাগ্য ভাল নহে, আমার কেথারিণ বড়ই ব্যাপিকা; তখন পেত্রুসিও বলিলেন, না মহাশয়! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ইহাঁদের পত্নী অপেক্ষা আমার পত্নী বড় অধিক অবাধ্য হইবে না। এই কথায় যুবকদ্বয় হাস্য করিয়া উঠাতে, পেত্রুসিও বলিলেন, আচ্ছা বাজি রাখ

যাঁহার স্ত্রী আহ্বান মাত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তিনিই বাজি জিতিবেন। লুসেন্‌সিও ও হোর্তেন্‌সিও স্ব স্ব পত্নীকে ধীরপ্রকৃতি বলিয়া সংশয়শূন্য থাকাতে, তৎক্ষণাৎ বাজি রাখিতে সম্মত হইলেন। শতমুদ্রা পণ নির্দ্ধারিত হইল।

প্রথমে লুসেন্‌সিও ভৃত্যের দ্বারা আপনার পত্নী বায়েন্‌কাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল, ঠাকুরাণী বলিলেন, আমি এখন কাজে ব্যস্ত, যেতে পারিব না। পেত্রুসিও শুনিয়া বলিলেন, 'কাজে ব্যস্ত, যেতে পারিব না' স্বামীর নিকটে বুঝি সুশীলা বনিতার এই বিনীত উক্তি হইল! লুসেন্‌সিও উত্তর করিলেন, তোমার স্ত্রী তোমাকে গালি দিয়া না পাঠাইলে বাঁচি। অনন্তর হোর্তেন্‌সিও স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে তোর কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর নিকটে আমার নিবেদন জানাইয়া তাঁহাকে একবার এখানে আসিতে বল্। পেত্রুসিও হাসিয়া বলিলেন, যখন নিবেদন হইল তখন আগমনে অবশ্যই অনুগ্রহ প্রকাশ হইবে। হোর্তেন্‌সিও উত্তর করিলেন, তোমার যে অনুনয় বিনয়েও কোন ফল দর্শিবে না। কিন্তু অনতিবিলম্বে এই বিনয়ী স্বামীর মুখ মলিন হইয়া গেল; ভৃত্য একাকী আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুরাণী বলিলেন, রঙ্গ তামাসা করিতে তাঁহার গরজ হয় নাই, তিনি আপনাকে তাঁহার নিকটে যাইতে আদেশ করিলেন। পেত্রুসিও পরিহাস করিয়া বলিলেন, বেশ বেশ, আরও ভাল! পরে আপনার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে, আমার স্ত্রীকে গিয়া বল্, আমি তাঁহাকে এখানে ডাকিতেছি।

কেথারিণ কি উত্তর দিয়া পাঠান সকলে এই চিন্তা

করিবার অবসর না পাইতেই, বাপ্তিস্তা বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখ, কেথারিণ আসিতেছেন। কেথারিণ পতির সমীপদেশে আসিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, নাথ! আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছেন? পেত্রুসিও জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভগিনী এবং হোর্তেন্‌সিওর স্ত্রী কি করিতেছেন? বিনীতা কেথারিণ উত্তর করিলেন, তাঁহারা দুই জনে আগুণ পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিতেছেন। পেত্রুসিও বলিলেন, যাও তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া এস। কেথারিণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পতির নিদেশ পালনার্থে প্রস্থান করিলেন। লুসেন্‌সিও দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, যদি এ পৃথিবীতে কিছু অলৌকিক আশ্চর্য্য কাণ্ড থাকে তবে ইহাই তাই। হোর্তেন্‌সিও বলিলেন, যথার্থ, এখন শেষে কি দাঁড়ায়। পেত্রুসিও বলিলেন, শেষে ইহা সংসার সুখের মূলীভূত দাম্পত্য-প্রণয়ের দৃঢ়তায় দাঁড়াইবে। কেথারিণের পিতা তনয়ার স্বভাব পরিবর্ত্তনে প্রহৃষ্ট হইয়া আহ্লাদ-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, বৎস পেত্রুসিও, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বাজি জিতিয়াছ, আমি তোমাকে আরও বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুক দিতেছি, আমার কেথারিণ আর সে কেথারিণ নাই, আমি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির আর একটী কন্যা লাভ করিলাম। পেত্রুসিও নিবেদন করিলেন, মহাশয়! বাজি জিতিতে পারি কি না আপনার সমক্ষে তাহার আরও প্রমাণ দেখাইতেছি; ঐ দেখুন কেথারিণ, ইহাঁদের পত্নীদ্বয়কে সুশীলা নারীর প্রকৃতিসুলভ মিষ্ট-

প্ররোচনাবাক্যে বশীভূত করিয়া. আসিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আনিতেছেন।

অনন্তর কেথারিণ সঙ্গিনীদ্বয় সমভিব্যাহারে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পেক্রুসিও বলিলেন, কেথারিণ! তোমার মাথার টুপি ভাল দেখাইতেছে না, খুলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া ফেল। আদেশ মাত্র কেথারিণ মৌলিভূষণ মুকুট পদতলে বিদলিত করিলেন। হোর্তেনসিওর পত্নী তদ্দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, জগদীশ্বর যেন আমাকে কখনও এমন দুর্মতি না দেন। বায়েন্‌কা বলিলেন, ছি দিদি! এ তোমার কি বুদ্ধি! লুসেন্‌সিও স্ত্রীকে বলিলেন. প্রিয়তমে! তোমার যদি এই প্রকার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইত. তাহা হইলে এই সন্ধ্যার সময় আমাকে এক শত টাকা বাজি হারিতে হইত না। বায়েন্‌কা ঈষৎ কোপভরে ভ্রূলতা কুঞ্চিত করিয়া স্বামীকে উত্তর করিলেন, আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরে বাজি রাখায় তোমারই নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে! হোর্তেন্‌সিওর স্ত্রীও স্বামীর বাজি হারিবার কথা শুনিয়া কুপিতা হইলেন। তখন পেক্রুসিও, পূর্ব্বপরিহাসের সম্পূর্ণ প্রতিশোধ লইয়া নিজ বনিতাকে বলিলেন, কেথারিণ, এই প্রগল্‌ভা যুবতী দুটীকে পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য-ব্যবহারের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান কর।

স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, কেথারিণ কুপিত কামিনীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, ছি ছি! ক্রোধভাব পরিত্যাগ কর; পতি পরম গুরু, তাঁহার উপর ভ্রূলতা বক্র করিয়া কোপকুটিল দৃষ্টিপাত করিতে নাই। হিমকণা যেরূপ নলিনীর শোভাবিঘাতক, রোষাবেশও সেইরূপ রমণীর

সৌন্দর্য্যবিঘাতক। কোপকলুষিত যোষিৎ পঙ্কিলীকৃত সরিতের ন্যায় পরিহার্য্য; নদীর নীর নির্ম্মল ও স্বচ্ছ থাকিলেই তদ্দ্বারা পিপাসার শান্তি হয়, কিন্তু পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও কোন পথিক কর্দ্দমাক্ত জল স্পর্শ করে না। পতিই স্ত্রীর একমাত্র গতি; তিনি অন্নবস্ত্রদাতা, আপদ্ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা, মাথার মণি, হৃদয়ের রাজা। গহন কান্তারে, দুস্তর সাগরে, দুঃসহ শীত বাতাদি সহ্য করিয়া, গুরুতর শ্রমভরে ক্লান্ত হইয়া, তিনি ধন উপার্জ্জন করেন, আর পত্নী গৃহমধ্যে পালঙ্কের উপরে সুকোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া, নিশ্চিন্ত মনে তদুপার্জ্জিত ধনে সুখভোগ করে। স্বামী ভরণপোষণের নিমিত্ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, তদ্বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট কেবল মিষ্টকথা, অনুরাগ ও বশ্যতার প্রত্যাশী মাত্র! তদ্দত্ত মহৎ ঋণের সহিত তুলনা করিলে পরিশোধের সামগ্রী সামান্যই বলিতে হইবে। প্রতিকূলা ভামিনী আর রাজদ্রোহী প্রজা উভয়ই তুল্য অপরাধী। জগদীশ্বর আমাদের শরীর শিরীষ-কুসুমবৎ সুকোমল করিয়া গঠন করিয়াছেন, আমাদের অন্তঃকরণও কি সেইরূপ সুকোমল করিয়া বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য রাখা উচিত হয় না? বশীভূততাই আমাদের বিজয়-অস্ত্র। আমিও এক সময়ে তোমাদের মত, বরং অধিক, প্রগল্‌ভা ছিলাম, কথার উত্তর দিয়া কলহ বিতণ্ডা করিতে ভাল বাসিতাম; কিন্তু দেখিলাম, সে অস্ত্র কার্য্যকর নহে, রমণীর পক্ষে বিনয় ও বশ্যতাই পতির অনুরাগ লাভের অমোঘ অস্ত্র। তোমরা গর্ব্ব পরিহার কর, পতির চরণ ধারণ কর, এই দেখ

পতিদেবতার প্রসন্নতা লাভ জন্ত আমিও তাঁহার চরণ ধারণ করিতেছি।

যে কেথারিণ ব্যাপিকার অগ্রগণ্যা ছিলেন, তাঁহার মুখে পতিভক্তি বিষয়ক সুবিন্যস্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া সকলে যার পর নাই চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন। কেথারিণের কুঁছুলে নাম ঘুচিল, তিনি অতঃপর সুশীলা ভার্য্যার আদর্শ বলিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

যেমন কে তেমন।

কোন সময়ে বিয়েনা নগরে নিতান্ত শান্তস্বভাব এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রজাদিগকে প্রায়ই কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন না। সেই জন্য অনেক সময়ে তাহারা বিধি-বহির্ভূত কার্য্য করিতে সাহসী হইত। বিশেষতঃ তদ্দেশ-প্রচলিত দণ্ড-বিধি শাস্ত্রে, পরিণয়সংস্কারে বদ্ধ না করিয়া কোন রমণীর সহবাস করিলে, ব্যভিচারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের যে ব্যবস্থা ছিল, বহু-কাল উপেক্ষিত থাকায় অনেকেই নিঃশঙ্ক মনে সেই শাসন অব হেলা করিয়া চলিত। যুবকগণের এই রূপ স্বৈরাচার নিবন্ধন পবিত্র পরিণয়সংস্কারপ্রথা এক প্রকার উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং বিয়েনা নগরবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজসমক্ষে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন, মহারাজ! অমুক ব্যক্তি আমার কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ না করিয়াই তাহাকে কুলকলঙ্কিনী হইতে প্রবর্ত্তনা দিয়াছে।

প্রজাদিগের এই রূপ অবৈধ ব্যবহার দর্শনে রাজা অতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। কিন্তু এতদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়া একে-বারে কঠোর দণ্ডবিধান আরম্ভ করিলে, পাছে তাঁহার চিরানু-রক্ত প্রজারা মনে করে যে তিনি হঠাৎ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছেন,

এই আশঙ্কা প্রযুক্ত, তিনি কিছুদিন অন্যের হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। কেননা তাহা হইলে রাজপ্রতিনিধির দ্বারা দণ্ডবিধান হইবে অথচ তাঁহার নিজের উপর কোন দোষ পড়িবে না।

বিয়েনা নগরে লর্ড এঞ্জিলো নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতিশয় সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা রাজকার্য্যভার সমর্পণ করিবার জন্য এই ব্যক্তিকেই যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রী লর্ড এস্কাইলসের নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রিবরও সেই মতে মত দিয়া বলিলেন, যদি বিয়েনা নগরে কোন ব্যক্তি এই সম্মান লাভের উপযুক্ত পাত্র থাকেন, তাহা হইলে লর্ড এঞ্জিলোকেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। অনন্তর রাজা, এঞ্জিলোকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পোলণ্ড দেশে গমন ব্যপদেশে, স্বরাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বিদেশে থাকা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। ঋষিতুল্য এঞ্জিলো কি রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন ইহা দেখিবার জন্য তিনি সেই দিবসেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এঞ্জিলো যে দিনে প্রথম বিচারাসনে বসিলেন, সেই দিনেই ক্লদিও নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক, জুলিয়েতা নাম্নী একটী সম্ভ্রান্তবংশীয়া অনূঢ়া যুবতীর সহিত ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া রাজদ্বারে আনীত হইলেন। জুলিয়েতা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন, অতএব ক্লদিওর অবৈধ প্রণয়ের অসংশয়িত প্রমাণ পাইয়া, রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিলো, বহুদিন উপেক্ষিত সেই পুরাতন দণ্ডবিধির ধারানুসারে, ক্লদিওর প্রাণদণ্ড স্থির

করিয়া তাঁহার কারাবাস আদেশ করিলেন। ক্লদিও যাহাতে ঈদৃশ নিদারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান, অনেকেরই এই চেষ্টা ছিল; এমন কি মন্ত্রিপ্রবর এস্‌কাইলসও, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া এঞ্জিলোকে কহিলেন, এই যুবকটীর প্রাণদণ্ড না হইলেই ভাল হয়, ইহার পিতা মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া আপনি ইহার দোষ ক্ষমা করুন। কিন্তু এঞ্জিলো মন্ত্রীর কথা রক্ষা না করিয়া উত্তর করিলেন, দেখ দণ্ডনীতিশাস্ত্র কেবল বিভীষিকার জন্য নয়, উহার যথাযথ প্রয়োগ হওয়া চাই, ক্লদিওর প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

কারাগার গমনকালে ক্লদিও, পথিমধ্যে লুসিও নামক এক পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ভাই! নগর-বহির্ভাগে চিরকুমারীদিগের যে আশ্রম আছে, আমার ভগিনী ইজেবেলা কৌমারব্রত-ধারণ-মানসে অদ্য প্রাতে তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি আমার এই বিপদের বার্ত্তা কিছুই শুনেন নাই, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এই সংবাদটী দেও, তাহা হইলে আমি বড় উপকৃত হই। ইজেবেলা আমাদের কোন আত্মীয়ের দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষার জন্য রাজপ্রতিনিধিকে অনুরোধ করাইতে পারেন।, অথবা নিজেই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আমি জানি মধুর প্ররোচনা-বাক্যে মুগ্ধ করিয়া লোককে আপনার মতে আনিতে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, বিশেষতঃ তরুণ বয়সে বিষাদমলিন মুখাবয়বই, সুবিন্যস্ত বাক্যের আবশ্যকতা না রাখিয়া, লোকের মন সহজেই দ্রব করিয়া দেয়।

লুসিও বিলম্ব না করিয়াই ইজেবেলার উদ্দেশে প্রস্থান করি-

লেন, এবং সেই আশ্রমের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া, স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি, বারত্রয় এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন। ইজেবেলা সেই সময়ে ব্রতধারিণী একটী কুমারীর নিকটে বসিয়া আশ্রমের নিয়ম গুলি অবগত হইতেছিলেন। পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রতধারিণী তাঁহাকে বলিলেন, সুশীলে! তুমি যাইয়া এই ব্যক্তির প্রয়োজন কি, জানিয়া এস; তুমি এখনও পুরুষের সহিত কথা কহিতে পার, আমি পারি না। ব্রতে দীক্ষিত হইলে তোমারও পুরুষের সহিত কথা কহিতে অধিকার থাকিবে না। অথবা যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে কর্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া মুখ ঢাকিয়া কহিতে হইবে। লুসিওর পুনর্ব্বার আহ্বান শব্দ শুনিয়া ব্রতধারিণী ইজেবেলাকে ত্বরান্বিত হইয়া দ্বারদেশে যাইতে বলিলেন। ইজেবেলা দ্বারদেশে যাইয়া, স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি, এই বাক্যে আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। লুসিও সেই কামিনীর প্রফুল্ল-গোলাপকুসুমদলসন্নিভ গণ্ডস্থলের আরক্তিমকান্তি দর্শনে তাঁহাকে কুমারী নিশ্চয় করিয়া সম্মান সহকারে বলিলেন, অয়ি কুমারি! এই আশ্রমে নবাগতা হতভাগ্য ক্লদিওর ভগিনী ইজেবেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন? ইজেবেলা বলিলেন, আমারই নাম ইজেবেলা। আপনি আমার ভ্রাতাকে হতভাগ্য বলিলেন কেন? লুসিও উত্তর করিলেন, ভদ্রে! তিনি আমার দ্বারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; তিনি অদ্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। ইজেবেলা বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি অপরাধে? লুসিও কহিলেন, তাঁহার অপরাধ এই যে তিনি পরিণয়ের প্রতীক্ষা না করিয়া সন্তানের

জনক হইয়াছেন। ইজেবেলা বলিলেন, বুঝিয়াছি, ভগিনী জুলিয়েতার সহিত তাঁহার সংঘটন হইয়াছে।

ইজেবেলা ও জুলিয়েতার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক ছিল না, একত্রে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে সৌহৃদ্য বশতঃ তাঁহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পর ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জুলিয়েতা যে ধর্ম্মভীতা ছিলেন না এরূপ নহে, তবে ক্লদিওর উপর প্রবল অনুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া বিবাহের পূর্ব্বেই, তাঁহার সহিত পরিণীতা বনিতার ব্যবহারে সম্মত হইয়াছিলেন ইজেবেলা ইহা সহজেই অনুমান করিয়া লইলেন।

তাঁহার অনুমানটী মিথ্যা নয় শুনিয়া তিনি লুসিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা কেন জুলিয়েতাকে বিবাহ করুন না? লুসিও উত্তর করিলেন, ক্লদিওর বিবাহ করিতে আপত্তি থাকা দূরে থাক্, বরং ঔৎসুক্যই আছে, রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে কোন বিভ্রাট ঘটিত না। রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিলো ভিন্ন প্রকৃতির লোক, তিনি সে কথা শুনিতেছেন না, গর্হিত ব্যভিচার অপরাধে একেবারে ক্লদিওর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিয়াছেন। এখন তুমি যদি অনুনয় বিনয় দ্বারা রাজপ্রতিনিধির মন নরম করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার ভ্রাতা রক্ষা পান। আর এই কথা বলিবার জন্যই তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইজেবেলা শুনিয়া বলিলেন, হায়! রাজপ্রতিনিধির মন নরম করা ত সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম নয়, দাদার প্রাণ রক্ষা করিতে আমার কি সাধ্য হইবে? লুসিও কহিলেন, এইরূপ সংশয়ই ত যত অনিষ্টের মূল, সাহস করিয়া যে কাজে প্রবৃত্ত হইলে আমরা নিশ্চয়ই শুভফল পাই, পারিব কি না এই সংশয়

সে কাজ করিতে দেয় না। তুমি সাহসে ভর করিয়া লর্ড এঞ্জি-লোর নিকটে যাও; পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কুমারীরা যখন ভূমি-বিন্যস্তজানু হইয়া গলদশ্রুলোচনে কাতরবচনে যাচ্ঞায় প্রবৃত্ত হয়, তখন লোকে সুপ্রসন্ন দেবতার ন্যায় মুক্তহস্তে বরদান করিয়া থাকে। লুসিওর প্রবর্ত্তনাবাক্যে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া ইজেবেলা বলিলেন, দেখি কি করিতে পারি। আশ্রমের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া আমি এখনই রাজপ্রতিনিধির নিকটে যাইব। দাদাকে বলিবেন, কতদূর কৃতকার্য্য হই, সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাইবেন।

ইজেবেলা ত্বরান্বিতা হইয়া রাজভবনে গমন করিলেন, এবং বিচারাসনের সম্মুখীন হইয়া, বিহিত সম্মান সহকারে নিবেদন করিলেন, ধর্ম্মাবতার! এই দুঃখিনীর আবেদন শ্রবণে আজ্ঞা হউক। এঞ্জিলো বলিলেন, বল, তোমার কি দরখাস্ত। তখন ইজেবেলা দীনবচনে ভ্রাতার জীবন যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু এঞ্জিলো বলিলেন, কুমারি! আর উপায় নাই, হুকুম হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড অবধারিত জানিবে। তখন ইজে-বেলা নিরুপায় ভাবিয়া বিষাদব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, দণ্ডবিধি ন্যায্য বটে, কিন্তু উহাতে দয়ামায়ার লেশ নাই! দাদাকে তবে জন্মের মত হারাইলাম!

ইজেবেলা এই কথা গুলি বলিয়া রাজসভা হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু লুসিও প্রভৃতি ক্লদিওর পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে গোপনে বলিতে লাগিলেন, আ নির্ব্বোধ! এখনই প্রার্থনায় ভঙ্গ দিও না, পুনর্ব্বার সম্মুখে যাও, বিনতি কর, ভূপাতিতজানু হইয়া যাচ্ঞা কর, কিছুতেই নিরস্ত হইও না, তুমি

যেন নিতান্তই আগ্রহশূন্যা, একটা সামান্য আলপিন চাহিতে হইলে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে?

তখন পুনরায় রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে ভূমিবিন্যস্তজানু হইয়া, ইজেবেলা সবিশেষ নির্বন্ধ প্রকাশপূর্ব্বক সহোদরের জীবন-ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এঞ্জিলো তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, হুকুম হইয়া গিয়াছে, আর উপায় নাই। ইজেবেলা বলিলেন, কেন উপায় থাকিবে না, মুখের কথা বলিয়া আবার কি তাহা ফিরাইয়া লওয়া যায় না? মহাভাগ! দয়াই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেয়, আপনি দয়া করিয়া দাদার দোষ মার্জ্জনা করুন। এঞ্জিলো বলিলেন, তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ, বাড়ী চলিয়া যাও। কিন্তু তথাপি ইজেবেলা অনুনয়ে নিবৃত্ত হইলেন না, বলিলেন, আমার সহোদর যদি আপনার ন্যায় সর্ব্বপ্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, আর আপনি যদি তাঁহার মত নীতিমার্গ-স্খলিত-পদ হইতেন, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইলেও, তিনি কখনই আপনার উপর এরূপ নির্দ্দয় হইতেন না। জগদীশ্বর যদি আমাকে আপনার ন্যায় পরপ্রাণ-হরণরক্ষণের ক্ষমতা দিতেন, আর আপনি যদি আজি দীনা ইজেবেলা হইতেন, তাহা হইলে আমি কি আপনাকে এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিতাম? না—দণ্ডনীয় ব্যক্তির প্রতি বিচারপতির মন কিরূপ করুণাপ্রবণ হওয়া উচিত, তাহা আমি আপনাকে শিখাইয়া দিতাম। এঞ্জিলো বলিলেন, অয়ি কুমারি! আমাকে দোষ দেওয়া বৃথা, আইনই তোমার সহোদরের দণ্ডবিধাতা, আমি নই। সে ব্যক্তি যদি আমার স্বসম্পর্কীয় হইত, এমন কি, যদি সহোদর ভ্রাতা বা প্রাণাধিক

পুত্র হইত, তাহা হইলেও আমাকে এই রূপ আইনমত হুকুম দিতে হইত। কল্য তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। ইজেবেলা বলিলেন, কি! কালিই! এত শীঘ্র! আপনি কি মনে করিলে দাদাকে আর কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন না? ভাল, মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে কত ব্যক্তি এই অপরাধ করিয়াছে, কই এ পর্য্যন্ত ত কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। আপনিই সর্ব্বপ্রথমে এই আইন জারি করিতেছেন, আর আমার দাদাই সর্ব্বপ্রথমে এই নিদারুণ দণ্ড পাইতেছেন। আপনি বেশ করিয়া নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন দেখি, দাদা যে দোষে দোষী, ঐ রূপ দোষের কার্য্য করিতে কখনও আপনার মনে বাসনা জন্মে কি না; যদি আপনার অন্তঃকরণও তুল্যাপরাধ স্বীকার করে, তবে যেন দাদার প্রাণদণ্ডের কথা আপনি মুখে আনেন না।

ইজেবেলা পূর্ব্বে যত কথা বলিয়াছিলেন, সমস্তই বিফল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শেষোক্ত কথাগুলি এঞ্জিলোর মর্ম্মে আঘাত করিল। ইজেবেলার মাধুর্য্যময়ী যৌবনশ্রী দেখিয়া এঞ্জিলো বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং তদুপভোগের নিমিত্ত তাঁহার মনোমধ্যে গর্হিত বাসনার উদয় হইতেছিল। যে পথে পদার্পণ জন্য তিনি ক্লদিওর প্রাণদণ্ডের বিধি দিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহাকেও সেই পথে আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি বিপথগামী চিত্তকে স্ববশে আনিবার জন্য আসন পরিত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইজেবেলা বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! শুনুন, আমি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দিব। উৎকোচের কথা শুনিয়া এঞ্জিলো বলিলেন, কি! তুমি আমাকে ঘুসের লোভ দেখাইতেছ? ইজে-

রেলা বলিলেন, মানুষে নিজের ইচ্ছা মত যে সকল সামগ্রীর মূল্যের তারতম্য করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ অকিঞ্চিৎকর মণি-কাঞ্চনাদি দিবার কথা বলিতেছি না, পার্থিব ব্যাপারে নির্লিপ্তা থাকিয়া যে কুমারী ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আপনার মঙ্গলের জন্য তাহার রসনোচ্চারিত নিত্য আশীর্ব্বাদের কথা বলিতেছি। এঞ্জিলো কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি কালি আমার বাটীতে যাইও।

পুনর্ব্বার আসিতে বলায় কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া ইজেবেলা আহ্লাদিত চিত্তে বিচারগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিদায়-গ্রহণ সময়ে বলিলেন, ঈশ্বর আপনার বিঘ্নবিপত্তি দূর করুন। এঞ্জিলো শুনিয়া মনে মনে কহিলেন, তাই হউক। তোমার মোহন ফাঁদ হইতে আমি যেন রক্ষা পাই।

অনন্তর দুষ্প্রবৃত্তির উদয় জন্য শঙ্কিত হইয়া, এঞ্জিলো মনে মনে কহিতে লাগিলেন, একি! আমি যে এই তরুণীর উপর নিতান্তই অনুরক্ত হইলাম! পুনঃ পুনঃ তাহাকে দেখিতে ও তাহার কথা শুনিতে আমার এত লালসা জন্মিল কেন? আমার চিত্ত বিপথে ধাবিত হইল না কি? চারি দিকে এত পতিত জমি থাকিতে দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া মলমূত্র-স্থান নির্ম্মাণ করিতে যাই কেন? হায়! কেন তাহার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড করি? যখন স্বয়ং বিচারপতিই চোর, তখন চোরেরা অবাধে চুরি করুক। কত কুলটা রমণীর হাবভাবলীলা দেখিয়াছি, আমার মন তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এই শুচি-স্বভাবা সুন্দরী আমার চিরস্থির মন চঞ্চল করিয়া তুলিল। দেখিতেছি নির্লজ্জা গণিকা অপেক্ষা লজ্জাশীলা কুলবালা মনের

বিকার উৎপাদনে অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করে। পূর্ব্বে কাহাকেও প্রমদাপ্রণয়াসক্ত দেখিলে আমি বিস্ময়ে হাস্ত করিতাম। আজি আমার এ কি প্রমাদ ঘটিল!

ইত্যাকার চিন্তাপরম্পরায় সে রাত্রি এঞ্জিলোর দারুণ চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্লদিও কারাগারে রুদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন বটে, কিন্তু সেই দণ্ডিত অপরাধী অপেক্ষা দণ্ডদাতা বিচারপতি সে রাত্রি অধিকতর মানসিক যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিবেশী রাজা কারাগারে ক্লদিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়া সেই যুবককে মনের শান্তিলাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এঞ্জিলোকে সদুপদেশ দিবার কেহই ছিল না। তাঁহার চিত্ত কখন ইজে-বেলার ধর্ম্মনাশে লালসাযুক্ত, কখন বা ঈদৃশ গর্হিত বাসনা জন্য অনুতপ্ত হইয়া, বহুক্ষণ দোলায়মান থাকিয়া, পরিশেষে দুষ্প্রবৃত্তিরই আয়ত্তীভূত হইল। তিনি পূর্ব্বে ইজেবেলার মুখে উৎকোচের কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্বয়ং সেই কুমারীকে কুপথগামিনী করিবার জন্য এমন উৎকোচের লোভ দেখাইতে সঙ্কল্প করিলেন যে সেই ভ্রাতৃবৎসলার তৎ-সম্বরণ অসাধ্য হইয়া উঠিবে। তিনি কুমারীকে ফাঁদে ফেলিয়া তাঁহাকে নিজের ভোগ্যা করিবার জন্য তাঁহার সহোদরের জীবনরক্ষার লোভ দেখাইবেন স্থির করিয়া রাখিলেন।

পরদিন প্রাতে ইজেবেলা এঞ্জিলোর ভবনে গমন করিয়া সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলে, এঞ্জিলো তাঁহাকে একাকিনী তৎসমক্ষে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং যখন তরুণী

বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভ্রাতার জীবন যাচ্ঞা করিলেন, তখন দুর্বৃত্ত রাজ-প্রতিনিধি প্রথমে অস্পষ্টভাবে, পরে স্পষ্টাক্ষরে, আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! জুলিয়েতা যেরূপ নিশাসময়ে সংগোপনে স্বীয় জনকের ভবন হইতে তোমার ভ্রাতার নিকটে আসিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, তুমিও যদি সেইরূপ রাত্রিকালে অন্যের অজ্ঞাতসারে আমার নিকটে আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তাহা হইলেই তোমার ভ্রাতাকে কারামুক্ত করিতে পারি, নচেৎ তাহার জীবন রক্ষা হইবে না। তাহার জীবন মরণ এখন তোমার হাতে জানিবে।

রাজপ্রতিনিধির এই সকল কথায় ইজেবেলা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! যে দোষে দোষী বলিয়া দাদার প্রাণদণ্ড হইতেছে, বিচারপতি স্বয়ং সেই দোষ করিবার জন্য আমাকে এইরূপে প্রবর্ত্তনা দিতেছেন। পরে সরল ভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমার শরীর অপবিত্র করিতে পারি না। যদি দাদার হইয়া আমার নিজের প্রাণ দিলে চলে, তাহা হইলে ফাঁসির চর্ম্মপাশ মুক্তাহারের ন্যায় আদর করিয়া গলায় পরিতে পারি। আপনার ঘৃণাকর প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বে চিরলালসিত সুখশয্যা বোধে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে প্রস্তুত আছি। অনন্তর হয়ত এঞ্জিলো আমার চরিত্রপরীক্ষার জন্য এই জুগুপ্সিত প্রস্তাব করিতেছেন, ইজেবেলা এইরূপ সংশয় প্রকাশ করিলে, এঞ্জিলো শপথ করিয়া কহিলেন, দোহাই ধর্ম্ম, আমার মনের কথাই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। তখন ইজেবেলা কুপিতা হইয়া বলি-

লেন, আর ধর্ম্মের দোহাই দিতে, হ'বে না, ছি! এতদূর জঘন্যতা! আচ্ছা, আমি এই কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিতেছি, হয় এই দণ্ডেই আপনি আমার দাদাকে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন, নয় নিশ্চয় জানিবেন, আপনি কি প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পৃথিবীশুদ্ধ লোককে বলিয়া দিব। এঞ্জিলো বলিলেন, ইজেবেল! তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? আমার অকলঙ্কিত খ্যাতি ও ভোগবিরতি সর্ব্বজন-বিদিত আছে, তোমার কথা অপেক্ষা লোকে আমার কথা অধিক প্রত্যয় করিবে। তুমি আমার বাসনানুরূপ কার্য্য করিয়া ভ্রাতাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে মুক্ত কর, নহিলে তাহার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। তুমি আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা বলনা কেন, আমার মিথ্যায় তোমার সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবে। আজি যাও, কালি তোমার মুখের কথা শুনিতে চাই।

রাজপ্রতিনিধির ভবন ত্যাগ করিয়া ইজেবেলা সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন। পথে এই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, হায়! কাহার কাছে এ দুঃখ জানাই, বলিলেই বা কে বিশ্বাস করে?

ইজেবেলার বন্দীশালা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসিবেশী রাজা তথায় গমন করিয়া ক্লদিওকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। জীবন যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন, দেখ ক্লদিও, যাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে সে বস্তুর বিনাশ আশঙ্কায় কেহই ভীত হয় না। জীবন কি? উহা নিশ্বাস বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নয়। দিনযামিনী, সায়ংপ্রাতঃ, শিশির-

বসন্ত, অমাপূর্ণিমা প্রভৃতি নভোমণ্ডল সম্বন্ধীয় যাবতীয় পরিবর্ত্তন জীবনের আধারভূত এই দেহের উপর আধিপত্য প্রকাশ করে। মানুষ কৃতান্তের ক্রীড়নক মাত্র, যতই দূরে পলাইতে চেষ্টা করুক না, কৃতান্ত তাহাকে আপনার নিকটেই টানিয়া লয়। মানবের মহত্ব কোথায়! নীচ খনি-সম্ভূত মণিকাঞ্চন তাহার গৌরবের সামগ্রী। সে ভীরুর অগ্রগণ্য, সামান্য মশক পিপীলিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ হইতেও তাহার সর্ব্বদা ভয়। দেখ, এ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাম নিদ্রা, নির্বিঘ্নে স্বষুপ্তি-স্থখ-সম্ভোগ করিতে জীব কত লালায়িত! মৃত্যু চিরনিদ্রা বই আর কিছুই নয়—কিন্তু তথাপি সেই মৃত্যুতে জীবের এত ভয়! দেহের নিজের সত্তা কোথায়? সামান্য ধূলিসম্ভূত শস্য-কণা ইহাকে বাঁচাইয়া না রাখিলে, ইহা কদিন থাকিতে পারে? মানুষের ইহ জীবনে কিছুমাত্র স্থখ নাই, যে বস্তু তাহার নাই তাহা পাইতেই নিরন্তর ব্যগ্র, আর যাহা আছে তাহার উপর আস্থাশূন্য। মানুষ নিয়ত এক ভাবে থাকিতে পারে না, হর্ষ বিষাদ ক্রোধ প্রভৃতির উদয় মাত্রেই তাহার ভাবান্তর ঘটে। রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিতে পারিলেও মানুষ নিতান্ত দরিদ্র, গাধার মত ধনের ভার বহন করে, শেষে যখন শমন আসিয়া ভার উন্মোচন করিয়া লয়, তখন যেখানকার সামগ্রী সেইখানেই পড়িয়া থাকে। এ জগতে মানুষের আত্মীয় কেহই নাই, অন্যের কথা দূরে থাক, আপনার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রও, জনকের মরণোত্তর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে বলিয়া, বার্দ্ধক্য স্থলভ রোগ-পরম্পরায়, পিতা কেন যে শীঘ্র শীঘ্র পরলোকে প্রস্থান করে না, এই ভাবিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট

হয়। মানুষের যৌবনও নাই, বার্দ্ধক্যও নাই। মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে তন্দ্রালু ব্যক্তি যেমন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে দিন রাত্রির উভয়েরই সংমিশ্রণ অনুভব করে, মনুষ্য-জীবনে যৌবন ও বার্দ্ধক্যও সেই রূপ পরস্পরের সহিত জড়িত থাকে। মানুষ যৌবনকালে প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা ও স্থিরবুদ্ধি অভ্যাস করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, পরে বৃদ্ধ বয়সে ধনসঞ্চয় করিয়া যখন সেই ধনে যৌবনলালসিত ভোগসুখের আস্বাদনে উদ্যত হয়, তখন শরীরের কান্তি, মনের ঔৎসুক্য, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য, সমস্তই হ্রাস পায়, বিষয়রস বিস্বাদ লাগে। জীবনের সারবত্তা কি, আমিত কিছুই দেখিতে পাই না। জীবিত দশায় শত শত মরণ-যাতনা অনুভব করিতে হয়, অথচ লোকে মরিতে এত ভয় করে।

রাজা কেবল ক্লদিওকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি জুলিয়েতার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং উপদেশ বচনে তাঁহাকেও আপনার দোষ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অভাগিনী জুলিয়েতা অনুতপ্ত-হৃদয়ে ও গলদশ্রুলোচনে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ক্লদিওর অপেক্ষা তাঁহার দোষ অধিক, কেননা তিনি আপত্তি না করিয়া, বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, প্রণয়-ভাজনের সহিত গর্হিত মিলনে সম্মতা হইয়াছিলেন।

ইজেবেলা সহোদরের কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া, সন্ন্যাসীকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! অগ্রজের সহিত আমার নির্জ্জনে দুই একটী কথা আছে। রাজা তৎশ্রবণে সে স্থান হইতে বিদায় লইলেন, কিন্তু ভ্রাতা ও

ভগিনীতে কি কথা হয় শুনিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের অগোচরে অন্তরালে অবস্থিত হইলেন।

ক্লদিও, ইজেবেলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি! কোন আশা আছে কি? ইজেবেলা বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন, দাদা! কালি সূর্য্যোদয়ের পর আর তোমাকে দেখিতে পাইব না। ক্লদিও বলিলেন, কোন উপায়ই কি নাই? ইজেবেলা বলিলেন, এক উপায় আছে বটে, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিলে তোমার মরা বাঁচা দুই সমান হইবে, তুমি আর লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। ক্লদিও কহিলেন, কথাটা কি শুনিতে পাই না। ইজেবেলা বলিলেন, দাদা! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়, পাছে আর কিছুকাল বাঁচিবার অনুরোধে, চির-কালের জন্য মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়। মরিতে ভয় হয় কি? অলীকভীতিই মরণকে ক্লেশকর বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। মৃত্যু-যন্ত্রণা আমাদের পদদলিত ক্ষুদ্রকায় কীটেরও যেমন ক্ষণিক, মহাপ্রাণী মানুষেরও সেইরূপ ক্ষণিক মাত্র। ক্লদিও বলিলেন, ভগিনি! তুমি আমাকে এত লজ্জা দিতেছ কেন? তুমি কি মনে কর তোমার মত কুসুমকোমলা অবলার নিকট আমি পুরুষত্ব শিক্ষা করিব? যদি মরিতেই হয় তবে আহ্লাদ সহকারেই বাহুপ্রসারণ করিয়া নবোঢ়া নায়িকাবোধে অন্তিমদশার কণ্ঠালিঙ্গন করিব।

ইজেবেলা বলিলেন, হাঁ এই কথা আমার সহোদরের উপযুক্ত বটে। পিতৃদেবের প্রেতাত্মা যেন এই কথা তোমার মুখ দিয়া বলাইলেন। দাদা! তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য। এই ভণ্ড রাজপ্রতিনিধি আমাকে বলে কি না যে তাহাকে আমার শরীর

অপবিত্র করিতে দিলে সে তোমাকে অব্যাহতি দিবে। ধর্ম্মনষ্ট করিতে না বলিয়া সে যদি আমাকে প্রাণ দিতে বলিত, তোমার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত তুচ্ছ তৃণগুচ্ছের ন্যায় আমার এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম, কিন্তু ধর্ম্ম নষ্ট ত করিতে পারি না।

সন্ন্যাসিবেশী রাজা জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ক্লদিওকে কতই উপদেশ দিয়াছিলেন, ইজে-বেলাও কথার পূর্ব্বসূচনায় ভ্রাতাকে কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু জীবিতাশা কি মোহকরী! জীবনের মায়া কি বলবতী! যত কেন গর্হিত হউক না, বাঁচিবার উপায় আছে শুনিয়া, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ক্লদিও বলিলেন, ভগিনি! মরিতে বড়ই ভয় হয়! এই সচেতন শরীর নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া পূতিগন্ধি হইবে, আর জীবাত্মা চন্দ্রার্ক-দীপ্তিশালিনী পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া চিরতিমিরময় প্রদেশে, বা সমন্তাৎ সপ্তার্চ্চিশিখাসন্তপ্ত রৌরবে, রুদ্ধ থাকিবে, ইহা মনে করিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। মরিয়া যাওয়ার অপেক্ষা রোগে রুগ্ন, অনাহারে শীর্ণ, জরায় জীর্ণ হইয়া এই পৃথিবীতে যে কদিন থাকা যায়, সেই ভাল! লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও, সহোদরের জীবন রক্ষার্থে তুমি যদি অধর্ম্মাচরণ কর, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং তাহাতে পুণ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভ্রাতার এই প্রকার কাপুরুষোচিত উক্তি শুনিয়া ইজেবেলা রোষস্ফুরিতাধরে বলিলেন, ধিক্ তোমায়! তুমি কি সহো-দরাকে নরকে ডুবাইয়া নিজে বাঁচিতে চাও? ছি! ছি! বাবা আমার তেজস্বিতার আধার ছিলেন, মা আমার

সতীলক্ষ্মী ছিলেন, তবে কেন বাবার ঔরসে মার গর্ভে এমন নরাধমের জন্ম হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম যে দাদার একটা কেন, কুড়িটা মাথা থাকিলে, দাদা অকাতরে বধ্যশিলায় সেই কুড়িটী মাথাই বাড়াইয়া দিবেন, তথাপি ভগিনীকে কলঙ্কিনী হইতে বলিবেন না। ধিক্! ধিক্! তোমার মৃত্যুতে আমার আর কিছুই খেদ নাই, তোমার মরণই ভাল।

ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া ইজেবেলা কোপভরে কারাকক্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে যতিবেশী রাজা অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, কুমারি! তোমার সহিত আমার একটী কথা আছে, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। অনন্তর ক্লদিওর নিকটে যাইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন, ক্লদিও, তোমাদের ভাইভগিনীতে যে যে কথা হইয়াছে আমি শুনিয়াছি। এঞ্জিলোকে আমি বিশেষ রূপে জানি। তিনি সংযতেন্দ্রিয়, তোমার ভগিনীর চরিত্র পরীক্ষার জন্য কেবল ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তোমার দণ্ডাজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়। বৃথা আশায় ভ্রান্ত হইও না, পরকালের চিন্তা কর, কল্য নিশ্চয়ই তোমার শেষ দিন। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া ক্লদিও লজ্জায় ও নৈরাশ্যে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া সহোদরাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভগিনি! আমার অপরাধ ক্ষমা করিও, জীবনের উপর আমার এখন এত ধিক্কার জন্মিয়াছে যে মরিলেই বাঁচি।

অনন্তর কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে নির্জ্জন স্থান লাভ করিয়া সন্ন্যাসিবেশী রাজা ইজেবেলাকে কহিলেন, কল্যাণি! ভগবান্

তোমার আকৃতি যেমন সুন্দর করিয়াছেন প্রকৃতিও সেই রূপ নির্ম্মল করিয়াছেন; যে সুন্দরীর অন্তঃকরণ অসৎপথে প্রধাবিত, তাহার দেহের সৌন্দর্য্য আপাতরম্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সার উপাদান সচ্চরিত্রতা চিরদিনই তোমার নয়নমনঃ-প্রীতি-করী মাধুরী রক্ষা করিবে। এঞ্জিলো তোমাকে যে কথা বলিয়াছে, আমি ঘটনাক্রমে তাহা শুনিতে পাইয়াছি, তুমি ভ্রাতার অপমৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত কি উপায় স্থির করিতেছ? ইজেবেলা বলিলেন, মহাশয়! উপায় আর কি আছে? নশ্বর জীবনে ধর্ম্মই সার পদার্থ। ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আমাকে অগত্যা সহোদরের মৃত্যু-শোক সহ্য করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী যে ছদ্মবেশী রাজা, ইজেবেলা তাহা জানিতেন না, অতএব মনের আবেগ বশতঃ বলিলেন, মহাশয়! এই এঞ্জিলোকে রাজপ্রতিনিধি করাতে আমাদের রাজা কি প্রতারিত হইয়াছেন! যদি কখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন, আর আমি রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এঞ্জিলোর বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া দিব। রাজা বলিলেন, তাহা অসম্ভব নয়, কিন্তু এক্ষণে যতদূর দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এঞ্জিলো তোমার কথা উড়াইয়া দিতে পারিবেন। তুমি যদি আমার পরামর্শ মত কাজ কর, তাহা হইলে একটী নৈরাশ্য-ক্ষুভিতা সাধ্বী বনিতার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিবে, ভাইকে কঠোর রাজশাসন হইতে বাঁচাইতে পারিবে, তোমার পবিত্র চরিত্রে কোন কলঙ্কস্পর্শ হইবে না, আর যদি সম্প্রতি-প্রবাসগত রাজা কখন দেশে আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহারও মনস্তুষ্টি জন্মিবে। ইজেবেলা বলিলেন,

ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে আমি সকল কাজই করিতে পারি। রাজা বলিলেন, যাহার চিত্ত ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, সে সর্ব্বদাই সাহসী। তুমি সমুদ্রমগ্ন বিখ্যাত সেনাপতি ফ্রিদরিকের নাম শুনিয়া থাকিবে, তাঁহার ভগিনী মেরিয়নার নাম শুনিয়াছ কি? ইজেবেলা বলিলেন, শুনিয়াছি, লোকে তাঁহার সুনামই করিয়া থাকে। রাজা বলিলেন, এই মেরিয়না এঞ্জিলোর বনিতা। ফ্রিদরিক যে অর্ণবপোতে জলনিমগ্ন হন, সেই অর্ণবপোতে অন্যান্য সম্পত্তিসহ মেরিয়নার বিবাহের যৌতুকের টাকা ছিল। এঞ্জিলো অভিলষিত অর্থ প্রাপ্তিতে হতাশ হইয়া, যে সময়ে সান্ত্বনাবচনে সেই ভ্রাতৃবিয়োগবিধুরার দরবিগলিত অশ্রুধারার বেগ নিরোধ করিবেন, না সেই সময়ে গর্হিতাচারের ছল ধরিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। যুবতী যুগপৎ প্রভূত বিভব, ভগিনীবৎসল ভ্রাতা, ও অভিমত স্বামীর স্নেহ, সমস্তই হারাইয়া, তদবধি নিরন্তর মনের ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। এঞ্জিলোর এই নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার অনুরাগ কোথায় মন্দীভূত হইবে, না স্রোতস্বতীর প্রতিরুদ্ধ স্রোতোবেগের ন্যায় অধিকতর উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মেরিয়না অদ্যাপি প্রথম সঞ্জাত অনুরাগাতিশয়ের সহিত এঞ্জিলোর উপর প্রণয়বতী আছেন।

এইরূপে পূর্ব্বাভাস করিয়া রাজা ইজেবেলাকে যে কপট প্রবন্ধের অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন। সেই কপট নাটক এই—ইজেবেলা লর্ড এঞ্জিলোর নিকটে যাইয়া ভ্রাতার কারামুক্তির জন্য তাঁহার গর্হিত প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি দিয়া আসিবেন। পরে অন্ধকারময় সঙ্কেত-স্থানে মেরিয়না তাঁহার পরিবর্ত্তে অভিসারিকা হইবেন।

কথা শেষ করিয়া সন্ন্যাসিবেশী রাজা কহিলেন, ইজেবেল! এই প্রবঞ্চনার কার্য্য করিতে তোমার সঙ্কোচ হয় কি? স্বামি-স্ত্রীর সম্মিলনসাধনে ত কোন পাপ নাই। ইজেবেলা সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণেই এঞ্জিলোর ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাও তাঁহাকে মেরিয়নার ভবন নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিলেন যে অপরাহ্নে সেই স্থানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে। বলা বাহুল্য যে রাজা ছদ্মযোগীর বেশে ইতি-পূর্ব্বে মেরিয়নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এঞ্জিলোর উপরে তাঁহার উৎকট অনুরাগের কথা তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছিলেন।

রাজা বন্দীশালা পরিত্যাগ করিয়া মেরিয়নাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে লুসিওর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুবকই ইজেবেলাকে তাঁহার সহোদরের বিপত্তির কথা জানাইয়াছিলেন। লুসিও বংশমর্য্যাদায় সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইলেও স্বভাবদোষে প্রাকৃত জনেরও অধম ছিলেন। ধনের লোভ দেখাইয়া তিনি যে কত দরিদ্রা কুলবালার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ছিল না। লুসিও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, বিহিত অভিবাদন করিয়া, তাঁহার সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্লদিওর প্রাণদণ্ডপ্রসঙ্গে এঞ্জিলোর নিন্দা করিয়া বলিলেন, আমাদের রাজা এখানে থাকিলে কখনই এমন ঘটিত না। রাজা কহিলেন এই নগরে ক্রমশঃ কুলকন্যা-দূষকের দল যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দণ্ড-কাঠিন্য ভাল নয় কি? লুসিও কহিলেন, কিছু দণ্ড ভাল বই কি,

কিন্তু লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেন? আমাদের রাজা কাহাকেও দণ্ড দিতেন না. তিনি নিজে এ রসের রসজ্ঞ কিনা, তাই অত দয়া প্রকাশ করিতেন। রাজা বলিলেন, তোমাদের রাজার ইন্দ্রিয়দোষ আছে এ কথা ত পূর্ব্বে শুনি নাই; লোকে ইন্দ্রিয়-সংযমনের জন্যই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে। লুসিও বলিলেন, যোগিবর! আপনি কিছুই জানেন না, রাজবাটীতে আমার গতিবিধি আছে, রাজা বিবাহ করেন নাই বটে, কিন্তু অনেক নবযৌবনা প্রমদার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আছে। মত্ততা-জনক মদিরাতেও তাঁহার আদর বড় অল্প নহে। এইরূপে বাচালতা প্রকাশ করিয়া, লুসিও, বিয়েনাধিপতি যে লম্পট, মাতাল, রণভীরু, মূর্খ ও নির্ব্বোধ, ইহাই উদেঘাষণ করিয়া দিলেন। রাজা আপনার অমূলক নিন্দাবাদ শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, যিনি যত বড় লোক হউন না, নিন্দুকের কুৎসা হইতে কাহারও নিস্তার নাই। খলরূপ মশকেরা সজ্জনের শুভ্র যশঃশরীর-পৃষ্ঠভাগে দংশনার্থে নিয়তই উড়িয়া বেড়ায়। এ পৃথিবীতে এমন পরাক্রান্ত রাজা কে আছেন যে নিন্দুকের রসনা শাসনে রাখিতে পারেন?

ইজেবেলা নির্দ্ধারিত সময়ে মেরিয়নার বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে সন্ন্যাসী তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভে! সাধুবৃত্ত রাজপ্রতিনিধির সংবাদ কি? ইজেবেলা যেরূপ কপটতা পূর্ব্বক কুলটাবৃত্তিতে সম্মতা হইয়া আসিলেন তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন, এঞ্জিলোর একটী ইটের পাঁচিলে ঘেরা বাগান আছে, তাহার পশ্চিম দিকে আঙুরের ক্ষেত, এই বড় চাবিটী দিয়া

সেই আঙুর ক্ষেতের ফটক খোলা যাইবে, আর ক্ষেতের দিকে পাঁচিলে যে ছোট কপাট আছে, এই ছোট চাবিটী সেই কপাটের। এই বলিয়া চাবি দুটী মেরিয়নার হস্তে প্রদান করিলেন। পরে এঞ্জিলো তাঁহাকে যেরূপে প্রাচীরদ্বার হইতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের তোরণ পর্য্যন্ত দুইবার সঙ্গে লইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পথের সরলতা ও বক্রতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, ও নিকটে কেহ না থাকিলেও, যেরূপে দুর্বৃত্তজনোচিত মৃদুমিতভাষণে স্বীয় দুশ্চেষ্টিত-সংক্রান্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া, মেরিয়নাকে বলিলেন, আমি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছি, আমার সঙ্গে একজন দাসী থাকিবে, দাসীকে কিয়দ্দূরে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া, ভ্রাতার মঙ্গলোদ্দেশে যেন গোপনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি এই ছল করিয়া এখানে আসিব, অতএব অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। ভগিনি ! তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে কোন কথা কহিও না, কেবল আসিবার সময়ে কাণে কাণে বলিয়া আসিও, এখন দাদার কথা ভুলিবেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে অন্য কোন সঙ্কেত নিরূপিত হইয়াছে কি ? ইজেবেলা কহিলেন, আর কিছুই হয় নাই, কেবল চন্দ্র অস্ত যাইলে যখন রাত্রি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, তখনই যাইতে হইবে, এইমাত্র। রাজা ইজেবেলার চতুরতার প্রশংসা করিয়া বিদায় লইলেন।

রজনী তিমিরাবৃত হইলে ইজেবেলা মেরিয়নাকে সঙ্গে লইয়া নিরূপিত স্থানে পহুঁছিয়া দিলেন। এই প্রকার প্রতারণা দ্বারা ভ্রাতার জীবন রক্ষা পাইল, অথচ আপনারও বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রহিল, এই মনে করিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত

হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লদিওর যে কোন অমঙ্গল ঘটিবে না, রাজা সে বিষয়ে তত নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি সেই রাত্রি দুই-প্রহরের সময়েই বন্দীশালায় গমন করিলেন। ক্লদিওর ভাগ্য ভাল যে রাজা তেমন সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, নহিলে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইত; কেননা রাজার আগমনের অল্প-ক্ষণ পরেই পাষণ্ড এঞ্জিলো কারাধ্যক্ষকে সেই রাত্রিতেই ক্লদিওর শিরশ্ছেদ করাইয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে ছিন্ন-মস্তক পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজা ক্লদিওর মস্তকচ্ছেদন স্থগিত রাখাইয়া, কারাগারে সদ্যোমৃত তৎসমানাবয়ব এক ব্যক্তির মস্তক দেহবিযুক্ত করিয়া, ক্লদিওর মস্তক বলিয়া প্রতিনিধির সমীপে পাঠাইয়া দিতে কারাধ্যক্ষকে প্রবর্ত্তনা দিলেন। কারাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীকে রাজা বলিয়া বুঝিতে পারে নাই, ধর্ম্মব্রত সাধু-দিগকে যেরূপ সম্মাননা করিতে হয়, তাহাই করিয়া আসিতে-ছিল। আমি অধীন কর্ম্মচারী, প্রতিনিধির আদেশ অপালনে আমার উপর গুরুতর দোষ স্পর্শিবে, সেই ব্যক্তি এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলে, রাজা স্বহস্ত লিখিত স্বনামাঙ্কিত এক পত্র হস্তে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এ হস্তাক্ষর চিন কি? কারাধ্যক্ষ স্বয়ং মহারাজের স্বাক্ষর দেখিয়া সন্ন্যাসী যে নৃপতির নিতান্ত বিশ্বাসভাজন তাহাই মনে করিল, সুতরাং আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উপদেশ মত কার্য্য করিল।

অনন্তর রাজা, আর কালব্যাজ না করিয়া, রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিলো ও প্রধান মন্ত্রী লর্ড এস্‌কাইলস্‌কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে ঘটনাবশতঃ আমার বিদেশগমন ঘটিয়া

উঠিল না, আগামী প্রত্যুষেই আমি বিয়েনা নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইব; তোমরা পুরদ্বারে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী সহ উপস্থিত থাকিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; আমি সেই স্থানেই পুনর্ব্বার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিব; আর তোমরা নগরবাসী সমস্ত লোকের অবগতির নিমিত্ত প্রচার করিয়া দিবে যে আমার অনুপস্থিতিকালমধ্যে অবিচার নিবন্ধন যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই স্থানে আমার নিকট তাহার অভিযোগ করে, পরে আর কোন কথা শুনিব না।

রাজার অকস্মাৎ প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া, ও অবিচার-ক্ষুভিত প্রজাবর্গের অভিযোগের সুযোগ দেখিয়া, এঞ্জিলো দুর্ম্মনায়মান হইলেন। ভাবিলেন, ভ্রাতৃশোকবিহ্বলা ইজেবেলা সেখানে যাইয়া রাজাকে কোন কথা বলিয়া দিবে না ত? ক্লদিওকে ছাড়িয়া দিলেই হইত, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে যে কারণে তাহার জীবন রক্ষা পাইল, সে কোন না কোন সূত্রে তাহা জানিতে পারিত, তখন কি সে অপমান সহ্য করিত? যৌবনসুলভ উষ্ণশোণিতে উত্তেজিত হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই গোপনে আমার প্রাণবধ করিত। অনন্তর এই স্থির করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন, কোন্ কুলবালা আপনার কলঙ্কের ডালা আপনি মাথায় করিয়া বেড়ায়? ইজেবেলা ঢাকিবে বই কখনই এ কথা রাষ্ট্র করিবে না।

অতিপ্রত্যূষেই ইজেবেলা বন্দীশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে ক্লদিও-সংক্রান্ত প্রকৃত সংবাদ গোপন রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত

ছিল. অতএব প্রাতঃকালোচিত অভিবাদনানন্তর যখন ভ্রাতৃবৎসলা ইজেবেলা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আমার সহোদরের কারামুক্তির আদেশ আসিয়াছে কি? তখন সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন. পুণ্যব্রতে! এঞ্জিলো তোমার ভ্রাতাকে একেবারে ভবকারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন. এই কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে ক্লদিওর ছিন্নমস্তক প্রেরিত হইয়াছে। তখন শোক-ব্যাকুলা ইজেবেলা বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া এঞ্জিলোকে গালি দিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, এখন কাঁদিয়া আর গালি দিয়া কি ফল হইবে? আমি সংবাদ পাইয়াছি অনতিবিলম্বেই রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন, তুমি যদি এঞ্জিলোকে অপদস্থ করিতে চাও, রাজার নিকট নালিশ কর, আমি সাক্ষ্য দিব। অনন্তর যেরূপে যথায় যাহা বলিয়া নালিশ করিতে হইবে, সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন, যদিও এই অভিযোগব্যাপার প্রথমে তোমার বিরুদ্ধে যাইবে, তথাপি ভীতা হইও না, শেষে তোমার জয় হইবে। পরে ইজেবেলাকে বিদায় দিয়া, রাজা, মেরিয়নার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ঐ যুবতীকেও যাহা যাহা করিতে হইবে সমস্ত শিখাইয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমনার্থে সমাগত জনতার মধ্য দিয়া স্বরাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। নগরতোরণে এঞ্জিলোপ্রমুখ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিস্তর সমাদর প্রকাশ করিয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে এঞ্জিলোকে সম্মানিত করিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসাদি সম্ভাষণ শেষ হইলে, অবসর

বুঝিয়া, ইজেবেলা প্রতীকারপ্রার্থনী অর্থিনী রূপে রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, দোহাই মহারাজ! কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ করিয়া এই মন্দভাগিনীর আবেদন শ্রবণে কর্ণপাত করুন। আমার নাম ইজেবেলা, আমি ব্যভিচার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক্লদিওর ভগিনী। ভ্রাতার দণ্ডনিস্কৃতি লাভার্থে আমি রাজপ্রতিনিধির নিকটে যে কতবার যাতায়াত করিয়াছি, কত অনুনয় বিনয় করিয়াছি, তিনি যে কতবার আমারে ফিরাইয়া দিয়াছেন. মহারাজের নিকটে তাহার কত পরিচয় দিব? সে অনেক কথা। মনঃপীড়ায় ও ব্রীড়ায় আক্রান্ত হইলেও, কেবল আমার কাহিনীর কদর্য্য উপসংহার নিবেদন করি। এঞ্জিলোর অবৈধ উপভোগের নিমিত্ত আমাব শরীর প্রদান না করিলে তিনি আমার ভ্রাতাকে নিস্কৃতি দিবেন না এই কথা আত্মমুখে ব্যক্ত করিলে, আমি মনোমধ্যে বিস্তর আলোচনা করিলাম। অবশেষে ভ্রাতৃস্নেহ আমার ধর্ম্মবুদ্ধিকে অভিভূত করিল। আমি গত রাত্রিতে ঠিক দ্বিতীয় প্রহর সময়ে তাঁহার উদ্যানস্থ প্রমোদ-ভবনে যাইয়া তাঁহার বিলাস-সহচরী হইলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া এঞ্জিলো সত্যপালন করেন নাই। তিনি রাত্রির অবসান প্রতীক্ষা না করিয়াই আমার ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করাইয়াছেন।

এই অভিযোগ যে নিতান্ত অবিশ্বাস্য রাজা এই রূপ ভাণ করিলে, এঞ্জিলো বলিলেন, মহারাজ! দণ্ডবিধি শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিধনপ্রাপ্ত সহোদরের শোকে এই রমণীর বুদ্ধিবৈকল্য ঘটিয়াছে।

এই সময়ে মেরিয়না আসিয়া বলিলেন, মহারাজের জয়

হউক! যেমন রবিমণ্ডলে রশ্মির, মানুষে বাক্‌শক্তির, সত্যবচনে অর্থোপপত্তির এবং ধর্ম্মে সত্যের অস্তিত্ব অবিসংবাদিত, সেই রূপ আমিও নিঃসন্দেহ এই মহান্ এঞ্জিলোর ধর্ম্মপত্নী। ইজেবেলা যে কথা বলিতেছেন উহা সমস্তই অলীক। উদ্যানগৃহে আমিই আমার স্বামীর সহিত গতযামিনীর দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহন করিয়াছি, আমার এ কথা যদি মিথ্যা হয় আমি যেন এই স্থানেই স্থাণুবৎ নিশ্চল থাকি। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এঞ্জিলো! এই কামিনী কি তোমার সহধর্ম্মিণী? এঞ্জিলো অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, মহারাজ! ইহার সহিত আমার বিবাহ নামমাত্র। চরিত্রদোষে আমি ইহার মুখাবলোকন করি না, এবং ইহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকারও করি না।

রাজা সর্ব্বসমক্ষে ইজেবেলার পবিত্রতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই মেরিয়নার মুখ দিয়া ঐ কথা গুলি বলাইয়াছিলেন, কিন্তু এঞ্জিলো স্ত্রীলোকদুটীর পরস্পর বিরোধী বাক্যে আত্মনির্দ্দোষিতা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিবেন মনে করিয়া বলিলেন, রাজন্! এতক্ষণ এই স্ত্রীলোকদুটীর ধৃষ্টতায় আমার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু আমার তিতিক্ষা সীমা অতিক্রম করিল, দেখিতেছি এই নষ্টবুদ্ধি নারীদ্বয়, কোন দুষ্টলোকের প্রবর্ত্তনায়, আমাকে লোকসমাজে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়াছে, ইহার আমূল অনুসন্ধান লইবার অনুমতি হউক। রাজা বলিলেন, সর্ব্বান্তঃকরণেই অনুমতি দিতেছি।

রাজা ছদ্মসন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ কালে আপনাকে লদবিক নামে পরিচয় দিয়াছিলেন। ইজেবেলাকে সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সন্ন্যাসী লদবিকের নাম করিলেন। রাজা

শুনিয়া বলিলেন, কই লদবিক নামে কোন তপস্বী আছেন আমি ত তা জানি না ; লুসিও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি অমনি বলিলেন, মহারাজ! এই ব্যক্তিকে আমি চিনি, গতকল্য অপরাহ্ণ সময়ে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই দুষ্ট তাপস যা মুখে আসিল তাই বলিয়া মহারাজের নিন্দা করিতে লাগিল, যদি বিষয়ী লোক হইত, আমি উচিত মত শিক্ষা দিতাম। রাজা লুসিওর কথায় কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া ইজেবেলাকে আদেশ করিলেন, তোমার সাক্ষী হাজির কর। অনন্তর লর্ড এঞ্জিলোর হস্তেই এই মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পণ করিয়া এস্কাইলসকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি লর্ড এঞ্জিলোর সহিত একত্র থাকিয়া সূক্ষ্ম ধীশক্তি প্রয়োগ দ্বারা এই চক্রান্তের যথার্থ তথ্য নিরূপণ কর। প্রকৃত দোষীকে দণ্ড দিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিও না, ঋষিনির্বিশেষ লর্ড এঞ্জিলোর চরিত্রে ঈদৃশ দোষারোপ করিয়া যেন কেহ বিনাদণ্ডে অব্যাহতি না পায়। আমি কার্য্যান্তর সম্পাদন জন্য কিয়ৎকাল অবসর গ্রহণ করিলাম। তোমরা বিচার শেষ না করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিও না।

এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজা অন্তর্হিত হইলেন। পরে আগুল্‌ফবিস্তৃত স্থূল বহির্বাস, ললাটভাগপ্রসারী শিরস্ত্রাণ, গণ্ডদ্বয়ব্যাপী বক্ষোবিলম্বী কৃত্রিম শ্মশ্রু প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বিচারসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রী এস্কাইলসের ধারণা হইয়াছিল যে এই যোগীই মিথ্যা করিয়া মহানুভব এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন, অতএব ছদ্মবেশী রাজাকে আসিবা-

মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তুমি এই স্ত্রীলোক দুইটীকে মিথ্যা নালিশ করিতে শিখাইয়া দিয়াছ? যোগী উত্তর করিলেন, রাজা কোথায়? আমি তাঁহাকেই সকল কথা বলিব। এঞ্জিলো বলিলেন, রাজশক্তি আমাদের হস্তে নিহিত হইয়াছে, আমাদিগকেই রাজা বলিয়া জানিও। তখন রাজা ইজেবেলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! যখন রাজা এখানে নাই তখন আর সুবিচারের আশাও নাই। নিরীহ মেষ-শাবক কি ধূর্ত্ত শৃগালকে আঁটিতে পারে? রাজা কি নির্ব্বোধ! যে দুরাত্মা ঈদৃশ গর্হিত কাজ করিল, তাহারই হস্তে তাহার আপনার দোষের বিচার করিবার ভার দিলেন। আমি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, রাজ-শাসনের এত বিশৃঙ্খলা কোথাও দেখি নাই।

সন্ন্যাসীর এই প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশে মন্ত্রী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার নিতান্ত আস্পর্দ্ধা, তুমি মহানুভব এঞ্জিলোর সমক্ষেই তাঁহাকে দুরাত্মা বলিয়া গালি দিলে, আবার রাজার নিন্দা করিয়া সমগ্র রাজ্যতন্ত্রের উপর দোষারোপ করিতেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। রাজা বলিলেন, মন্ত্রিবর! অত রাগ করিবেন না, আমি আপনাদের রাজাকে ভয় করি না, আমি তাঁহার প্রজা নহি, উচিত কথা বলিব। এস্কাইলস্ কোপ সংবরণ করিতে না পারিয়া সত্য সত্যই সন্ন্যাসীকে কারাগারে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পদাতিক গাত্রে হস্তপ্রসারণ করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তোমাদের রাজা যেরূপ আপনার শরীরে ক্লেশ দিতে পারেন না, আমার এই

শরীরে ক্লেশ দিবার জন্যও সেই রূপ হস্ত উত্তোলন করিতে পারেন না। পদাতিককে প্রতিহত হইতে দেখিয়া, লুসিও, এঞ্জিলোর ইচ্ছানুসারে যোগীকে আয়ত্ত করিবার মানসে যেমন বলপূর্ব্বক তাঁহার শ্মশ্রু আকর্ষণ করিলেন, অমনি শ্মশ্রুর সহিত ছদ্মবেশবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন সকলে সম্ভ্রম-চকিত নয়নে দেখিতে পাইলেন যে সন্ন্যাসী আর কেহই নয়, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর।

রাজা আসন পরিগ্রহ করিয়া ইজেবেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইজেবেল! তোমার সন্ন্যাসী এখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার মন পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তোমার কার্য্যার্থে তাহাকে এখনও নিয়োজ্য বলিয়া জানিবে। ইজেবেলা বলিলেন, মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করিবেন, এ কিঙ্করী না জানিয়া আপনাকে অনেক বিরক্ত করিয়াছে। ইজেবেলার প্রকৃত মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা তখনও ক্লদিও সংক্রান্ত সংবাদ গোপন রাখিয়া বলিলেন, ক্ষেমাস্পদে! আমিই তোমার ক্ষমার পাত্র হইয়াছি, কেননা ক্ষমতাসত্ত্বেও তোমার সহোদরের জীবন রক্ষা করিতে পারি নাই। অনন্তর এঞ্জিলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কেমন! তোমার দোষ ঢাকিবার কোন উপায় আছে কি?

লজ্জায় ও সন্ত্রাসে ম্রিয়মাণ এঞ্জিলো, রাজা যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার মতিচ্ছন্নতা জানিতে পারিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন, নরেন্দ্র! সর্ব্বসাক্ষী পুরুষের ন্যায় আপনি আমার গুহ্যতম কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, পামরাতিপামর না হইলে এখন আর আমি দোষ ঢাকিতে

খাইব না, আমি আত্মমুখে দোষ স্বীকার করিতেছি—এখন এই ভিক্ষা চাই আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, অবিলম্বে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। রাজা বলিলেন, এঞ্জিলো তোমার দোষ এত স্পষ্ট যে ঢাকিবার কোন উপায়ই নাই। যে বধ্যশিলায় ক্লদিওর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, সেই বধ্যশিলায় ঘাতুক তোমারও শিরশ্ছেদ করুক। মেরিয়না তোমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

স্বামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া মেরিয়না গলদশ্রু-লোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করাইবার নিমিত্তই কি এক রাত্রি স্বামিসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন? রাজা বলিলেন, মেরিয়নে! এঞ্জিলো তোমার মত সাধ্বী পত্নীর যোগ্য পতি নয়, তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, এঞ্জিলোর মৃত্যুর পর তুমি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। তখন কত ভাল ভাল লোকে তোমাকে আদর করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে চাহিবে। মেরিয়না বলিলেন, মহারাজ! আমার এই স্বামীই ভাল, অন্য ভালতে প্রয়াস নাই। অনন্তর ইজেবেলা যে রূপ দীন ভাবে এঞ্জিলোর নিকটে ক্লদিওর জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, পতিব্রতা মেরিয়নাও সেইরূপ দীনভাবে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক রাজার নিকটে এঞ্জিলোর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন।

স্ত্রীপ্রকৃতিসুলভ তীক্ষ্ণমতিত্ব প্রভাবে মেরিয়না বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইজেবেলা রাজার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্রী হইয়াছেন, অতএব কাতর ভাবে সঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইজেবেল! তুমি কি আমার হইয়া রাজার

নিকটে স্তবস্তুতি করিবে না? আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাও, যতদিন বাঁচিব, এই উপকৃতির জন্য তোমার চিরক্রীতা দাসী হইয়া থাকিব। রাজা বলিলেন, মেরিয়নে! তুমি ক্ষেপিয়াছ নাকি? ইজেবেলা যদি এঞ্জিলোর জন্য দয়ার প্রার্থিনী হয়, তাহা হইলে না ক্লদিওর প্রেতাত্মা উহাকে তিরস্কার করিবে? কিন্তু স্বামীর প্রাণদণ্ডশঙ্কিতা মেরিয়না তথাপি বলিলেন, লক্ষ্মি ইজেবেল! তুমি কেবল আমার পাশে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, কথা কহিও না, মহারাজের দয়া উদ্রেক করিবার জন্য যা বলিবার আমিই বলিতেছি। লোকে বলে, পাপই কত লোকের সাধুতা-প্রবর্ত্তক হয়, প্রথমে পাপ করিয়া, অনুতপ্ত হইয়া, কত লোকে শেষে সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, আমার স্বামীও সেই রূপ হইতে পারেন। ইজেবেল! তুমি কি আমার এই সঙ্কটের সময় একটীবারও হাত জোড় করিবে না?

মেরিয়নার বাক্যাবসানে রাজা ইজেবেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ক্লদিওর প্রাণদণ্ড করাতেই আমি এঞ্জিলোর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছি। কিন্তু ইজেবেলা ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভূমিবিন্যস্তজানু হইয়া করপুটে রাজাকে বলিলেন, দীনবৎসল! আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হইয়া আপনি এ ব্যক্তির উপর দয়া প্রকাশ করুন। সংকল্পিত পাপ যতক্ষণ কার্য্যে অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ রাজদণ্ডের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, আমাকে মনে করিয়া এ ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মপত্নীতেই উপগত হইয়াছে। ব্যভিচার অপরাধ ইহার উপর বর্ত্তিতে পারে না। কিন্তু আমার ভ্রাতা যথার্থ দোষী,

আর চিরপ্রতিষ্ঠিত দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারেই তাঁহার প্রাণদণ্ড বিহিত হইয়াছে। আমার বেশ বোধ হইতেছে এ ব্যক্তি যতক্ষণ না এই মন্দভাগিনীর মুখ দেখিয়াছিল ততক্ষণ কোন অন্যায়াচরণ করিতে ইচ্ছা করে নাই।

ইজেবেলার ঔদার্য্য, ও যুক্তি প্রয়োগে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া, রাজা অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, সুন্দরি! তোমার অনুরোধে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলাম। অনন্তর পূর্ব্ব আয়োজন অনুসারে অনতিদূরে লুক্কায়িত ক্লদিওকে সম্মুখে আনাইয়া বলিলেন, সুমুখি! দেখ দেখি ইহাকে চিনিতে পার কি না? ইজেবেলা ভ্রাতাকে জীবিত দেখিয়া আনন্দবিস্ফারিত লোচনে যেমন নৃপসন্নিধানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, অমনি রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, এ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুমি আমাকে তোমার পাণিগ্রহণে অনুমতি কর। এখন হইতে যাহা আমার, তাহা তোমার হইল, তোমার শরীর মনও আমার হউক।

অনন্তর ভূপতি ক্লদিওকে জুলিয়েতার পাণিগ্রহণে অনুমতি দিয়া এঞ্জিলোর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এঞ্জিলো! আমি সবিশেষ সন্ধান লইয়াছি, তোমার স্ত্রী অপাপবিদ্ধা, তাহার পতিভক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে, এমন স্ত্রীকে কখন অযত্ন করিও না। এঞ্জিলো তিন দিন রাজক্ষমতা পাইয়া অন্তঃকরণকে করুণাবর্জ্জিত ও পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন।

পরে রাজা লুসিওকে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আমার অত নিন্দা করিয়াছিলে? লুসিও উত্তর

করিলেন, মহারাজ! আমি রাজদ্রোহী নই, পরের নিন্দা করা মানুষের স্বভাব, আমি সেই জনসাধারণ রীতির অনুবর্ত্তী হইয়াই আপনার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিলাম। রাজা বলিলেন, তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ বলিয়া নয়, ব্যভিচার দোষের দণ্ড স্বরূপ তোমার প্রতি এই আদেশ করিলাম তুমি সম্প্রতি অর্থের লোভে ভুলাইয়া যে ইতর জাতীয়া কন্যাটীকে উপপত্নী রাখিয়াছ তাহাকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচবংশোদ্ভবা কন্যাকে কিরূপে সহধর্ম্মিণী করিব এই বলিয়া লুসিও কত আপত্তি করিলেন, কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ইজেবেলা ধর্ম্মচিন্তায় জীবন যাপন করিবেন বলিয়া চির-কৌমারব্রতে দীক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার ঐকান্তিক অনুরাগদর্শনে সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া রাজ-মহিষী হইলেন। রাজা, পরম গুণবতী সাধ্বী ইজেবেলাকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর পবিত্র স্বভাবের প্রভাবে, জুলিয়েতার পর হইতে বিয়েনা নগরে কোন যুবতী, উৎকট অনুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়-ভাজনের সহিত কলত্র-ব্যবহারে সম্মত হইয়াছেন এরূপ কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন।

এথেন্স নগরে, কন্যাদান বিষয়ে জনকের সম্পূর্ণ ক্ষমতা বলবৎ রাখিবার অভিপ্রায়ে, এই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল, যে যদি কোন কুমারী স্বীয় পিতার অভিমত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিতে না চায়, তবে পিতা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা অবাধ্য কন্যার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু জনক হইয়া কেহই পুত্রীর মৃত্যু কামনা করে না, অতএব কুমারীরা পতিনির্ব্বাচনে অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে, এথেন্স নগরবাসী কোন ব্যক্তিই এই রাজনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিত না, কেবল আইন দেখাইয়া মুখে ভয় দেখাইত মাত্র।

একদা সত্য সত্যই ইজিয়স্ নামক এক প্রাচীন এথিনিয়ান, এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ মানসে, এথেন্সরাজ থিসস্ নৃপতির নিকটে আসিয়া আবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি দিমিত্রিয়স-নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে আমার কন্যা হার্ম্মিয়ার বরপাত্র মনোনীত করিয়াছি, কিন্তু অবাধ্যা কন্যা, লাইসন্দর নামক অপর এক যুবকের প্রণয়ে আসক্তা হওয়াতে, আমার মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করিতে চাহে না; আপনি প্রতিষ্ঠিত বিধি অনু-সারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করুন।

হার্ম্মিয়া নৃপতি সমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! দিমিত্রিয়স পূর্ব্বে আমার আশৈশব-প্রিয়-বয়স্যা হেলেনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করাতে, হেলেনাও দিমিত্রিয়সের উপর নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছেন, প্রিয়সখীর মনে ক্লেশ দিয়া তাঁহার প্রণয়পাত্রকে আমি নিজের বরপাত্র করিতে পারি না। কিন্তু তনয়ার সখীজনোচিত এই সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া ইজিয়স্ অভিযোগে নিবৃত্ত হইলেন না, বিচার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

এথেন্সপতি থিসস্ অতি মহানুভব ও দয়ালুপ্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপিত বিধির প্রতিকূলে কার্য্য করিতে পারেন না, অতএব হার্ম্মিয়াকে আদেশ করিলেন, আমি তোমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য চারি দিন সময় দিলাম। চতুর্থ দিবস অবসানে তোমাকে দিমিত্রিয়সকে পতিত্বে গ্রহণ অথবা তদন্যথায় ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

হার্ম্মিয়া রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাজন লাইসন্দরের ভবনে গমন করিলেন এবং উপস্থিত বিপদ্‌বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, প্রিয়তম! হয় আমাকে তোমার আশা ত্যাগ করিয়া দিমিত্রিয়সকে পতিত্বে বরণ, নয় ইহলোক হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি আমার জীবনাধিক প্রিয়তর, জীবনের মায়ায় তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার মরণই মঙ্গল; তাই আজি জন্মের মত তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিলাম।

লাইসন্দর শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অবশেষে কিরূপে প্রিয়তমাকে আপতিত আপৎ হইতে উদ্ধার করিবেন

তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্মরণ হইল, যে এথেন্স নগরের সীমা বহির্ভাগে এই আইন প্রচলিত হইবার বিধি নাই। এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া দুইজনে অন্যত্র চলিয়া যাইলে হার্ম্মিয়ারও প্রাণরক্ষা পায়, আর তাঁহারও ঐ কামিনীকে বিবাহ করা ঘটিয়া উঠে। এই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করিবার সুবিধাও ছিল, কেননা এথেন্সের কিছু দূরে তাঁহার এক পিতৃব্যপত্নী বাস করিতেন। অতএব, সেই স্থানে গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া, তিনি হার্ম্মিয়াকে বলিলেন, প্রিয়তমে! যদি তুমি অদ্য সন্ধ্যার পর পিত্রালয় হইতে পলায়ন করিতে পার, তবে আমি তোমাকে আমার পিতৃব্যপত্নীর আলয়ে লইয়া গিয়া সেই খানে বিবাহ করি। বসন্তকালে তুমি হেলানাকে সঙ্গে লইয়া নগরের অদূরবর্ত্তী যে কাননে আমার সহিত ভ্রমণ করিতে যাইতে, আমি সেই কাননে তোমার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।

হার্ম্মিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং প্রিয়সখী হেলেনা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে পলায়নের সংকল্প ব্যক্ত করিলেন না। কুমারীরা কুসুমশরের শরবিদ্ধ হইলে অনেক সময়ে অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকে। হেলেনা, কন্দর্পের শাসন অবহেলনে অসমর্থা হইয়া, অনাদৃতা হইলেও, দিমি-ত্রিয়সের উপর অনুরক্তা ছিলেন। তিনি সন্ধ্যার পর ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত যুবকের নিকট কথা প্রসঙ্গে হার্ম্মিয়ার পলায়ন সঙ্কল্প বলিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের যে কোন বিশেষ উপকার হইবে সে আশা ছিল না, তবে দিমিত্রিয়স এই সংবাদ পাইয়া নিশ্চয়ই হার্ম্মিয়ার অনুসন্ধানে যাইবেন, তিনিও সেই

সময়ে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া কথোপকথন ও পর্য্যটন করিবেন, এই আপাতসুখের জন্যই বয়স্যার বিশ্বাসভঙ্গ করিলেন।

লাইসন্দর ও হার্ম্মিয়া যে কাননে আসিয়া একত্রিত হইবেন কথা ছিল, সেই কাননে পরীদিগের সর্ব্বদা সমাগম হইত; পরীরাজ অবিরণ ও তদীয় রাজ্ঞী তিতেনা অনুচর সমভিব্যাহারে সেই স্থানে নিশাসময়ে সমাগত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

এই সময়ে পরীর রাজা ও রাজ্ঞীর মধ্যে পরস্পর মনান্তর ঘটাতে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। শুভ্র কৌমুদীময়ী রাত্রিতে লতাবিটপ-সমাচ্ছন্ন পথে বিচরণ করিতে করিতে যদি দৈবাৎ তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইত, অমনি উভয়ের ঘোর কলহ বাঁধিত। রাজারাণীর তৎকালীন ক্রোধ ভাব দেখিয়া অনুচরেরা ভয়ে যে যেখানে পাইত লুকাইয়া পড়িত। বিবাদের হেতু এই যে পরীর রাণী একটী মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। সেই বালকের জননীর সহিত তাঁহার সখ্যভাব ছিল। পরীরাজ অবিরণ বালকটীকে আপনার ভৃত্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাণী তিতেনা তাহাকে পতির হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হন নাই।

যে রাত্রিতে হার্ম্মিয়া পলায়ন মানসে বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে পরীর রাণী সখীগণ সমভিব্যাহারে বনবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে পরীরাজ অবিরণও সেই দিকে আগমন করাতে তাঁহাদের পতিপত্নীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। পরীরাজ রাজ্ঞীকে দেখিয়া কহিলেন, গর্ব্বিতে! এই চন্দ্রকিরণময়ী রাত্রিতে অতি অশুভক্ষণেই তোমার সহিত দেখা

হইল! রাণী উত্তর করিলেন. এ কে! কলহপ্রিয় অবিরণ যে! সখীগণ চল চল, অন্যত্র চল, আমি দিব্য করিয়াছি, উহার সহিত একস্থানে থাকিব না। অবিরণ কহিলেন বড় আস্পর্দ্ধা যে, জাননা কি তুমি আমার আজ্ঞাকারিণী স্ত্রী? কেন অকারণ বিরোধ করিতেছ? বালকটীকে দেও, বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

রাণী উত্তর করিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সমস্ত রাজ্য পণ করিলেও আমার নিকট হইতে বালকটীকে পাইবে না। এই বলিয়া ক্রোধভরে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। তিতেনাকে অবজ্ঞাভরে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অবিরণ কহিলেন, আচ্ছা, যাও, রাত্রি না পোহাইতেই ইহার প্রতিফল দিব।

অনন্তর পরীরাজ, পক্ নামক স্বীয় নর্ম্মসচিবকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এই পক কৌতুক-প্রিয়, অপকর্ম্মপরায়ণ, ধূর্ত্তশিরোমণি ছিল। সে প্রায় প্রতিরাত্রেই সন্নিহিত গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়া কৌতুককর আমোদ করিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার পর কৃষীবলকুমারী পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, বৃক্ষবল্লরী নির্বাত-নিষ্কম্প হইয়া আছে, পক্ অকস্মাৎ পথ-পার্শ্বস্থিত কোন পাদপের শাখাপ্রশাখা বিকম্পিত করিয়া পত্র গুলির মর্ম্মরশব্দে সেই তরুণীকে ভয় দেখাইত। গোষ্ঠ-প্রাঙ্গণে নবনীত মথিত হইতেছে, পক্ মন্থনদণ্ডের ঘূর্ণনে রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য করিবার বাসনায় ক্ষুদ্র-মক্ষিকা রূপে সেই মন্থন-দণ্ডে অধিষ্ঠিত হইত, তখন ঘন-বিবর্ত্তিত-জঘনা, দীর্ঘশ্বাস-স্ফুরিতাধরা, সমুদ্গত-স্বেদবিন্দু-ব্যাপ্ত-শরীরা গোপবধূ সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর কণামাত্র নবনীত উদ্ধার করিতে পারিত না। প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধদোহন করিবে বলিয়া আভীর-

পণ গাভীগুলির বৎস অন্তরে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত আছে, পক্ গোশালায় প্রবেশ করিয়া বৎসের বন্ধনরজ্জু মোচন করিয়া দিত। দোহনকালে, বৎস সফেনমুখে জননীর পার্শ্বে সুখে শয়ান আছে দেখিয়া, গোপী কোপবিরস বচনে অসাবধানতার জন্য গোপকে তিরস্কার করিত। সমস্ত দিবস সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকিয়া কোন পিপাসার্ত্তা প্রাচীনা রাত্রিকালে জল খাইতে বসিয়াছে, পক্ অলক্ষিত ভাবে তাহার অধরোষ্ঠ এরূপ ভাবে কাঁপাইয়া দিত যে পানীয় জল মুখবিবরে প্রবিষ্ট না হইয়া বৃদ্ধার বলিত চিবুক দিয়া দরদরিত ধারায় পড়িয়া যাইত। পকের ইত্যাকার কুচেষ্টিতের ইয়ত্তা ছিল না।

এই কৌতুকপ্রিয় নিশাবিহারী পরী আসিয়া উপস্থিত হইলে, অবিরণ তাহাকে কহিলেন, পক! কুমারীরা যাহাকে প্রণয়কুসুম বলে, আমাকে সেই ফুল গোটাকত আনিয়া দেও। নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্রচ্ছদে ঐ লোহিত কুসুমের রস নিক্ষেপ করিলে, সে ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গের পর যাহার উপর প্রথম দৃষ্টিপাত করিবে তাহারই প্রেমে মুগ্ধ হইবে। আমার তিতেনা নিদ্রিত হইলে, আমি তাহার চক্ষে ঐ পুষ্পরস মাখাইয়া দিব, তাহা হইলে চক্ষু চাহিবা মাত্র, কি সিংহ, কি ভল্লুক, কি মর্কট, যাহাকে প্রথম দেখিবে তাহারই প্রেমের অধীন হইবে। আমি আর এক জাতীয় পুষ্পের রসে নয়নের এই মোহ দূর করিতে পারি; কিন্তু তিতেনার নিকট হইতে যতক্ষণ বালকটী না পাইব, ততক্ষণ তাহার চক্ষু প্রকৃতিস্থ করিব না।

অপকর্ম্মে পকের স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, অতএব সে হৃষ্টান্তঃকরণে প্রভুর এই কুতন্ত্র সিদ্ধ করিতে যত্নবান হইল এবং নির্দ্দিষ্ট কুসুম আনয়নার্থে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অবিরণ পকের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিমিত্রিয়স ও হেলেনা সেই কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দিমিত্রিয়স হেলেনাকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া কতই তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু হেলেনা নায়ককে বিনয় সহকারে সমস্ত পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, আগে তুমি আমার উপর কতই অনুরাগ প্রকাশ করিতে, সত্য করিয়াছিলে তোমার সেই অনুরাগ চিরদিন অবিচলিত রাখিবে। এখন কি অপরাধ পাইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ? পুনঃ পুনঃ বলিতেছ আমাকে ভাল বাস না, কিন্তু অয়স্কান্ত মণি যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে আমিও সেইরূপে তোমাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছি। আমাকে তিরস্কারই কর, প্রহারই কর, বা পদাঘাতই কর, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না; আমাকে দেখিলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমাকে না দেখিলে আমার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হয়। তুমি বলিতেছ স্নেহমমতা পরিশূন্য পুরুষের সহিত কুল-কন্যার এই বিজন কাননে রাত্রিকালে ভ্রমণ করা অনুচিত, অতএব বাটী ফিরিয়া না যাইলে আমার উপর অত্যাচার করিবে। কিন্তু হে প্রিয়তম! আমার স্থির বিশ্বাস আছে তুমি এরূপ নীচাশয় ও জঘন্যপ্রকৃতি নও যে আমার পাণিগ্রহণ না করিয়াই বলপূর্ব্বক আমার কৌমার-ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে।

আর রাত্রি কোথা? তোমার মুখের জ্যোতিতে আমিত এই নিবিড় কাননও পরিস্ফুট কিরণ-সমুজ্জল দেখিতেছি; যাহাকে না দেখিলে পৃথিবী শূন্য দেখি, যাহার সহবাস লাভ আমার এ পৃথিবীর সমস্ত সুখসম্পৎ, সেই হৃদয়বল্লভের সমীপবর্ত্তিনী থাকাতে এ বন আমার বিজন বন বলিয়া বোধ হইতেছে না, আমি যেন জনতাপূর্ণ লোকালয়েই আছি বোধ করিতেছি। আমাকে বন মধ্যে একাকিনী ফেলিয়া পলাইবে ভয় দেখাই-তেছ, হে নির্দ্দয়! আমি কি প্রাণ থাকিতে তোমার অনুসরণে ক্ষান্ত হইব? কিন্তু, হরিণী পলায়মান ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া ফিরিয়াছে এ বিপরীত কথার উৎপত্তি হইতে দেও কেন? একাকিনী অসহায়া পাইয়া আমার শরীরে আঘাত করিবে বলিতেছ, নিষ্ঠুর! অবলার উপর বল প্রকাশ করিলে তোমার কি পৌরুষ প্রকাশ পাইবে? দিমিত্রিয়স! পুরুষেই রমণীকে সাধিয়া থাকে, রমণী পুরুষকে সাধে না। কিন্তু এ হতভাগিনী, নারী জাতির মান খোয়াইয়া, তোমাকে সাধিতেছে। তুমি যেখানে যাইবে আমিও সেই খানে যাইব, তোমার সঙ্গে নরকে যাইলেও আমার স্বর্গ-সুখ লাভ হইবে, আর তোমার হাতে মরিলেও আমার সুখ আছে।

কিন্তু হেলেনার এই প্রকার বিনয়োক্তিতে দিমিত্রিয়স তাঁহার উপর কিছুমাত্র অনুকূল হইলেন না, তাঁহাকে সত্যসত্যই সেই আরণ্যজন্তুসঙ্কুল বনমধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে এক দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। হেলেনাও যথাসাধ্য দ্রুতপদে নায়কের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন।

পরীরাজ অবিরণ এই যুবক যুবতীর যাবতীয় কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি যথার্থ প্রেমিকের বন্ধু ছিলেন, অতএব নায়ক-প্রত্যাখ্যাতা হেলেনার উপর তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। লাইসন্দরের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব্বে শুক্লপক্ষ রজনীতে হেলেনা হার্মিয়ার সহিত কখন কখন এই বনে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। পরীরাজ সেই সময়ে হয়ত দিমিত্রিয়সের প্রণয়লাভে সুখিনী হেলেনাকে দেখিয়া থাকিবেন; অতএব তাঁহার ইদানীন্তন কাতর ভাবে অতিমাত্র করুণার্দ্র হইলেন, এবং পক্ প্রণয়-কুসুম লইয়া আসিলে তাহাকে বলিলেন, দেখ পক্, এথেন্স নগরের একটী সুকুমারী যুবতী ও তাহার প্রণয়-বিমুখ নায়ক এই কানন মধ্যে আসিয়াছে; যুবককে যদি নিদ্রিত দেখিতে পাও, তবে তাহার চক্ষে এই পুষ্পরস মাখাইয়া দিও। কিন্তু সাবধান, এমন সময়ে দিও যে সে চক্ষু চাহিবামাত্র যেন প্রথমেই তাহার বিরাগ-ভাজন এই ললনাকে দেখিতে পায়; তুমি এথেনীয় পরিচ্ছদ দেখিয়াই যুবককে চিনিতে পারিবে। পক্ চতুরতার সহিত কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিবে স্বীকার পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর পরীরাজ, রাজ্ঞী তিতেনার উদ্দেশে গমন করিলেন। এক ক্ষুদ্র তটিনীর তট-প্রদেশে, ললিত লতাবিতানে আচ্ছাদিত, মল্লিকা চামেলি গোলাপ প্রভৃতি সুরভি কুসুমগন্ধে সুবাসিত, মনোজ্ঞ কুঞ্জকুটীরে পরীর রাণী শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। অবিরণ সকলের অজ্ঞাতসারে সেই কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালে রাজ্ঞী তিতেনী তাঁহার সুষুপ্তিসময়ে কে কি কার্য্য করিবে সহচরীগণকে তাহার আদেশ দিতেছিলেন। কাহাকে গোলাপকোরকস্থিত কীটগুলি বিনষ্ট করিতে, কাহাকে দাসীগণের অঙ্গাবরণ জন্য চর্ম্মচটিকার পক্ষ আহরণ করিতে, কাহাকে বা রাত্রিচর কর্কশকণ্ঠ পেচক নিকটে না আসে তজ্জন্য প্রহরিতা করিতে, আদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন, সখীগণ! আগে কিন্তু তোমরা আমার নিদ্রাকর্ষক গান গাও। পরীরা সমস্বরে গান আরম্ভ করিল।—

ওহে ফণিগণ, অঙ্গ সুশোভন,
তিলকের বিভূষণে।
দ্বিখণ্ড রসনা, এখানে এসনা,
চল দূরতর বনে॥
বলি হে তোমায়, কণ্টকিত কায়,
সজারু সরিয়া যাও।
মসক পতঙ্গ, ছুঁয়োনাকো অঙ্গ,
রাণীর তফাতে রও॥
তুমি হে পাপিয়া, অমিয় বর্ষিয়া,
ছাড় সুমধুর তান।
পরীর ঈশ্বরী, সুস্বর মাধুরী,
শুনি যেন নিদ্রা যান॥
কুহক কুতন্ত্র, ইন্দ্রজাল মন্ত্র,
ছুঁওনা ও বর অঙ্গ।
ধীরি ধীরি ধীরি, ঘুমালে সুন্দরী,
গানে মোরা দিব ভঙ্গ॥

পরীরা এই রূপ গানে রাণীকে ঘুম পাড়াইয়া তন্নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করিতে প্রস্থান করিল। অবিরণ এই অবসরে ধীরে ধীরে তিতেনার নেত্রে প্রণয়-পুষ্পের রস মাখাইয়া বলিলেন—

নিদ্রাভঙ্গে আগে যারে করিবে দর্শন,
প্রাণবঁধু বলে তারে করিও গ্রহণ।

দিমিত্রিয়স ও হেলেনার কানন-প্রবেশের পূর্ব্বেই হার্ম্মিয়া পিতৃভবন হইতে পলায়ন করেন, এবং তাঁহার প্রণয়ভাজন লাইসন্দর, তাঁহাকে আপনার পিতৃব্যপত্নীর আলয়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সঙ্কেতস্থানে অপেক্ষা করিয়া আছেন দেখিয়া, আর কাল বিলম্ব না করিয়া, দুইজনে দ্রুতবেগে পথ চলিতে প্রবৃত্ত হন। কানন অতিক্রম করিয়া আরও কিছু দূরে যাইলে তবে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারিতেন। কিন্তু কাননের অর্দ্ধভাগে না আসিতেই হার্ম্মিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। যে কামিনী তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে ক্লেশ দিতে লাইসন্দরের ইচ্ছা ছিল না, অতএব পর্য্যটন-শ্রান্তা হার্ম্মিয়াকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া, নিশাবসান কাল পর্য্যন্ত কোমল শষ্পাবৃত একটী ভূখণ্ডে শয়ন করিয়া বিশ্রামার্থে অনুরোধ করিলেন, এবং আপনিও কিঞ্চিৎ দূরে শয়ন করিয়া, দুই জনেই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

এই অবস্থায় তাঁহারা পকের নয়নগোচর হন। এথেনীয় পরিচ্ছদধারী একটী সুকুমার যুবক ও অনতিদূরে একটী সুকুমারী যুবতী নিদ্রিত আছে দেখিয়া পক্ মনে করিল, পরীরাজ যে অনুরাগিণী নায়িকা ও তাহার প্রতিকূল নায়কের

কথা বলিয়াছেন ইহারাই সেই। নিকটে আর কেহ না থাকায়, যুবক বিনিদ্র হইলে এই যুবতীই যে প্রথম তাহার লক্ষ্য হইবে তদ্বিষয়ে সংশয়শূন্য হইয়া, আর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পক্ নিদ্রিত লাইসন্দরের চক্ষে সেই লোহিত প্রণয় পুষ্পের রস ঢালিয়া দিল। কিন্তু দৈবের কর্ম্ম দেখ! হেলেনা সেই দিকে আসাতে, হার্ম্মিয়ার পরিবর্ত্তে, তিনিই প্রথমে লাইসন্দরের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। আশ্চর্য্য কাণ্ড! পুষ্প-রস-প্রভাবে হার্ম্মিয়ার উপর লাইসন্দরের সমস্ত অনুরাগ অন্তর্হিত হইল এবং তিনি একেবারে হেলেনার উপর অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। লাইসন্দর নেত্র উন্মীলন করিয়া যদি প্রথমে হেলেনাকে না দেখিয়া হার্ম্মিয়াকে দেখিতেন, তাহা হইলে পকের প্রমাদজনিত কার্য্যের কোন ফল লক্ষিত হইত না। কেননা হার্ম্মিয়ার উপর লাইসন্দরের অনুরাগের ইয়ত্তা ছিল না, পুষ্পরসে সেই অনুরাগ অধিক আর কি বৃদ্ধি করিতে পারিত? যাহা হউক, পরী-প্রদত্ত দ্রব্য গুণে বিমোহিত হইয়া, লাইসন্দরের নিজের প্রণয়িনীর উপর অনাদর প্রকাশ করা, এবং সেই তদ্গতপ্রাণাকে নিশীথ সময়ে বনমধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অন্য ললনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় বলিতে হইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে দিমিত্রিয়স, হার্ম্মিয়ার অনুসন্ধানে কাননে আসিয়া, হেলেনা যাহাতে তাঁহার সঙ্গ লইতে না পারেন এই অভিপ্রায়ে একদিকে দ্রুত ধাবিত হন এবং হেলেনাও দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু পুরুষেরা যেরূপ ধাবনপটু, অবলাগণ সেরূপ নহে। দিমিত্রিয়স

শীঘ্রই হেলেনার দৃষ্টিপথবহির্ভূর্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তরুণী হতাশ ও ক্ষুণ্ণমনা হইয়া একাকিনী ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে লাইসন্দর শয়ান ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া কহিলেন, একি! লাইসন্দর এখানে এ অবস্থায় কেন? ইনি মৃত না নিদ্রিত? অনন্তর ধীরে ধীরে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, ভদ্র! যদি নিদ্রাবশে অচেতন থাক, চক্ষুঃ উন্মীলন কর। লাইসন্দরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; এবং হেলেনাকে দেখিবা মাত্রই প্রণয়-পুষ্পরস প্রভাবে তিনি সেই যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রেমিকজনসুলভ অত্যুক্তির সহিত হেলেনার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া বিবিধ চাটুবচনে সেই যুবতীর চিত্ততোষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

লাইসন্দর যে হার্মিয়াকে ভাল বাসেন এবং ঐ ভাবিনীকেই যে স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ইহা হেলেনার অবিদিত ছিল না; অতএব এখন লাইসন্দরের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া হেলেনা মনে করিলেন এ ব্যক্তি আমাকে উপহাস করিতেছে। এই বিবেচনা করিয়া সখেদবচনে বলিলেন, হায়! সকলেরই উপহাস ও ঘৃণার পাত্রী হইবার নিমিত্ত কি এ অভাগীর জন্ম হইয়াছিল! ইদানী দিমিত্রিয়স ভুলিয়াও আমাকে একটী ভাল কথা বলেন না, একবারও ভাল চক্ষে দেখেন না, আমি সেই দুঃখে নিরন্তর জ্বলিতেছি; তুমি কিনা এই সময়ে, যেন আমাতেই একান্ত অনুরাগী এই ভাণ করিয়া, পরিহাসে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি এত অভদ্র তাহা জানিতাম না। হেলেনা এইরূপে তিরস্কার করিয়া

কোপভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। লাইসন্দরও নিদ্রাগতা হার্ম্মিয়াকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কুপিতা হেলেনার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন।

হার্ম্মিয়া জাগরিতা হইয়া, একাকিনী রহিয়াছেন দেখিয়া, ভয়বিহ্বলা হইলেন; এবং লাইসন্দর কোথায় গেলেন, কোন্ দিকে যাইলে তাঁহার উদ্দেশ পাইবেন, এই ভাবনায় আকুল হইয়া, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দিমিত্রিয়স, নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী লাইসন্দর ও প্রণয়-পাত্রী হার্ম্মিয়াকে সন্ধান করিতে না পারিয়া, ক্লান্ত হইয়া, একস্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই নিদ্রাবস্থায় পরীরাজ অবিরণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। পরীরাজ পক্‌কে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রিয় অমাত্য ভ্রমবশতঃ অন্য এক ব্যক্তির চক্ষে পুষ্পরস প্রোক্ষণ করিয়া আসিয়াছে. অতএব এক্ষণে প্রকৃত ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তিনি দিমিত্রিয়সের চক্ষু পুষ্প-রসসিক্ত করিয়া দিলেন। দিমিত্রিয়সের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং হেলেনাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তখন সেই যুবক, লাইসন্দরের মত, হেলেনার রূপ লাবণ্যের পক্ষপাতী হইয়া, সানুরাগ বচনে তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে লাইসন্দর এবং তৎ পশ্চাৎ হার্ম্মিয়াও তথায় উপনীত হইলেন। পকের ভ্রমনিবন্ধন এখন নায়ককে সাধিয়া বেড়াইবার ভার হেলেনার না হইয়া হার্ম্মিয়ার হইয়াছিল। হার্ম্মিয়া উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং দিমিত্রিয়স ও লাইসন্দর

উভয়েই একই দ্রব্য গুণে বিমোহিত হইয়া, প্রিয়বচনে হেলেনার প্রসন্নতা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেলেনা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, দিমিত্রিয়স, লাইসন্দর ও তাঁহার আশৈশব প্রিয়বয়স্যা হার্ম্মিয়া, এই তিনজনে মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে লইয়া রঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হার্ম্মিয়াও যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। যে লাইসন্দর ও দিমিত্রিয়স উভয়ে তাঁহারই অনুরাগী ছিলেন, এখন সেই দুই যুবক তাঁহাকে ছাড়িয়া হঠাৎ কি জন্য হেলেনার উপর অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু এ সমস্ত, পরিহাস বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

পূর্ব্বে এই যুবতীদ্বয়ের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল; কিন্তু এখন এই ঘটনায় তাঁহারা দুই জনে দিব্য কলহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। হেলেনা বলিলেন, হার্ম্মিয়া! বলি, এ তোমার কেমন ব্যবহার? মিথ্যা স্তুতিবাদে আমাকে বিরক্ত করিতে তুমিই লাইসন্দরকে শিখাইয়া দিয়াছ। আর তোমার আর এক নাগর দিমিত্রিয়স, যিনি আগে আমার ছায়া মাড়াইতে চাহিতেন না, তিনি এখন আমারে প্রাণেশ্বরি, ইন্দুমুখি, মধুরভাষিণি, হৃদয়রঞ্জিকে, বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; আমি তাঁহার দুটি চক্ষুর বিষ, তুমি শিখাইয়া না দিলে তাঁহার মুখ হইতে কখন অমন সকল কথা বাহির হইত না। হার্ম্মিয়া! তুমি পুরুষের সহিত যোগ দিয়া আমার এ অপমান করিতেছ, এই কি তোমার উচিত? আমাদের পাঠদ্দশার সেই সৌহৃদ্য কি একেবারে ভুলিয়া গেলে? মনে

পড়েনা কতবার আমরা একত্রে একাসনে উপবেশন করিয়া একই গীত গাহিতে গাহিতে একই আদর্শ দেখিয়া কার্পেটে দুইজনে দুই দিক্ হইতে যুগপৎ একই ফুল বুনিয়াছি, এক-বৃন্তজাত যমক ফলের ন্যায় বাহিরে পৃথক্ দেখাইলেও আমরা কি অন্তরে অভিন্ন থাকিয়া সমভাবে বর্দ্ধিত হই নাই? এখন কিনা তোমার এই ব্যবহার! ছি ছি! পুরুষের সহিত মিলিয়া সখীর এত অপমান করা, তোমার না বন্ধুতার ধর্ম্ম, না কুমারীজনোচিত কর্ম্ম।

হার্ম্মিয়া উত্তর করিলেন, তোমার রাগের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমি তোমারে হতাদর করিতেছি না, বরং তুমিই আমার উপর তুচ্ছভাব দেখাইতেছ। হেলেনা বলিলেন, বেশ বেশ! সাম্নে মুখ ভার করিয়া যেন কিছু জান না এই ভাব দেখাও আর আমি পিছন ফিরিলেই মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ কর, তার পর চোখে চোখে ইসারা কর যেন এমন আমোদ ভঙ্গ না হয়! তোমার শরীরে দয়ামায়া শীলতা ভব্যতা থাকিলে আমার সঙ্গে এমন করিতে না।

এই সখীদ্বয়ের কলহ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। হার্ম্মিয়া অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ খর্ব্বাঙ্গী ছিলেন, হেলেনা কথায় কথায় তাঁহাকে "ননীর পুতুলী" বলাতে, হার্ম্মিয়ার ইহাই মনে হইল, যে আর কিছু নয় হেলেনা আমার আকারের খর্ব্বতা-দোষ দেখাইয়া লাইসন্দরের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অন্তঃকরণে এই সন্দেহের উদয় হওয়াতে তিনি ক্রোধে বিবশা হইয়া হেলেনাকে স্পষ্টাক্ষরে ঐ অপবাদ দিলেন। হেলেনাও,

হার্ম্মিয়াকে, তুমিই সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, তোমার অনুরাগী এই দুই যুবককে আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতে শিখাইয়া দিয়াছ, এই বলিয়া তুমুল ঝগড়া করিতে লাগিলেন।

দুই সখীতে ত এইরূপে বিবাদ করিতে থাকুন, এদিকে দিমিত্রিয়স ও লাইসন্দর একাসিবপ্রভব-বৈরে উত্তেজিত হইয়া সংগ্রামে পরস্পরের পরাভব সাধন নিমিত্ত উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, নায়িকারা কলহে ভঙ্গ দিয়া স্ব স্ব নায়কের অনুসন্ধান করিতে আবার বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরীরাজ অবিরণ অমাত্য পকের সহিত অদৃশ্য থাকিয়া এই সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ শুনিতে ছিলেন। নায়ক নায়িকারা তথা হইতে বিনিক্রান্ত হইলে পরীরাজ পক্‌কে বলিলেন, পক্! তোমারই দোষে এই প্রমাদ ঘটিল! তুমি ইচ্ছা করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইলে না কি? পক্ উত্তর করিল, পরীকুল-ধুরন্ধর! যথার্থ বলিতেছি, আমি ইচ্ছা করিয়া এই কাণ্ড ঘটাই নাই। আপনি কি আমাকে বলিয়া দেন নাই যে এথেনীয় পরিচ্ছদ দেখিলেই আমি লোকটীকে চিনিতে পারিব? কিন্তু যাহা হউক এই ভ্রম ঘটাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হই নাই, যুবতী দুটীর কন্দল শুনিয়া আমার বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছে। অবিরণ বলিলেন, শুনিলে না কি একই প্রমদার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যুবকদ্বয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরের প্রাণ সংহার করিবার জন্য রণ-প্রাঙ্গণ অন্বেষণ করিতে গিয়াছে। তুমি এখনই এই রাত্রিতে বনভূমি কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন কর, এবং অন্ধকারে দিক্‌ভ্রম ঘটাইয়া, যেন কেহ কাহাকে দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে

এই যুদ্ধার্থী প্রেমিকদ্বয়কে দূরে দূরে পৃথক্ করিয়া দেও; এবং যতক্ষণ না উহারা পরিশ্রান্ত হইয়া ধাবনে ক্ষান্ত হয়, ততক্ষণ তুমি উভয়ের স্বর অনুকরণ করিয়া, যেন এক জন অপর জনের উপর আস্ফালন করিতেছে, এই ভ্রম জন্মাইয়া, দুই জনকেই দুই জনের বিপরীত দিকে লইয়া যাও। অনন্তর তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, লাইসন্দরের চক্ষে এই আর একটী পুষ্পের রস প্রদান করিও। এই পুষ্পরস প্রভাবে তাহার মোহ দূরীভূত হইয়া, হেলেনার উপর নূতন প্রেমের তিরোধান ও হার্ম্মিয়ার উপর পূর্ব্বতন অনুরাগের পুনরাবির্ভাব হইবে। তাহা হইলেই যুবতী দুটী নিজ নিজ অভিমত নায়কের প্রণয় লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবে, এবং অন্ধকার রাত্রির ঘটনা গুলি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছে ইহাই মনে করিবে। তুমি এখনই যাও, বিলম্ব করিও না। আমার তিতেনা এতক্ষণে কাহার প্রেমে মজিলেন আমি দেখিয়া আসি।

তিতেনা তখনও নিদ্রিতা ছিলেন। এক চাসা সেই বনমধ্যে পথ ভুলিয়া গিয়া, পরীরাণীর কুঞ্জকুটীরের অদূরে নিদ্রা যাইতে ছিল। পরীরাজ অবিরণ, সেই চাসার মুখে একটা গর্দ্দভের মুখোস লাগাইয়া বলিলেন, এস তোমাকে আমার তিতেনার মন-চোর করিয়া দিই। মুখোসটী চাসার গ্রীবায় বেশ সংলগ্ন হইয়া যেন তাহার স্বাভাবিক মুণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরীরাজ যদিও ধীরে ধীরে মুখোসটী পরাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি নাড়া পাওয়াতে চাসার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে গাত্রোত্থান করিয়া পরীরাণীর কুঞ্জের দিকেই যাইতে লাগিল।

সেই সময় রাজ্ঞী তিতেনাও, নিদ্রাপগমে নেত্র উন্মীলন

করিয়া, সেই গর্দ্দভাস্য চাষার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রণয়পুষ্পের রসও আপন গুণ দেখাইতে আরম্ভ করিল। পরী-শ্বরী চাষার রাসভাননে নিরুপম সৌন্দর্য্য রাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং বিস্ময় সহকারে বলিলেন, আহা! কি দেখি-লাম! ইনি স্বর্গের কিন্নরী-বিমোহন কিম্পুরুষ না কি? ওহে পুরুষ-রত্ন! তুমি যেমন রূপবান্, বোধ হইতেছে সেইরূপ বুদ্ধি-মানও হইবে। নির্ব্বোধ চাষা উত্তর করিল, আমার বেশি বুদ্ধির দরকার নাই, যদি এই বনটা পার হবার বুদ্ধি পাই, তা হলেই ঢের হয়। প্রণয়বিমুগ্ধা পরীর রাণী বলিলেন, বনের বাহিরে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর। আমি সামান্যা পরী নহি, আমার নিকটে থাক, তোমাকে প্রিয়পাত্র করিয়া রাখিব; তোমার পরিচর্য্যার জন্য কত কিঙ্কর নিযুক্ত করিয়া দিব। এই বলিয়া পরীরাণী চারি জন কিঙ্করকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, তোমরা এই প্রিয়দর্শন ভদ্রলোকটীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, কেহ সুস্বাদু দ্রাক্ষাফল লইয়া আন, কেহ মধুচক্র হইতে নূতন মধু আহরণ কর, কেহ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দেও। অনন্তর বিলাস-বিঘূর্ণিত-লোচনে কহিলেন, ওহে রসময় রাসভ, এস এস আমার নিকটে এস, আমি তোমার লোমশ গণ্ডস্থলে হাত বুলাইয়া ও লম্বকর্ণের স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া, নারীজন্ম সার্থক করি।

পরীর রাণীর সহিত প্রণয়ালাপ অপেক্ষা, কিঙ্করগণের উপর প্রভুত্ব করা চাষার অধিক রুচিকর হইয়াছিল। অতএব সে ভৃত্যাদিগকে ডাকিয়া, কাহাকে গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে, কাহাকে মধুচক্র ভাঙ্গিয়া আনিতে, কাহাকেও বা মাছি তাড়াইতে আদেশ

প্রদান করিল। অনন্তর আপনার দুই গণ্ডে হাত দিয়া বলিল, ভাইত! আমার মুখে মেলা চুল হইয়াছে, নাপিতের বাড়ী খেউরি হ'তে যেতে হবে।

পরীশ্বরী, প্রণয়রসাভিষিক্ত বচনে চাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তম, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে হইত না? যদি সুপক্ক রসাল ফল ভক্ষণে অভিলাষ হয়, অনুমতি করিলেই কিঙ্করীরা আনিয়া উপস্থিত করে। গর্দ্দভের মুণ্ড ধারণ করাতে, চাসা গর্দ্দভের আহার-প্রবৃত্তিও পাইয়াছিল, অতএব উত্তর করিল, ও সকলে আমার রুচি নাই, এক মুটো মটর চিবাইতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু এখন তোমার লোকজনকে আমায় ত্যক্ত করিতে বারণ কর, আমার ঘুম আসিতেছে।

পরীর রাণী তৎক্ষণাৎ দাস দাসীগণকে অন্যত্র গমন করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, তবে আমার এই বাহুতে মস্তক রাখিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও। তুমি আমার নয়নের আনন্দবর্দ্ধন প্রীতিভাজন প্রিয়জন, তোমা ছাড়া আমি তিলার্দ্ধও থাকিতে পারিব না।

পরিরাজ যখন দেখিলেন যে চাসা, তিতেনার বাহুলতা-বলয়িত হইয়া, ও তদীয় সুকোমল শরীর-যষ্টিতে ভর রাখিয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছে, তখন মহিষীর সম্মুখীন হইলেন, এবং একটা রাসভের সহিত রাসলীলায় প্রবৃত্তা হওয়াতে, তাঁহাকে যারপর নাই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রাণীর মুখে আর কথা সরিল না। তিনি কি বলিয়া ঢাকিতে যাইবেন? কুসুমদাম-মণ্ডিত সেই গর্দ্দভমুণ্ড চাসা তখনও তাঁহার ভুজলতায় জড়িত ছিল।

অনন্তর পরপুরুষের উপর অনুচিত অনুরাগ প্রদর্শন জন্য মহিষীকে বিস্তর লাঞ্ছনা দিয়া, অবিরণ তাঁহাকে পূর্ব্ব কথিত মাতৃহীন বালকটী প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পতি স্বচক্ষে পুংশ্চলীর ব্যবহার দেখিলেন এই লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণা তিতেনা, বালকটী সমর্পণ করিতে আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

এইরূপে পরীরাজ, সেবকপদে নিয়োজনার্থে বহুদিন-বাঞ্ছিত সেই বালকটীকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইলেন; এবং আপনিই কৌতুককর কুতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া, গর্দ্দভের প্রেমে উন্মাদিনী করাইয়া, মহিষীর যে দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন, তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাঁহার চক্ষে মোহবিনাশক পুষ্পরস প্রোক্ষণ করিলেন। তিতেনার নেত্র প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি নব প্রণয়ভাজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিলেন, ওমা একি! এ বিকট জন্তুটা পিশাচ নাকি? এই বলিয়া বিবৃত্তমুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোন্ চোখে ইহার রূপে মুগ্ধা হইয়াছিলেন ভাবিয়া হতজ্ঞান হইলেন। পরীরাজ এই অবকাশে চাসার মুখ হইতে মুখোসটী উন্মোচন করিয়া দিলেন, তখন সে ঈশ্বরদত্ত গর্দ্দভ-মস্তিষ্ক লইয়া একাকী নিদ্রিত রহিল।

পরীরাজদম্পতীর মধ্যে এক্ষণে সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়াতে তাঁহারা নানাবিধ প্রমোদকর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথা প্রসঙ্গে অবিরণ তিতেনাকে কাননসমাগত বিবদমান নায়ক-নায়িকাগণের বিবরণ জ্ঞাত করাইলেন। অনন্তর অবিরণ, শেষে কি ঘটে, দেখিবার নিমিত্ত সেই প্রেমিকগণের সন্ধান লইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী

হইয়া পরীরাজ-সীমন্তিনীও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

তাঁহারা অচিরেই দেখিতে পাইলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকদ্বয় পরস্পরের অদূরে স্ব স্ব অনুরাগিনী প্রমদার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত ভূমিখণ্ডের উপরে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইহা যে পকের কার্য্য, অবিরণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। উক্ত চতুর পরী আপনার প্রথম-ভ্রম-জনিত অনিষ্টের সবিশেষ প্রতীকার বাসনায় চারি জনকেই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে এক-স্থানে আনিয়া নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং লাই-সন্দরের চক্ষে মোহবিনাশক পুষ্পের রস প্রদান করিয়া যথাযথ প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিল।

হার্ম্মিয়া প্রথমে জাগরিতা হইলেন। লাইসন্দর পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন দেখিয়া তিনি এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, পুরুষেরা কি অব্যবস্থিত-চিত্ত! এই লাইসন্দর আমার উপর প্রথমে তাদৃশ প্রণয় প্রকাশ করিয়া, শেষে হেলেনার উপরে আসক্ত হইলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে লাইসন্দরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল পরী-প্রদত্ত দ্রব্যগুণ-প্রভাবে তাঁহার চিত্ত যে মোহে আবৃত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই মোহের অপগম হওয়াতে হার্ম্মিয়ার উপর তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়ও প্রত্যাগত হইল। তিনি উক্ত যুবতীর প্রতি প্রণয়স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। পরে রাত্রির বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই ঐ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এবং ঐ রূপ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, কি তাঁহারা দুই জনে

একই প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সংশয়াকুলিত-চিত্তে তাহারই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে দিমিত্রিয়স ও হেলেনাও বিনিদ্র হইলেন। শ্রান্তিহারিণী সুষুপ্তিসম্ভোগে হেলেনার হৃদয় ক্রোধ-বিক্ষোভ-শূন্য হইয়া প্রশান্ত হইয়াছিল। অতএব এখন তিনি প্রসন্ন-মনে দিমিত্রিয়সের সানুরাগ-বচনে কর্ণপাত করিতে লাগি-লেন। এবং দিমিত্রিয়স যে পরিহাস করিতেছেন না, আন্তরিক ভাবই প্রকাশ করিতেছেন, শীঘ্রই তাঁহার এ বিশ্বাস জন্মিল।

নিশা সময়ে কাননে কলহকারিণী কামিনী দুইটী, বিবাদের কারণ দূরীভূত হওয়াতে, পুনরায় সখীভাবে সম্বদ্ধ হইলেন এবং কটু-বচন প্রয়োগ জন্য উভয়েই উভয়ের দোষ মার্জ্জনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক্ষণে কি করিলে ভাল হয় তাহারই পরামর্শ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই স্থির হইল যে দিমিত্রিয়স যখন আর হার্ম্মিয়ার পরিণয়ার্থী হইতেছেন না, তখন তিনিই এথেন্স নগরে প্রত্যা-বর্ত্তন করুন ও হার্ম্মিয়ার জনক ইজিয়স সন্নিধানে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, যাহাতে তিনি অক্রোধ হন, ও তনয়ার প্রাণদণ্ড মার্জ্জনা করিতে রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, এ রূপ প্রবর্ত্তনা দিন। দিমিত্রিয়স এই পরামর্শানু-সারে মধ্যবর্ত্তিতা করিতে এথেন্স নগরে যাত্রা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পলায়িতা দুহিতার অনুসন্ধানার্থে ইজিয়স স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

ইজিয়স্ যখন দিমিত্রিয়সের মুখে শুনিলেন যে তিনি আর হার্ম্মিয়ার পাণিগ্রহণে অভিলাষী নন, তখন তাঁহার

মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। কন্যার মনোনীত পাত্রকেই তাহার বরপাত্র করিতে সম্মত হইলেন। বলিলেন, চতুর্থ দিবস অবসানে—যে দিনে রাজাজ্ঞায় হার্ম্মিয়ার প্রাণদণ্ড হইত সেই দিনে—আমি নরপতি সমক্ষে লাইসন্দরের করে কন্যা সমর্পণ করিব। দিমিত্রিয়সও সেই দিনে হেলেনার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

পরীরাজদম্পতী অলক্ষিত থাকিয়া এই সুখকর সম্মিলনের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অবিরণের কৌশলেই নায়িকারা স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অতএব পরীরাজদম্পতী সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া এই প্রেমিকগণের বিবাহ-রাত্রিতে আপনাদের সমস্ত রাজ্যে নৃত্য-গীতাদি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

"পরী আবার কি?" এই বলিয়া পরীদিগের ক্রীড়াকৌতুক-মিশ্রিত এই গল্প, অদ্ভুত ও অসম্ভব বোধে, যাঁহারা বিশ্বাস করিতে না চান, তাঁহারা যেন মনে করেন যে নিদ্রাবশে স্বপ্নযোগে এই প্রমোদকর ঘটনা দেখিতে পাইয়াছেন। নিদাঘ-নিশীথে এরূপ সুন্দর স্বপ্ন দেখিলে কেহই বিরক্ত হইবেন বোধ হয় না।

তোমার ইচ্ছার অনুরূপ।

পূর্ব্বকালে ফ্রান্স দেশ কতকগুলি স্ব স্ব প্রধান ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ রাজ্যগুলিকে ডিউকডম বলিত এবং তদধিপতিরা ডিউক উপাধিতে অভিহিত হইতেন। উহার অন্যতম রাজ্যে ডিউক পদের যথার্থ অধিকারী আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া, কনিষ্ঠ সহোদর ফ্রিদরিক স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

প্রকৃত ডিউক স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, কতিপয় বিশ্বাসী সামন্ত সমভিব্যাহারে আর্দেন কাননে পলায়ন করিলেন এবং ঐ বনেই সেই চিরানুরক্ত সুহৃদ্‌গণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সামন্তগণ নূতন রাজাকে আপনাদের ভূমি সম্পত্তি হরণ করিতে দিয়া, কেবল রাজভক্তি-বশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে নির্ব্বাসনদণ্ডভোগ করিয়াছিলেন। অভ্যাস বশতঃ বনবাসে তাঁহাদের কষ্টবোধ হইত না, বরং রাজধানীস্থ রাজপারিষদগণকে সর্ব্বদা যে রূপ আড়ম্বরে ও উদ্বেগে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, বনে সে আড়ম্বরের প্রয়োজন ও উদ্বেগের হেতু না থাকাতে, তাঁহারা মনের সুখে দিন যাপন করিতেন। রাজধানী হইতে প্রতিনিয়ত অনেক

সম্ভ্রান্ত যুবা এই কাননে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন এবং পার্থিব বিভবে আস্থাশূন্য হইয়া পুরাকালীন মনুষ্যগণের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহারা সুশীতল তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া, হরিণগণের উৎপ্লবন ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। বনের আদিম নিবাসী এই চিত্রিতদেহ পশুগণের উপর তাঁহাদের মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল, অতএব বুভুক্ষাশান্তি জন্য মৃগবধকালে তাঁহাদের দুঃখ উপস্থিত হইত।

—রাজা এই সহচরগণের সহিত বৈরাগ্যপূর্ণ অন্তঃকরণে কাল হরণ করিতেন। শীতকালে তুষারকণবর্ষী বায়ুহিল্লোল তাঁহার শরীর কাঁপাইয়া দিলে তিনি অধীরতা প্রকাশ করিতেন না, বলিতেন, 'এই দুঃসহ শীতল সমীরণ অকপট অমাত্যের কাজ করিতেছে; মিথ্যা তোষামোদে না ভুলাইয়া আমার প্রকৃত দৈন্যদশা জানাইয়া দিতেছে। এই বায়ু শরীরে সূচী বিদ্ধ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু কৃতঘ্নতা ও নির্দ্দয়তা অধিক তীব্রদংশী। লোকে দারিদ্র্যের নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু বিষধরের মস্তকোদ্ধৃতমণি যে রূপ মহোপকারক ভেষজ, দারিদ্র্য হইতেও সেই রূপ মহোপকারক নীতিরত্ন উদ্ধার করা যাইতে পারে। ডিউক এই রূপে প্রত্যেক পদার্থ হইতেই কিছু না কিছু নীতি সঙ্কলন করিতেন, এবং এই নীতিগ্রাহিতা শক্তি থাকাতে, তাঁহার নিকটে বৃক্ষবল্লী বাক্য নিঃসরণ করিত, বেগবতী স্রোতস্বতী গ্রন্থাকৃতি ধারণ করিত, এবং উপলখণ্ড উপনিষদের তাৎপর্য্য প্রতিপাদন করিত। ফলতঃ, তিনি সকল পদার্থ হইতেই সন্নীতির সমুদ্ধরণ করিতেন।

এই নির্ব্বাসিত রাজার রোজালিন্দ নাম্নী এক মাত্র কন্যা ছিল। নূতন ডিউক ফ্রিদরিক, আপনার কন্যা সিলিয়ার সমবয়স্কা সহচরী করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে, সেই ভ্রাতৃকন্যাকে, তদীয় পিতার সঙ্গে নির্ব্বাসিত না করিয়া রাজবাটীতে রাখিয়াছিলেন। স্ব স্ব জনকের মধ্যে প্রবল বহিরঙ্গতা থাকিলেও, সিলিয়া ও রোজালিন্দের মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিয়াছিল, এবং শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই সৌহৃদ্যেরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সিলিয়া, যতদূর সাধ্য, স্নেহ প্রকাশ করিয়া স্বজনকৃত দুষ্কৃতের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা পাইতেন, এবং পিতা বিবাসিত, আপনি পরগৃহে পালিত, এই ভাবিয়া যখনই রোজালিন্দের মনে দুঃখ উপস্থিত হইত, তখনই সিলিয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক যত্ন সহকারে বয়স্যার বিষাদ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

একদিন সিলিয়া রোজালিন্দকে নিরানন্দে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিতেছিলেন, "লক্ষ্মি বোন আমার, অমন করিয়া মুখখানি ম্লান করিয়া থাকিও না, আমি বলিতেছি তুমিই এই রাজ্যের অধীশ্বরী হইবে। আমার পিতার আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তিনি বলপূর্ব্বক যাহা কাড়িয়া লইয়াছেন, আমি স্নেহবশে তাহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব। আমি শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি প্রতিজ্ঞা না রাখি, নরকেও যেন আমার ঠাঁই না হয়।" এমন সময়ে এক রাজকিঙ্কর আসিয়া সংবাদ দিল, "ভর্ত্তৃদারিকে! যদি মল্লযুদ্ধ দেখিতে অভিলাষ থাকে, রাজসভায় চলুন।" মল্লযুদ্ধদর্শনে

রোজালিন্দের চিত্তবিনোদ জন্মিতে পারে মনে করিয়া সিলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গমনকরিলেন।

এখন কেবল পল্লীগ্রামের চাসারাই মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ করে। কিন্তু সে সময়ে মল্লগণ সভাসদপরিবেষ্টিত নরপতি বর্গের, ও রূপলাবণ্যশালিনী পুরমহিলাগণের সমক্ষে স্ব স্ব নৈপুণ্য দেখাইয়া সমাদর লাভ করিত; অতএব তৎকালীন রুচির বিরুদ্ধ না হওয়াতে, সিলিয়া ও রোজালিন্দ সেই মল্লযুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, একটী নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবক, একজন সংগ্রামপ্রবীণ দীর্ঘকায় বলবান্ মল্লের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বলবান্ মল্লের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া পূর্ব্বে অনেকেই তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। দর্শকেরা সকলেই যুবকের নিতান্ত অল্প বয়স ও যুদ্ধ কৌশলে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া, সে নিশ্চয়ই মারা পড়িবে, পরস্পর এই কথা বলিতেছিলেন।

কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সমাগতা দেখিয়া ডিউক বলিলেন, তোমরাও এই তামাসা দেখিতে আসিয়াছ না কি? কিন্তু তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে যেরূপ আমোদ পাইতে, এই যুদ্ধে তেমন আমোদ পাইবে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে এই যুবকটী নিজের মঙ্গলের জন্যেই আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। দেখদেখি, তোমরা যদি বলিয়া কহিয়া ইহাকে নিবৃত্ত করিতে পার।

যুবতীদ্বয় অনুকম্পার বশবর্ত্তিনী হইয়া আহ্লাদ সহকারেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ সিলিয়া সেই অপরিচিত

যুবককে যুদ্ধ না করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনন্তর রোজালিন্দ সেই কথার পোষকতা করিয়া আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে, যুবক যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ না করিয়া প্রত্যুত সেই রূপলাবণ্যশালিনী কুমারীদ্বয়ের সমক্ষে আত্মবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেই সমধিক প্রয়াসশীল হইলেন। তিনি এরূপ বিনীতভাবে ও ভদ্রতাসহকারে তাঁহাদের কথারক্ষায় আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন যে রাজপুত্রীদিগের রোষ না জন্মিয়া বরং তাঁহার উপর অধিকতর মমতার সঞ্চার হইল। যুবক নিজ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া শেষে এই বলিয়া বাক্যের উপসংহার করিলেন, 'আপনাদের মত সম্ভ্রান্তা ও সুরূপা মহিলাগণের কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। প্রার্থনা করি আপনারা আমার মঙ্গল কামনা করুন ও এইস্থানে দাঁড়াইয়া নীল-বিশাল-লোচনে আমার যুদ্ধ কৌশল অবলোকন করুন। আমি যদি পরাস্ত হই, জানিবেন চিরভাগ্যহীন এক ব্যক্তি নিজ দুরদৃষ্টের ফলভোগ করিল; যদি প্রাণে বিনষ্ট হই, জানিবেন মরিতে ইচ্ছুক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল; আমি আত্মীয়-স্বজনের কোন ক্ষতি করিতেছি না, কারণ আমার জন্য শোক করে এমন কোন আত্মীয় আমার নাই; আমি পৃথিবীরও কোন অপকার করিতেছি না, আমি বরং পৃথিবীর যে স্থান অধিকার করিয়া আছি, মরিলে অন্য সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সে স্থানটুকু অধিকার করিতে পারিবে

মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবীন যোদ্ধা আঘাত প্রাপ্ত না হন বলিয়া মনে মনে এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোজা-

লিন্দের অন্তঃকরণ তাহার অনিষ্টাপাত শঙ্কায় অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছিল। যুবা আপনার মন্দভাগ্যের উল্লেখ করিয়া যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে রোজালিন্দ তাঁহাকে আপনারই মত দুর্ভাগ্যশালী বিবেচনা করিলেন, এবং সহানুভূতির বশবর্ত্তিনী হইয়া, সেই ব্যক্তি যখন সমরাঙ্গনে প্রাণের মায়া না রাখিয়া শৌর্য্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তিনি তদ্গতচিত্তা হইয়া তাঁহারই প্রশংসা ও মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনের ভাব দেখিয়া, যুবকের উপর তাঁহার যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল একথা বলিলে অসঙ্গত নির্দ্দেশ করা হইবে না।

সৌন্দর্য্যে ও মর্য্যাদায় অগ্রগণ্যা দুইটী রাজকন্যা তাঁহার উপর যে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া যুবক অমিত বিক্রম ও সাহস দেখাইতে লাগিলেন; তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। অবশেষে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ঐ ব্যক্তি এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার নড়িবার ও কথা কহিবার শক্তি ছিল না।

ডিউক ফ্রিদরিক যুবকের সাহস ও যুদ্ধকৌশল দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং আশ্রয় প্রদান মানসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলেন, 'রাজন্! আমার নাম অর্লন্দো, আমি সুবিখ্যাত স্বর্গীয় সর্ রোলন্দ দি-বয়েজের কনিষ্ঠ পুত্র।'

অর্লন্দোর পিতা সর্ রোলন্দ জীবদ্দশায় রাজপদের প্রকৃত অধিকারী নির্ব্বাসিত ডিউকের প্রতি ভক্তিমান্ থাকিয়া

তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই যুবক সেই ভ্রাতৃ-বন্ধুর পুত্র শুনিয়া ফ্রিদরিক বিরাগভরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার উপর তাঁহার এত বিদ্বেষ ছিল যে ভ্রাতৃবন্ধু-গণের নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেন না। যাইবার সময় যুবকের অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসায় কেবল এইমাত্র বলিয়া গেলেন, এই যুবা আর কাহারও পুত্র হইলে ভাল হইত।

যুবক তাঁহার পিতৃবন্ধুতনয় শুনিয়া রোজালিন্দ প্রীত হই-লেন, এবং সিলিয়াকে কহিলেন, 'আমি যদি আগে একথা জানিতাম, তাহা হইলে মুখের কথার সঙ্গে চক্ষুর জল মিশাইয়া, কাতরতা জানাইয়া, ইহাঁকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতাম।' অনন্তর রাজপুত্রীরা সেই যোদ্ধার নিকটে গমন করিলেন, এবং রাজার আকস্মিক বিরাগভাবে তাঁহাকে অপ্রতিভের মত দেখিয়া বিবিধ উৎসাহকর বাক্যে তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারা রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়ৎ পদ অগ্রসর হইয়াই রোজালিন্দ পিতৃবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আরও কিছু ভদ্রতা দেখাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "বীরবর! তুমি অসামান্য বীরত্ব-প্রভাবে কেবল বিপক্ষকেই বশীভূত করিলে এরূপ নহে, অন্যের হৃদয়ও তোমার গুণপক্ষপাতী করাইয়া বশীভূত করি-য়াছ; আমার অনুরোধে এই হারছড়াটী কণ্ঠে ধারণ করিও, সম্প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত আমার তত সম্প্রীতি নাই, থাকিলে তোমার বীরত্বের যোগ্য অধিক সারবান্ উপহার দিতাম।"

তৎকালে অর্লন্দোর মনে অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবের উদয় হওয়াতে, যুবতীর প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য বাক্য-নিঃসারণে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। রোজালিন্দ চলিয়া গেলে, তিনি মনে মনে বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি বাহুবলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া শেষে অবলার বলে নির্জ্জিত হইলাম, আমার কথা কহিবার শক্তি হইল না।

রোজালিন্দ সিলিয়ার সহিত মিলিত হইয়া, কেবল অর্লন্দোর কথাই কহিতে লাগিলেন। সিলিয়া তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া, তিনি যে সেই প্রিয়দর্শন তরুণ যোদ্ধার উপর অনুরাগিণী হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর বয়স্যাকে হঠাৎ অন্য-মনস্ক হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগিনি! তুমি আবার তোমার পিতার জন্য ভাবিতে বসিলে?' রোজালিন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'না বোন্, কেবল বাবার জন্যই ভাবিতে বসি নাই, তাঁহার কন্যার আবার কি দশা ঘটিল তাও ভাবিতেছি।' সিলিয়া কথার মর্ম্ম বুঝিয়া, অর্লন্দোর উপর হঠাৎ অনুরাগ স্থাপন নিবন্ধন ঈষৎ অনুযোগব্যঞ্জক স্বরে বলি-লেন, 'তুমি সত্য সত্যই একেবারে প্রণয়ে মজিলে না কি?' রোজালিন্দ বলিলেন, 'আমার পিতা অর্লন্দোর পিতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন।' সিলিয়া উত্তর করিলেন, 'তাই বলিয়া কি তোমাকেও অর্লন্দোকে ভাল বাসিতে হইবে? অনুরাগ ও বিরাগ যদি পিতৃগত হয়, তাহা হইলে ত তাহাকে আমার দুই চক্ষুর শূল দেখা উচিত, কেননা আমার পিতা তাহার পিতাকে দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু কই, তাহাকে দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ত জ্বলিয়া উঠে নাই?'

রোজালিন্দের মধুরস্বভাব জন্য সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত এবং পূর্ব্বতন নৃপসত্তমের উপর শ্রদ্ধা থাকাতে, জনকের অনুরোধে যাবতীয় প্রকৃতিবর্গ তাঁহার উপর কৃপা প্রকাশ করিত। ডিউক ফ্রিদরিক এই কারণে পূর্ব্ব হইতেই ভ্রাতুস্পুত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে অর্লন্দোকে নেত্রগোচর করিয়া, সামন্ত বর্গের মধ্যে অনেকেই যে জ্যেষ্ঠের পক্ষে থাকিয়া তাঁহার প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল, এবং রোজালিন্দের উপর তাঁহার পূর্ব্ববিরাগ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইল। সিলিয়া ও রোজালিন্দ যখন গৃহমধ্যে বসিয়া অর্লন্দোর বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন তিনি ক্রোধভরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং রোজালিন্দকে তদ্দণ্ডেই রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নির্ব্বাসিত পিতার নিকটে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সিলিয়া রোজালিন্দের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পিতাকে অনুনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে ফ্রিদরিক বলিলেন, 'বৎসে, আমি তোমারই জন্য উহাকে তৎকালে তাড়াইয়া দিই নাই।' সিলিয়া কহিলেন, আমি ত সে সময় উহাকে রাখিতে অনুরোধ করি নাই, আমি তখন বালিকা ছিলাম, উহার গুণ জানিতাম না;' এখন জানিয়াছি, তাই অনুরোধ করিতেছি। এতকাল একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র অধ্যয়ন করিয়া, এখন উহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।' ফ্রিদরিক উত্তর করিলেন, 'উহার চাতুরী ভেদ করা তোমার সাধ্য নহে। উহার অমায়িক ভাব, সহিষ্ণুতা, অধিক কি, উহার মিতভাষিতাই পৌরজনদিগকে উহার পক্ষপাতী হইতে

শিখাইয়া দেয়, তাহারা উহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। তুমি নিতান্ত নির্বোধ, নহিলে উহাকে রাখিতে অনুরোধ করিতে না; ও চলিয়া গেলে তোমার রূপগুণের অধিক প্রতিষ্ঠা হইতে থাকিবে। তুমি এ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিও না, আমার আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়।

পিতাকে অনুনয় বিনয় করিয়াও রোজালিন্দকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না দেখিয়া, সিলিয়া প্রিয়সখীর ক্লেশভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং সেই রাত্রিতে সংগোপনে স্বকীয় জনকের ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোজালিন্দের সহিত আর্দেন কাননবাসী তদীয় পিতার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা আপনাদের আভিজাত্যের অনুরূপ যে প্রকার উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, সে প্রকার পরিচ্ছদে পথ পর্য্যটন করা নিরাপদ্ নহে ভাবিয়া, প্রস্থানের পূর্ব্বে সিলিয়া প্রস্তাব করিলেন, 'এস আমরা স্থূল পরিচ্ছদে কৃষকতনয়াদিগের মত বেশ বিন্যাস করি।' রোজালিন্দ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'দুই জনেই কৃষককন্যা না সাজিয়া যদি এক জন কৃষকযুবকের মত ছদ্মবেশ ধারণ করি তাহা হইলে আরও ভাল হয়।' অনন্তর এই পরামর্শানুসারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গী রোজালিন্দ কৃষক-যুবকের ও খর্ব্বাঙ্গী সিলিয়া কৃষীবল-কন্যার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশ সমাধান করিলেন। এই ধার্য্য হইল যে তাঁহারা পরস্পর ভাই ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিবেন। বেশের সহিত তাঁহারা নামেরও পরিবর্ত্তন করিলেন। রোজালিন্দের নাম গেনিমিদ্ ও সিলিয়ার নাম এলিয়ানা হইল।

এইরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ও পাথেয়াদি ব্যয়সংকুলানের জন্য আপনাদের অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়া এই সুকুমারী কুমারীদ্বয় রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রাজ্যের সীমাবহির্ভাগস্থ আর্দেন কাননাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী রোজালিন্দ, কৃষকযুবক গেনিমিদের বেশ ধারণ করিয়া, পুরুষের পরিচ্ছদের সহিত পুরুষোচিত নির্ভীকতার ভাবও অবলম্বন করিলেন। যে অকপট সৌহৃদ্যবশতঃ সিলিয়া রাজভবনের সুখ সচ্ছন্দতা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই দুরন্ত পথ পর্য্যটনক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই অকপট সৌহৃদ্যের অনুরোধে তিনি আপনার ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান না করিয়া নানা উপায়ে সিলিয়ার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার আকার প্রকার দেখিলে ও কথা বার্ত্তা শুনিলে ইহাই প্রতীতি হইত যে তিনি যেন সত্য সত্যই এক জন শ্রমসহিষ্ণু নির্ভীক কৃষকযুবক, সমভিব্যাহারিণী ভগিনী অপ্রগল্‌ভা পল্লীবালা এলিয়ানার অভিভাবকতা করিতে করিতে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

অবশেষে তাঁহারা আর্দেন অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনপদে পথিমধ্যে যেরূপ পান্থশালা ও বিপণি পাইয়া তাঁহারা অধ্বশ্রম নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন, এই কানন প্রদেশে সেরূপ পান্থনিবাস বা পণ্যশালা কিছুই ছিল না। কাননের কিয়দ্‌ভাগ অতিক্রম করিয়াই তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেন। গেনিমিদ সমস্ত পথ নানাবিধ প্রমোদকর কথাবার্ত্তায় ভগিনীর চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া ভগিনীর নিকট ব্যক্ত করি-

লেন, 'আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় এত আকুল হইয়াছি যে এই পুরুষের পরিচ্ছদের অবমাননা করিয়া স্ত্রীজনের ন্যায় ক্রন্দন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।' এলিয়ানাও বলিলেন, 'আমারও আর পা উঠিতেছে না।' তখন গেনিমিদের স্মরণ হইল যে দুর্ব্বলা স্ত্রীজাতিকে সান্ত্বনা বচনে নিরাকুল করা পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব তৎক্ষণাৎ আপনাকে অব্যাকুল দেখাইবার জন্য বলিলেন, 'ভগিনি এলিয়ানে, অত কাতর হইও না, আমরা পর্য্যটনশেষ করিয়া আর্দেন কাননে আসিয়া পহুঁছিয়াছি, ভাবনা কি ?'

কিন্তু পুরুষের সজ্জায় বা আরোপিত সাহসে কতক্ষণ তাঁহাদের অবসন্নতা নিবারণ করিয়া রাখিবে? তাঁহারা আর্দেন কাননে পহুঁছিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সানুচর রাজা উহার কোন্ ভাগে অবস্থিতি করেন তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সেই অরণ্যেই হয় ত এই পরিশ্রান্তা কামিনীদ্বয়ের পর্য্যটনের সহিত জীবনেরও শেষ হইত, কেননা ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া, পথ হারাইয়া, তাঁহারা অরণ্যের জন-সমাগমশূন্য নিবিড়তর প্রদেশে পহুঁছিয়া, অনশনে প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যখন তাঁহারা বুভুক্ষায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া হতাশচিত্তে শাদ্বল ভূমিখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সময় এক মেষরক্ষক দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া গেনিমিদ অতিকষ্টে পুরুষোচিত নির্ভীকতার ভাব গ্রহণ করিয়া কহিলেন, ওহে মেষপালক! আতিথ্য সৎকারের বা পুরস্কার-লাভের ইচ্ছায় যদি কেহ আমাদিগকে খাদ্যসামগ্রী ও বিশ্রামের

স্থান দেয়, তবে কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল, আমার এই বালিকা ভগিনীটী ক্ষুধায় ও পথশ্রান্তিতে অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

মেষরক্ষক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি এক মেষ-পালকের ভৃত্য, ঋণদায়ে আমার প্রভুর যথাসর্ব্বস্ব এখনই বিক্রীত হইবে, সেখানে যাইলে আপনারা ভাল করিয়া কিছুই খাইতে পাইবেন না, তথাপি যদি সঙ্গে আসেন যাহা কিঞ্চিৎ আছে আপনাদের সেবার্থে দিতে পারি।' শীঘ্রই আহার মিলিবে এই আশায় যুবতীদ্বয়ের শরীরে নূতন বল সঞ্চার হইল; তাঁহারা সেই মেষরক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। পরে পানভোজনাদি দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়া সেই মেষপালকের কুটীর ও মেষপাল ক্রয় করিয়া লইলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া গিয়াছিল তাহাকেই আপনাদের ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে রাজপুত্রীরা বিশ্রামার্থে একটী পরিচ্ছন্ন কুটীর ও আহারীয় সামগ্রী আহরণের উপায় লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত রাজার সন্ধান না পান, সেই পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

কিয়দ্দিন বিশ্রাম করিয়া পর্য্যটন জনিত দৈহিক গ্লানি দূর হইলে, রাজপুত্রীরা এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হই-লেন না। প্রত্যুত আপনারা যেন সত্য সত্য রাখাল-ভাই-ভগিনী এই জ্ঞানে প্রফুল্লচিত্তেই দিন যাপন করিতে লাগিলেন। রাখালদিগের ন্যায় অশন বসন শয়নাদিতে তাঁহারা কোন ক্লেশই অনুভব করিতেন না। কিন্তু কৃষককিশোর-বেশধারী গেনিমিদ, তিনি যে কোনও কালে রাজকুমারী রোজালিন্দ

ছিলেন, এবং আপনার পিতৃবন্ধু সর রোলন্দের পুত্র বলিয়া মল্লযুদ্ধজেতা অর্লন্দের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, সময়ে সময়ে একথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। গেনিমিদ ভাবিয়াছিলেন যে অর্লন্দ অনেকদূরে রাজধানীতে আছেন। যে দুরন্ত পথপর্য্যটন করিয়া তাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছেন, আবার সেই পথ অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া না যাইতে পারিলে তাঁহাকে চোখেও দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু শীঘ্রই প্রকাশ পাইল যে যুবক অর্লন্দও আর্দেনকানন-নিবাসী হইয়াছেন।

অর্লন্দ সর রোলন্দ দি-বয়েজের কনিষ্ঠ পুত্র। ঐ মহানুভব ব্যক্তি, মৃত্যুকালে অলিবর নামক আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর অক্রবাণ কনিষ্ঠ পুত্র অর্লন্দের লালনপালনের ভার দিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্রটী যাহাতে তদীয় বংশের অনুরূপ সুশিক্ষা-লাভ করিয়া সম্ভ্রমে ও সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, বৃদ্ধ মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাহার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অলিবর তেমন লোক ছিলেন না। তিনি পিতার অন্তিমকালোচ্চারিত নিদেশ লঙ্ঘন করিয়া অর্লন্দকে শিক্ষালাভার্থে কোন শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করেন নাই। অর্লন্দ বাটীতে থাকিয়া ভ্রাতার অযত্নে রীতিমত বিদ্যাভ্যাসে বঞ্চিত হইয়া বাল্যকাল অতিবাহন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মানসিক সদ্‌গুণ-পরম্পরায় তাঁহার মহানুভব পিতার এতদূর অনুরূপ ছিলেন যে লোকসমাজে অভ্যস্তবিদ্য ও বিলক্ষণ শিষ্টাচারসম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অবয়বের ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য-নিবন্ধন কনিষ্ঠের দিন দিন প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হওয়াতে অলিবর

এতদূর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন যে অবশেষে সহোদরকে ইহ লোক হইতে লোকান্তরে পাঠাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি কৌশলে বহুলোকের প্রাণহন্তা সেই সুবিখ্যাত মল্লের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য অর্লন্দকে প্রবর্ত্তিত করেন। জ্যেষ্ঠের অযত্নজনিত মনোদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখিত থাকাতেই অর্লন্দ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রাজ-কুমারীদের সমক্ষে স্বীয় জীবনের প্রতি অত অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতার দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অর্লন্দ যখন বিজিত-বৈরি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিলেন, তখন অলিবরের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের অবধি রহিল না। তিনি শপথ করিলেন যে রাত্রি-কালে নিদ্রিত অর্লন্দকে অর্গলবদ্ধ রাখিয়া তদীয় শয়নকক্ষে আগুণ ধরাইয়া দিবেন। আদম নামক একটী বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য এই কুপরামর্শ শুনিতে পাইয়াছিল। অর্লন্দ নিখিলগুণনিলয় সর রোলন্দের সদৃশ ছিলেন বলিয়া এই বৃদ্ধ ভৃত্যটী অলিবরের অপেক্ষা অর্লন্দেরই উপর অধিক অনুরক্ত ছিল। অতএব রাজবাটী হইতে বিদায় লইয়া অর্লন্দ যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন আদম পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনের আবেগ বশতঃ কহিল, 'হায় হায়' ছোট বাবু গো, তোমাকে দেখি, আর আমার কর্ত্তাকে মনে পড়ে, কেন তুমি সকলের প্রিয় হইয়াছিলে? কেনই বা শিষ্ট-শান্ত বলিষ্ঠ আর সাহসী হইয়াছিলে? আহা! কেন তুমি মল্লযুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে? তুমি বাড়ী ফিরিয়া না আসিতেই তোমার বীরত্বের খ্যাতি আগে পঁহুছিয়া সর্ব্বনাশ বাধাইয়াছে

অর্লন্দ ভৃত্যের এবম্প্রকার উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত দুশ্চেষ্টিতের কথা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিল। অর্লন্দের নিজের অর্থসঙ্গতি নাই জানিয়া, আদম আপনার সঞ্চিত অর্থ গুলি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল। সে সেই মুদ্রাগুলি অর্লন্দের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল, তোমাদের সংসারে চাকরি করিয়া কায়ক্লেশে এই পাঁচশত টাকা জমাইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম বুড়া হইয়া যখন হাতে পায়ে আর জোর পাইব না, তখন এই টাকা গুলি লইয়া বসিয়া খাইব। যিনি রাত পোহাইলেই কাকের আহারের বিলি করিয়া রাখেন, তিনিই আমার শেষদশায় আহার যোগাইবেন। তুমি এই টাকা গুলি লও, আমি তোমাকে দিলাম। আর আমার আর একটী কথা রাখ। আমি দেখিতে বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও কাজের বাহির হই নাই। তুমি আমাকে চাকর করিয়া সঙ্গে লও, তোমার যখন যা কাজ পড়িবে আমি যুবকের মত তৎপরতা দেখাইয়া তখনই তাহা সম্পাদন করিয়া দিব। অর্লন্দ এই বৃদ্ধ ভৃত্যের সাধুতায় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, তোমাকেত এই কলিকালের মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। আমি তোমাকে সহায় করিয়াই স্থানান্তরে চলিয়া যাইব। তোমার বহু দিনের যত্নসঞ্চিত টাকা গুলি সমস্ত নিঃশেষিত না হইতেই আমি আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া লইব।

এই বিশ্বাসী ভৃত্য ও তাহার শ্রদ্ধাস্পদ প্রভু উভয়ে এক

সঙ্গে যাত্রা করিলেন।' কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির না থাকাতে তাঁহারা এদেশ ওদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে আর্দেন কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে পঁহুছিয়া ইতিপূর্ব্বে আহারাভাবে গেনিমিদ ও এলিয়ানাকে যে দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইয়াছিল, তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিল। বহুক্ষণ ধরিয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিয়া শেষে তাঁহারা ক্ষুধায় ও শ্রান্তিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আদম ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠে কহিল, 'ছোট বাবু! আমি মারা গেলেম, আমার আর নড়িবার শক্তি নাই।' অনন্তর নিতান্ত নির্জীবের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া বলিল, 'বাবু গো! জন্মের মত বিদায় লইলাম, এই খানেই আমার গোর হইল।' অর্লন্দ অনুগত প্রাচীন ভৃত্যটীকে একেবারে চলচ্ছক্তিহীন দেখিয়া বাহুদ্বয়ে উত্তোলন পূর্ব্বক শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় আনয়ন করিলেন এবং আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'আদম! অত কাতর হইয়া পড়িলে কেন? এই স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, মরিবার কথা মুখে আনিও না, আমি শীঘ্রই খাদ্য লইয়া আসিতেছি।'

আদমকে সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া অর্লন্দ খাদ্য আহরণের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নির্ব্বাসিত রাজা কাননের যে দিকে অবস্থিতি করিতেন, সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সেই দিকে গিয়াছিলেন। রাজা পারিষদগণের সহিত বিস্তৃত বৃক্ষশাখা-বিতানে তৃণাসনে বসিয়া ভোজনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে অর্লন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন।

বলবতী বুভুক্ষায় অর্লন্দের ধৈর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া-

ছিল। তিনি বলপূর্ব্বক ভক্ষ্য দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে নিষ্কাশিত তরবারি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, থাম, মুখে যেন হাত উঠে না, যে খাবে তার জন্মের মত খাওয়া হবে।' আগন্তুকের ঈদৃশ অবিনয় দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা কহিলেন, 'ওহে তুমি কি জঠরের জ্বালায় এরূপ উদ্ধত হইয়াছ, না ভদ্রতা কাহাকে বলে তা জান না।' অর্লন্দ কহিলেন, 'আমি আহার চাই।' রাজা কহিলেন, 'তবে এস, একত্র বসিয়া আহার করি!'

রাজার এরূপ ভদ্রতায় অর্লন্দ অপ্রতিভ হইলেন এবং ধীরে ধীরে তরবারিখানি কোষাবৃত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি মনে করিয়াছিলাম এই বনভূমিতে সকলই বন্য, সেই জন্য বলপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলাম। আপনারা কে জানি না, দেখিতেছি সম্প্রতি এই বনে বনস্পতিগণের তিমিরময় ছায়ায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া কালকর্ত্তন করিতেছেন। আপনারা যেই হউন না কেন, যদি কখন সুখের দিন দেখিয়া থাকেন, যদি কখন দেবালয়ে নিনাদিত ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া থাকেন, যদি কখন কাহারও আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি কখন চক্ষু হইতে করুণাশ্রুজল মুছিয়া থাকেন, আর কাহাকেও দয়ার পাত্র করিয়া অথবা কাহারও দয়ার পাত্র হইয়া থাকেন, তবে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করুন।'

রাজা উত্তর করিলেন, 'ভদ্র! তুমি সত্য অনুভব করিয়াছ, আমরা এক সময়ে সুখের দিন দেখিয়াছি, আর যদিও এখন এই বিজন কানন আমাদের আবাস-ভবন হইয়াছে, তথাপি এক-

কালে আমরা জনাকীর্ণ নগরে বাস করিয়া, দেবালয়ে নিনাদিত ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া, ভক্তিপ্রবণ মনে দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, যথার্থই আমরা কোন সময়ে অতিথিসৎকারপ্রিয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি এবং পরদুঃখে কাতর হইয়া করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণে চক্ষু হইতে অশ্রুজল মোচন করিয়াছি, অতএব তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া উদর-পূরিয়া 'আহার কর।' অর্লন্দ কহিলেন, 'একটী বৃদ্ধ আমার উপর স্নেহ বশতঃ অনেক দূর হইতে আমার সঙ্গে ব্যথিতচরণে পর্য্যটন করিয়াছে, বার্দ্ধক্য সুলভ দুর্বলতায় ও অনাহারজনিত শীর্ণতায় সে ব্যক্তি নিতান্ত নির্জীবের ন্যায় কিয়দ্দূরে পড়িয়া আছে, যতক্ষণ না তাকে আহার করাইতে পারি ততক্ষণ আমি কোন খাদ্য গলাধঃকরণ করিব না।' রাজা কহিলেন, 'তবে যাও, তাহাকে এই স্থানে লইয়া এস, তোমরা যতক্ষণ না আসিতেছ, ততক্ষণ আমরা ভোজনে বিরত থাকিলাম।' অর্লন্দ দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়া শীঘ্রই বৃদ্ধ আদমকে বাহুদ্বয়ে বহন পূর্ব্বক তথায় লইয়া আসিলেন। রাজা দেখিয়া কহিলেন, 'প্রাচীনটীকে নামাও, আমরা হৃষ্টচিত্তে তোমাদের দুইজনেরই আতিথ্য সৎকার করিব।' ক্ষুধাতৃষ্ণায় বৃদ্ধ আদমের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল, কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু পান ভোজন করিয়া সে শীঘ্রই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইল।

আহার সমাপ্ত হইলে, নির্ব্বাসিত রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে অর্লন্দ তাঁহার পরম সুহৃৎ স্বর্গীয় সর রোলন্দ-দি বয়েজের পুত্র। তখন তিনি সভৃত্য বন্ধুপুত্রকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন।

গোপবেশধারী গেনিমিদ এবং এলিয়ানা যদৃচ্ছাক্রমে কাননে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন কুটীরের কিয়দ্দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে তরুত্বকে রোজালিন্দের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং রোজালিন্দের উদ্দেশে নানাবিধ প্রণয়গাথা তরুশাখায় লম্বিত আছে; দেখিয়া তাঁহারা যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। কে এরূপ করিল তাঁহারা এই প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে অর্লন্দের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। অর্লন্দ রোজালিন্দপ্রদত্ত হারছড়াটী কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা তাহাও দেখিতে পাইলেন।

যে রাজকুমারী তাদৃশ নিরভিমানতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মন মোহিত করিয়াছিলেন, তরুত্বকে যাঁহার নাম ক্ষোদিত করিয়া তিনি আমোদিত হইতেন, এবং যাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনে কবিতা রচনা করিয়া তিনি কালকর্ত্তন করিতেন, সেই সুকুমারী রাজকন্যা যে এখন গেনিমিদ নাম ধারণ করিয়া আভীরকুমার সাজিয়াছেন, অর্লন্দ তাহা ভাবনায়ও আনিতে পারেন নাই। গেনিমিদের আকারগত সুশ্রীকতা দেখিয়া তিনি প্রীতমনে তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই বনেচর যুবকের অবয়বে রোজালিন্দের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু রাজপুত্রীর সেই ধৃষ্টতাবর্জ্জিত ও মুখরতাপরিশূন্য মধুর আলাপের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না; কেন না বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিলে যুবকেরা যেরূপ প্রগল্‌ভস্বভাব হয়, গেনিমিদ সেই প্রকার প্রগল্‌ভতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বাচালতা প্রকাশ

করিয়া বিদ্রূপ সহকারে অর্লন্দকে বলিলেন, ভাই কোথা হইতে এক প্রেমিক আসিয়া আমাদের এই বনে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ব্যক্তি ছোট ছোট গাছের ছালে রোজালিন্দের নাম লিখিয়া গাছ গুলি নষ্ট করিতেছে। তাঁর আবার সেই রোজালিন্দের রূপ বর্ণন করিয়া কবিতা লেখা হয়। রোজালিন্দের যেমন দশা! সে কবিতাগুলি স্থান পায় কোথা— না শেঁকুল গাছের ডালে আর মনসা গাছের ফুলে! আহা কবিতার ছটা শোন—

নিন্দি ইন্দীবর যার সুনীল নয়ন,
নিন্দি অলিবৃন্দ যার ভুরু সুশোভন,
নিন্দি ইন্দুকর যার হাসি মনোহর,
সিন্ধু প্রবালেরে নিন্দে যাহার অধর,
সুন্দর আনন যার নিন্দি অরবিন্দ,
বিরাজে হৃদয়ে মম সেই রোজালিন্দ।

ন্দ'র ঘটা দেখ। আমি যদি ভাই এই প্রেমিককে পাই, ত তার প্রণয়ব্যাধি ভাল করিয়া দিই।

অর্লন্দ স্বীকার করিলেন তিনিই সেই প্রেমিক। কি উপায়ে প্রণয়ব্যাধির উপশম হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলে, গেনিমিদ কহিলেন, 'তুমি এক কর্ম্ম কর, প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে এসো। আমি তোমার রোজালিন্দ হইব, তুমি তোমার রোজালিন্দকে পাইলে যেমন আলাপ করিতে, ঠিক সেই ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিও। আমি প্রেমিকজন-আরাধিতা নায়িকার মত কখন হাবভাব লীলা প্রকাশ করিয়া তোমার সহিত হাস্যপরিহাস করিব, কখন তুমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট

থাকিয়া আমার সহিত কথা কহিতে নিতান্ত উৎসুক থাকিলেও তোমার উপর অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া সামান্য অথবা বৃথা কার্য্যে ব্যস্ত হইব, কখন তুমি আমার কাছে না আসিলে অভিমান প্রকাশ করিব, আবার কখন তুমি কাছে থাকিলে বড়ই বিরক্তি দেখাইব, কখন স্মেরমুখে লজ্জাজড়িত গদ্‌গদস্বরে তোমার উপর অনুরাগসূচক কথা বলিব, কখন বা তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য যুবকের সহিত কথোপকথনে তোমার মনে ঈর্ষ্যা জন্মাইয়া তোমাকে অসুখী করিব, কখন তোমার উপর ক্রোধের বাস্তবিক কারণ সত্ত্বেও তোমাকে কিছুমাত্র অনুযোগ না করিয়া প্রণয়স্নিগ্ধবচনে তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিব, কখন বা অনিদান মান করিয়া তোমার শত অনুনয় বিনয়েও প্রসন্ন হইব না, ভূতল-নিহিতনয়নে অধোবদনে থাকিয়া মুক্তাফলগঞ্জন স্থূল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিব, হৃদয় প্রশান্ত থাকিবে, কিন্তু বাহিরে এমনই ভাব দেখাইব যেন মানুষের অদৃষ্টে যত প্রকার দুঃখভোগ আছে, সেই সকলগুলি যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া আমার মর্ম্ম পেষণ করিতেছে। এই প্রকার যুবতীজনোচিত ভঙ্গীবৈচিত্র্য দেখিয়া অব্যবস্থিত নারীজাতির উপর দৃঢ় অনুরাগ স্থাপন করাতে তুমি আপনা আপনিই লজ্জিত হইবে, আর তোমার প্রবল প্রণয়ব্যাধিরও উপশম হইয়া যাইবে।

এই প্রকার মুষ্টিযোগে যে তাঁহার প্রণয় ব্যাধির উপশম হইবে, অর্লন্দ তাহা বিশ্বাস করিলেন না, তথাপি আমোদের নিমিত্ত গেনিমিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি প্রতিদিন রোজালিন্দের কুটীরে যাইয়া, প্রণয়াসক্ত যুবকেরা স্ব স্ব

প্রণয়িনীর সহিত যেরূপ হৃদ্যবচনে আলাপ করিয়া থাকেন, রোজালিন্দের সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেন।

গেনিমিদই যে প্রকৃত রোজালিন্দ, অর্লন্দ ইহা স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই, অতএব এই প্রকার আলাপ যে কেবল কৌতুকমাত্র তিনি ইহাই মনে করিয়াছিলেন, তথাপি হৃদয়গত ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পাওয়াতে তিনি মনে মনে আনন্দিতই হইতেন। গেনিমিদও বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করিতেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এই সমস্ত প্রণয়ের কথা অযথা প্রযুক্ত হইতেছে না।

তাঁহারা এই প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন অতিবাহন করিতে লাগিলেন। গেনিমিদ দিব্য সুখে আছেন দেখিয়া দাক্ষিণ্যগুণশালিনী এলিয়ানা তাঁহাকে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা স্মরণ করিয়া দেন নাই। নির্ব্বাসিত রাজা কোথায় আছেন অর্লন্দের মুখে তাঁহারা এখন তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। গেনিমিদের একদিন রাজার সহিত দেখাও হইয়াছিল। রাজা তাঁহার মধুর আকার ও গ্রাম্যতা-দোষ বর্জ্জিত বাক্যকথন-ভঙ্গীতে প্রীত হইয়া কিঞ্চিৎ কৌতূ-হলাক্রান্ত চিত্তে, তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গেনিমিদ উত্তর করিয়াছিলেন 'মহাশয়! বংশমর্য্যাদায় আমি আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইব না।' ডিউক এই কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, কেননা আভীরবেশী গেনিমিদের যে রাজবংশে উৎপত্তি হইয়াছে ইহা তিনি মনেও স্থান দেন নাই। পিতাকে সুস্থ ও

অবিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া গেনিমিদ এখন কিছুদিন আত্মপ্রকাশ করিতে চান নাই।

এক দিন প্রত্যূষে অর্লন্দ গেনিমিদের কুটীরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথের অদূরে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি ভূমি-তলে শয়ান আছে, আর একটা বৃহৎ সর্প তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিবার উপক্রম করিতেছে। অর্লন্দের পদশব্দ পাইয়া সর্প অপসর্পিত হইয়া গুল্মাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল। অর্লন্দ আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে এক সিংহী মৃত্তিকার উপর মস্তক স্থাপন করিয়া মার্জ্জারবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির নিদ্রাপগম প্রতীক্ষা করিতেছে (কেন না কেশরী নিদ্রিত বা মৃত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে না)। তৎকালে ঐ ব্যক্তিকে অহি ও সিংহী এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্লন্দ যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিদ্রিত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, যিনি তাঁহার উপর নিতান্ত নির্দয় ব্যবহার করিতেন ও ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইতে চাহিয়াছিলেন এই ব্যক্তি তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর অলিবর। দেখিয়া প্রথমে তাঁহার মনে হইয়া-ছিল এমন ভাইকে ক্ষুধার্ত্তা সিংহীর ভক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রাতৃস্নেহ ও স্বভাবসিদ্ধ পরহিতৈষণাবৃত্তির উদয় হওয়াতে তিনি কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশন পূর্ব্বক সিংহীকে আক্রমণ ও নিধন করিলেন। সিংহী নিহত হইবার পূর্ব্বে খরনখরে তাহার বাহু ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত করিয়া দিয়াছিল।

অর্লন্দ যখন সিংহীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন

অলিবরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে সহোদরের প্রতি তিনি যার পর নাই অভদ্র ব্যবহার করিয়া ছিলেন, এবং যাহার প্রাণ-বিনাশ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি আর্দেন কাননে আগমন করিয়া ছিলেন, সেই সহোদর করালকেশরীর কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্মপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই দেখিয়া, সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে লজ্জা ও অনুতাপের উদয় হইল। তিনি ভ্রাতার নিকটে আসিয়া, পূর্ব্বকৃত অসদাচরণের উল্লেখ করিয়া, কতই পরিতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে সেই সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। সহোদরকে অনুতপ্ত দেখিয়া অর্লন্দের সমস্ত বিরাগ দূর হইল; তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন এবং তদবধি যথার্থ সৌভ্রাত্রস্নেহে বদ্ধ হইয়া দুই জনেই দুই জনের শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেন।

ক্ষত স্থান হইতে অধিক মাত্রায় শোণিত-স্রাব হওয়াতে অর্লন্দ কিঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতএব গেনিমিদের কুটীরে যাইতে অসমর্থ বোধ করাতে তিনি ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বকীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অলিবরের শুশ্রূষায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, ভ্রাতাকে বলিলেন, 'যে কুটীরের কথা বলিলাম ঐ কুটীরবাসী গোপবালক-গেনিমিদকে আমি কৌতুকচ্ছলে রাজনন্দিনী রোজালিন্দ বলিয়া থাকি, আমার এ-বেলা তথায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কিজন্য পারিলাম না তুমি যাইয়া বলিয়া এস।'

অলিবর ভ্রাতার নির্দ্দেশানুসারে গেনিমিদ ও এলিয়ানার কুটীরে যাইয়া সকল পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার

নিজকৃত দুরাচরণের উল্লেখ করিয়া বিস্তর বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অকপট অনুতাপ-বচন-শ্রবণে এলিয়ানার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সেই গোপকুমারীকে তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া অলিবরের চিত্তও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। মন্মথ যে সময়ে ইহাঁদের দুই জনের হৃদয়ে স্বকীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে ছিলেন, সে সময়ে গেনিমিদের উপরেও তাঁহার অল্প পরাক্রম প্রকাশ পায় নাই। সিংহী খরনখরে অর্লন্দের বাহুত্বক্ বিদারণ করিয়া দেওয়াতে তিনি অবসন্ন হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শয়ন করিয়া আছেন, অলিবরের মুখে এই কথা শুনিবা মাত্র গেনিমিদ সংবিৎশূন্য হইয়া পড়িলেন। পরে এলিয়ানার যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনীত হইলে পর, তিনি চতুরতা সহকারে অলিবরকে বলিলেন, 'আপনার ভাইকে বলিবেন আমি কেমন রোজা-লিন্দের সাদৃশ্য বজায় রাখিয়া মূর্চ্ছার ভাণ করিয়াছিলাম।' কিন্তু অলিবর তদীয় গণ্ডস্থলের পাণ্ডুরতা অবলোকন করিয়া তিনি যে সত্যসত্যই মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব যুবকের এইরূপ নারীজনোচিত চিত্ত-দৌর্ব্বল্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, যদি তুমি এতই অনুকরণ করিতে পার, তবে পুরুষেরই অনুকরণ করিও।' গেনিমিদ উত্তর করিলেন, 'আমিত তাই করি, নহিলে আমাকে সর্ব্বাংশে স্ত্রীলোকের মতই দেখিতে পাইতেন।'

অলিবর সেই কুটীরে অনেক গৌণ করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন ভ্রাতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার অনেক

কথা বলিবার ছিল। অর্লন্দ সিংহী কর্ত্তৃক আহত হইয়া শোণিতাক্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এই কথা শুনিয়া গেনিমিদ যে প্রকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়া, তিনি নিজে গোপতনয়া এলিয়ানার উপর কিরূপ অনুরক্ত হইয়াছেন এবং সেই ললনাও প্রথম দিনের আলাপেই তৎকৃত পাণিগ্রহণের প্রস্তাবে অনুকূল কর্ণপাত করিয়াছেন এ কথাও তিনি ভ্রাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। পরে কৃতসঙ্কল্পের ন্যায় কোন দ্বিধা না রাখিয়া বলিলেন, 'ভাই! আমি আর নগরে ফিরিয়া যাইতেছি না: বাড়ী ঘর বিষয়সম্পত্তি সমস্তই তোমাকে দিলাম, আমি এই সরলা গোপবালাকে বিবাহ করিয়া এই কাননেই অবস্থিতি করিব।'

ভ্রাতাকে যথার্থ অনুরাগী দেখিয়া অর্লন্দ কহিলেন, 'যদি এই গোপকন্যার সহবাসে তুমি চিরজীবন সুখী হইবে মনে করিয়া থাক, আমি নীচকুলোদ্ভবা বলিয়া তাহাকে তোমার বনিতারূপে গ্রহণ করিবার প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহি না। তুমি কালিই তাঁহাকে বিবাহ করিও, আমি রাজা ও তদীয় পারিষদবর্গের সমক্ষে তোমার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিব। তোমার হৃদয়রঞ্জিকা যাহাতে কল্য তোমার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেন তুমি যাইয়া তাঁহার সেই মত করাও। তিনি এখন একাকিনী আছেন, ঐ দেখ তাঁহার ভ্রাতা একাকী এ দিকে আসিতেছেন।' অলিবর হৃষ্টান্তঃকরণে এলিয়ানার পর্ণশালাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গেনিমিদ ম্লানমুখে অর্লন্দের সন্নিধানে আসিয়া, তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সিংহীর

তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই নহে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

গেনিমিদ ও অর্লন্দ অন্যান্য কথার পর, যখন অলিবর ও এলিয়ানার সহসা অনুরাগসঞ্চারের প্রসঙ্গ তুলিলেন, তখন অলন্দ বলিলেন, আমার ভ্রাতার মনোমোহিনী কল্য যাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন, তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তনা দিবার জন্য অলিবর এখনই তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। অনন্তর সখেদবচনে বলিলেন, হায়! আমার এমন দিন কি হবে যে দিন প্রফুল্ল-সরোজ-বদনা রোজালিন্দ আমাকে পাণিদানে সম্মতা হইবেন।

গেনিমিদ, প্রিয়তমের ঈদৃশ খেদোক্তি শুনিয়া বলিলেন, 'তুমি মুখে যত বল, যদি সত্য সত্যই রোজালিন্দকে হৃদয়ের সহিত তত ভাল বাস, তাহা হইলে আমি কালিই তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়া দিই। আমি এই অরণ্যেই রোজালিন্দকে সশরীরে উপস্থিত করাইয়া বধূবেশে তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষিণী করাই।' গেনিমিদ নিজেই রাজনন্দিনী রোজালিন্দ, অতএব তিনি যে অনায়াসেই এই আপাতবিস্ময়কর ঘটনার সংঘটন করিয়া দিতে পারেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু তৎকালে তিনি অর্লন্দকে এই কথা বলিলেন যে ইন্দ্রজালবিদ্যায় সুপণ্ডিত তাঁহার কোন পিতৃব্যের নিকট শিক্ষালাভ করাতে তিনি মন্ত্র-প্রভাবে এই ঘটনা সঙ্ঘটন করিয়া দিতে পারেন।

প্রণয়বিমুগ্ধচিত্ত অর্লন্দ এই কথায় কতক বিশ্বাস, কতক অবিশ্বাস করিয়া, গেনিমিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে যুবক! তুমি প্রলাপ বকিতেছ নাকি?' গেনিমিদ কহিলেন, 'আমি সত্য কথাই বলিতেছি, তুমি যদি কালিই রোজালিন্দকে বিবাহ

করিতে চাও, তাঁহাকে এই অরণ্যে দেখিতে পাইবে। তুমি বরের যোগ্য বেশ সমাধান করিয়া রাজা ও তদীয় বন্ধুগণকে তোমার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিও।'

পরদিন প্রাতে, অলিবর এলিয়ানার সম্মতিলাভ করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। অর্লন্দও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

সমাগত ব্যক্তিরা দুইটী বিবাহ দেখিতে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু একটী বই পাত্রী উপস্থিত না থাকাতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেকেই মনে করিলেন বনেচর গেনিমিদ অর্লন্দকে লইয়া পরিহাস করিতেছেন।

রাজা যখন শুনিলেন যে তাঁহার আপনার কন্যাকেই এই প্রকার বিস্ময়কর ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভাবে সেই কাননে আনয়ন করা হইবে, তখন তিনি অর্লন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হে, আভীরকুমারের কথায় তোমার বিশ্বাস হয় কি? অর্লন্দ কহিলেন, 'মহারাজ! যাহারা আশায় নিরাশ হইবে জানিয়াও আশা ছাড়িতে চাহে না, আমার ঠিক সেই দশা হইয়াছে।' তাঁহারা দুই জনে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে গেনিমিদ তথায় যাইয়া, অভিবাদন করিয়া, রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার কন্যাকে যদি আনিয়া দিই, আপনি অর্লন্দকে কন্যাদান করিতে কোন আপত্তি করিবেন না ত? রাজা বলিলেন, যদি সেই সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ অনেক রাজ্য দিতে হয় তবুও আপত্তি করিব না।'

অনন্তর গেনিমিদ অর্লন্দের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর তুমি বলিতেছ যে আনিলে তাহাকে বিবাহ

করিবে? অর্লন্দ কহিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আমি যদি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইতাম, তাহা হইলেও অন্য রমণীর অভিলাষ রাখিতাম না।'

অনন্তর গেনিমিদ ও এলিয়ানা দুইজনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গেনিমিদ পুরুষের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কামিনীজন-কমনীয় স্বকীয় পরিচ্ছদে শরীর আবরণ করিয়া, ইন্দ্রজালবিদ্যার আনুকূল্য ব্যতীত কুমারী রোজালিন্দ হইলেন। আর এলিয়ানাও গোপালবালিকার বেশ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় মুহার্হ বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া ভূপাল-বালিকা সিলিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইলেন।

বিবাহব্যাপার কেবল কৌতুকে পর্যাবসিত হইবে, কি প্রকৃত হইয়া দাঁড়াইবে, সকলে ইহার আলোচনা করিবার অবসর না পাইতেই, বসন-ভূষণে বর্দ্ধিত-শরীরসৌষ্ঠব রাজকিশোরীদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ভূতলে ন্যস্তজানু হইয়া রাজার চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সমবেত তাবৎ লোকেই এই বিস্ময়কর ঘটনা ইন্দ্রজালক্রীড়া মনে করিতে পারিতেন, কিন্তু রোজালিন্দ সমস্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া, পিতার সমক্ষে পিতৃব্য কর্ত্তৃক বিবাসন ও তন্নিবন্ধন বসনপরিবর্ত্তনের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন।

রাজা পূর্ব্বপ্রদত্ত স্বীকৃতি পালন করিয়া তাঁহাদের বিবাহে অনুমতি প্রদান করিলেন। অর্লন্দ ও রোজালিন্দ এবং অলিবর ও সিলিয়া পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া স্ব স্ব মনোরথ সিদ্ধ করিলেন। যদিও সেই বনমধ্যে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে অতি অল্প

বিবাহ-বাসরই এরূপ সুখে অতিবাহিত হয়। বিবাহান্তে সকলে শীতল তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বন্য ফল ও মৃগমাংস উপযোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দূত আসিয়া নির্ব্বাসিত রাজাকে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা আপনাকে অপহৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

স্বীয় দুহিতা সিলিয়ার পলায়নে অপহারক রাজা ফ্রিদরিকের ক্রোধ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই ক্রোধের সময় আবার তাঁহার বিদ্বেষানলও প্রবল হয়। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রতিনিয়তই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা গোপনে আর্দেন কাননে আসিয়া তাঁহার ভ্রাতার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া যাইতেন। ভ্রাতা হৃত-সর্ব্বস্ব ও দৈন্যদশায় পতিত হইয়াও এখনও লোকের শ্রদ্ধার ভাজন আছেন ইহাই তাঁহার বিদ্বেষের হেতু ছিল। ক্রোধের ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সানুচর সহোদরকে ইহলোক হইতে লোকান্তর-প্রেরণ-মানসে বিস্তর সেনা সমভিব্যাহারে আর্দেন কাননাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কানন-বহির্ভাগে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া আছেন এমন সময়ে এক বর্ষীয়ান্ তপস্বীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্থবির তাপস, সঙ্কল্পিত দুষ্কৃত হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ডিউক ফ্রিদরিককে যে সমস্ত উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে এত বৈরাগ্যভাবের উদয় হইয়াছিল যে তিনি রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবনকাল ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহন করিতে সংকল্প করিলেন এবং দূত পাঠাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্যভার গ্রহণে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

রাজপুত্রীদিগের পরিণয়োৎসবের সময় এই শুভ-সম্বাদ প্রাপ্তি অতিশয় হর্ষবর্দ্ধক হইয়াছিল। সিলিয়া যদিও এই ঘটনায় রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিতা হইলেন, তথাপি পিতৃব্যের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তিতে ও তন্নিবন্ধন রোজালিন্দের সৌভাগ্যের উদয় হওয়াতে, অকপটচিত্তে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। প্রগাঢ় সৌহৃদ্য বশতঃ রোজালিন্দের উপর দ্বেষ কি মৎসর তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

যে সকল সামন্ত স্বেচ্ছাক্রমে কেবল রাজভক্তি বশতঃ স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বনবাসক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, রাজা, এতদিনের পর তাঁহাদের রাজভক্তির পুরস্কার প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সামন্তেরা যদিও দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিতে বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিলেন, তথাপি এখন আহ্লাদ সহকারেই রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্বপদ গ্রহণ করিলেন।